বামাবোধিনী পত্রিকা।

Nos. 606 & 607. February & March, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৬-৬০৭ সংখ্যা। { মাঘ [illegible], ১৩২০। } ১০ম কল্প। ২য় ভাগ

বুদ্ধদেবের অস্থি আবিষ্কার।

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমস্থ পেশোয়ার নগরীর কোন স্থান খনন করিয়া বুদ্ধদেবের অস্থি পাওয়া গিয়াছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের এই প্রকার কৃতকার্য্যতায় আমরা অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি। এই সকল প্রাপ্ত অস্থিকে মানবসমাজের বহুমূল্য সম্পত্তি জ্ঞান করিয়া সকলেরই হৃদয় পুলকিত হইয়াছে। যদি সকলে এক বার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখেন, তবে এই আবিষ্কার বৌদ্ধ-জগতে কি এক মহা আনন্দস্রোত প্রবাহিত করিয়াছে, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারিবেন। বৌদ্ধগণ এখনও সংখ্যায় পঞ্চ শত লক্ষের ন্যূন নহেন এবং তাঁহারা জাপান, ফরমোজা, কোরিয়া, চিন, তাতার, শ্যাম, আনাম, কম্বোডিয়া, তিব্বত, ব্রহ্ম, নেপাল প্রভৃতি পৃথিবীর নানা স্থানে স্ব স্ব অধিকার বিস্তার করিয়া বাস করিতেছেন। বুদ্ধদেবের অস্থি পৃথিবীর কোন্ বিশেষ স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল, তাহা আর জানিবার কোন উপায় নাই। সেই জন্য এই অত্যাশ্চর্য্য আবিষ্কার যে কেবল বৌদ্ধ-সমাজেই মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছে তাহা নহে, ইহা দেশ ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকল নর নারীর হৃদয় পুলকিত করিয়া এক বিশ্বজনীন আনন্দের সৃষ্টি করিয়াছে।

কোন্ স্থানে এই স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও বিদিত ছিল না সুতরাং কেবল কল্পনার সাহায্যে ইহা আবিষ্কার করিতে বহু স্থানে অন্বেষণ করিতে হইয়াছিল।

খৃঃ পূঃ পঞ্চ শতাব্দীতে বুদ্ধদেব জীবিত ছিলেন। ভারতবর্ষে সেই সময়কার সর্ব্বসাধারণ প্রথা অনুসারে তাঁহার মৃতদেহের মালব-রাজগণ অগ্নিসংকার

করিয়াছিলেন এবং তৎপরে সেই দগ্ধ অস্থি সকল অতি যত্ন সহকারে সংগ্রহপূর্ব্বক আট ভাগে বিভক্ত করিয়া তাঁহার ভক্ত-বৃন্দের মধ্যে বিতরণ করা হইয়াছিল। তাঁহারা এই পবিত্র স্মৃতিরক্ষার্থ তাঁহাদের উপর স্তূপ, অট্টালিকা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ মৃত প্রভুর স্মৃতি-রক্ষার্থ যে বিশেষ যত্নবান্ হইয়াছিলেন, নিম্নলিখিত ঘটনাটী হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচ শত বৎসর পরেও ঐ সকল অস্থিখণ্ড কালের করাল গ্রাস হইতে রক্ষা পাইয়াছিল, এবং বৌদ্ধ রাজা মহারাজা কণিষ্ক—তিনি এক সময়ে কাশ্মীর এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমস্থ গান্ধারনামক স্থানে খৃঃ পূঃ ৪০ হইতে শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন—তাঁহার অধিকৃত অস্থিসমূহের উপর বৃহৎ বৃহৎ স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। তিনি এই অস্থিগুলিকে পবিত্র স্মৃতি জ্ঞান করিয়া অতি বহুমূল্য কারুকার্য্যপূর্ণ স্ফটিকপাত্রে সযত্নে রক্ষা করিয়াছিলেন। কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর নগরের মধ্যে অথবা নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে এই স্মৃতি রক্ষা করা হইয়াছিল বলিয়া এই নগরী ভবিষ্যতে তীর্থস্থানে পরিণত হইয়াছে। বহুদূরবর্ত্তী কাথে(Cathay) হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর নানা স্থানের বৌদ্ধগণ তাঁহাদের মৃত গুরুর অস্থি যে যে স্থানে সংরক্ষিত ছিল, তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকালীন কোন কোন সাহিত্যসেবী চীন-পর্য্যটক নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং রাজা কণিষ্ক যে সকল মন্দির স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়া রাখিবার জন্য যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। Fa Hian ইহাদের মধ্যে একজন। তিনি ৪০০ চারি শত খৃঃ অব্দে ঐ স্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতে গিয়াছিলেন এবং ঐ স্থানের এক মন্দির ৪৭০ চারি শত সত্তর ফিট উচ্চ বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। Tao Yung নামক আর একজন পর্য্যটকও বৌদ্ধ স্তূপ সম্বন্ধে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের বিবরণ সকল পাঠ করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, এই সকল মন্দির এবং স্তূপ স্থাপিত হইবার বহু শতাব্দীর পর পর্য্যন্ত এইগুলি সংরক্ষিত হইয়াছিল। কিন্তু Hiuin Thsang ৬২৯ খৃঃ অঃ হইতে ৬৪৫ খৃঃ অঃ এর মধ্যে ঐ স্থানে উপনীত হইয়া উহাদিগকে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে দেখিয়াছিলেন। ঝটিকা, বজ্র ও অগ্নির প্রভাবে এই সকল মন্দির বিনষ্ট হইয়াছিল। কালস্রোতে চীন দেশের তীর্থস্থানসমূহের সকল স্মৃতি মুছিয়া গিয়াছে এবং কণিষ্কের রাজধানী পুরুষপুর নগরী কোন্ বিশেষ স্থানে স্থাপিত ছিল, তাহার সংবাদ কিম্বদন্তীও আমাদিগকে বলিতে পারে না। মহাত্মা গৌতম বুদ্ধের অস্থিসমূহ কোথায় রক্ষিত হইয়াছিল, তাঁহার আধুনিক বংশধরগণ

আমার ধারণা করিতেও পারেন না। বুদ্ধের জেতাবশেষ আবিষ্কার করিয়া ভারতীয় বৃটিশ গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ যে যশস্বী হইয়াছেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তাঁহাদের এই কৃতকার্য্যতায় সকল ভারতবাসী গৌরবান্বিত হইয়াছেন। গত ১৯০৯ খৃঃ অব্দে এই সকল অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু এই কার্য্য কিরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা এখন কি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও অবগত নহেন। ভারতীয় গবর্ণমেণ্ট এই সম্বন্ধে অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগের পত্রিকায় ইহার বিশেষ বিবরণ প্রকাশিত হইবে বলিয়া আমরা আশা করিতেছি। সুতরাং এখানে যাহা যাহা উদ্ধৃত করা হইবে, তাহা এই প্রস্তাব বিষয়ের পূর্ব্বাভাস মাত্র। এই সকল সংবাদপ্রাপ্তির জন্য বর্ত্তমান ভারতবর্ষীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের তত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের নিকটে আমরা বিশেষভাবে ঋণী।

কপিলের রাজধানী বুদ্ধের অস্থি আবিষ্কারের স্থান বলিয়া প্রথমে নির্ণীত হয়। নানা অনুসন্ধানের পর প্রাচীন কালের পুষ্করপুর নগরীর স্থান বর্ত্তমান পেশোয়ারেই প্রায় স্থির করা হইয়াছে। তৎপরে কোন্ স্তূপ স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা আরম্ভ হয়। প্রায় ৪০ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতীয় বিভাগের প্রথম তত্ত্বাবধায়ক জেনারেল কানিংহাম অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই স্তূপ পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী Shah-Ji-Ki-Dheri'র নিকটেই কোনও স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল। অবশ্য ইহার মূলে কল্পনা ব্যতিরেকে আর কিছু সত্য ছিল না। এবং তজ্জন্য তিনিও এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চিত হইতে পারেন নাই। সম্প্রতি তিনি পেশোয়ারের নিকটবর্ত্তী Gor Katra নামক স্থানেই ঐ স্তূপ পাওয়া যাইবে বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং সেই স্থানেই Gorge Kalan-এর বহির্দ্দিকস্থ একটী স্তূপ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক এই সকল বিষয়ে তাঁহার চিত্ত সন্দেহে এইরূপ আন্দোলিত হইয়াছিল যে, তিনি অবশেষে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন তাহা আর লিপিবদ্ধ করিতে সাহস করেন নাই। তবে Shah-Ji-Ki-Dheri যে ঐ সকল অমূল্য স্মৃতিচিহ্নের ভূমি বলিয়া তাঁহার মন হইয়াছিল, তাহা আমরা তাঁহার সরকারী কার্য্য সম্বন্ধীয় লিখিত পত্র হইতে অবগত হই। বর্ত্তমান কালে যে বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহা এক কথায় শেষ হইবার নহে।

চীন-পর্য্যটকগণ যে সকল বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এই সকল উৎসাহী অনুসন্ধানকারীদিগকে সাহায্য করিতে পারে।

ভূগর্ভে প্রবিষ্ট এই সকল মন্দিরের বিষয় যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অস্পষ্ট এবং কোন কোন স্থানে পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়াই মনে হয়। কারণ আমরা Fao

Yung & Hihin Thsang এর স্থান নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাই, কিন্তু সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয় না। এই সকল পর্য্যটক যে স্থান হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা একবার নির্ণয় করিতে পারিলে স্মৃতিস্তম্ভের স্থান নির্দ্ধারণ করা কিঞ্চিৎ সহজ হইয়া আসিত। কিন্তু এই সকল জাতির বিষয় অবগত না হওয়ায় এই বিষয়টী কিছু জটিল হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল স্থান নির্দ্ধারণ অন্নাধিক বিজ্ঞানানুমোদিত না হইলে খনন কার্য্য আরম্ভ করা যায় না। কারণ অনির্দ্দিষ্টভাবে এই কার্য্য চালাইতে হইলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। ১৯০১ খৃঃ অব্দে ফ্রান্সদেশীয় এক পণ্ডিত Mr. Fouchier "Notes on the Ancient Geography" নামক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, পেশোয়ার নগরীর বহির্দ্দিকস্থ Shah-Ji-Ki-Dheri নামক স্তূপ এত বৃহৎ যে, উহা রাজা কণিষ্ক কর্ত্তৃক স্থাপিত স্মৃতিস্তম্ভের ধ্বংসাবশেষকে একেবারে আবৃত করিয়া রাখিতে পারে। অবশ্য ইহা সকলকেই স্মরণ রাখিতে হইবে যে, Mr. Fouchier, General Cunningham-এর নিকট হইতে কোন সাহায্য গ্রহণ না করিয়াই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কারণ General Cunningham Dheri সম্বন্ধে তাঁহার মতামত কিছুই প্রকাশ করেন নাই। Mr. Fouchier কতকগুলি প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া তাহার উপরে তাঁহার সিদ্ধান্তের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি লিখিয়াছেন যে, চীন পর্য্যটকগণ এই স্তূপকে পুরুষপুর নগর হইতে যত দূরে স্থাপিত বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, ইহা বর্ত্তমান পেশোয়ার হইতে সেই পরিমাণ দূরবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত ছিল। তিনি আরও একটী কারণ উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, তত্ত্বানুসন্ধানকারী ব্যক্তিদিগের চক্ষে এই Dheri কোন বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ বলিয়াই মনে হয়। তৃতীয় কারণ তিনি এই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, কিম্বদন্তী অনুসারে এই স্থানটী অতি পবিত্র এবং ইহার নিকটে দুইটী স্মৃতিস্তম্ভ আছে। Mr. Fouchier তাঁহার অনুমান সপ্রমাণ করিবার জন্য কোন কার্য্য আরম্ভ করেন নাই। কিন্তু আমেরিকা-নিবাসী David Brainard Spooner নামক এক পণ্ডিত বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া উল্লিখিত বিষয়ের সত্যাসত্য প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ১৯০৯ সালের জানুয়ারী মাস হইতে কার্য্য আরম্ভ করেন। Hiuin Thsang-বর্ণিত প্রধান মন্দিরের নিকটবর্ত্তী প্রায় এক শত বৌদ্ধ দেবমন্দির (Pagodas) কোন্ স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল তাহা নির্ণয়ের চেষ্টা তিনি প্রথমে আরম্ভ করেন। কারণ বৃহৎ মন্দিরগুলি বজ্রপাতে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়াই শুনা গিয়াছিল এবং ছোট ছোট মন্দিরগুলি ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয় নাই বলিয়াই সকলের

বিখ্যাত ছিল। যাহা হউক, খনন কার্য্য আরম্ভ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। এই সকল মন্দির কোন্‌দিকে, কিরূপ ভাবে এবং পরস্পর হইতে কতটা দূরবর্ত্তী স্থানে স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার ইতিহাস কেহই জানিতেন না। সম্পূর্ণ কল্পনার সাহায্যেই এই কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছিল। সুতরাং কার্য্যারম্ভেই যে নানা প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? নানা গবেষণার পর কিরূপে কার্য্য আরম্ভ হইবে তাহার প্রণালী বিধীকৃত হয়। ৬ ছয় ফিট্ প্রস্থে এবং ১০০ এক শত ফিট্ দৈর্ঘ্যে পাঁচটী পরিখা এরূপ ভাবে খনন করা হইয়াছিল যে, ইহার মধ্যস্থিত মন্দিরগুলি যেরূপ দূরবর্ত্তী স্থানেই হউক না কেন, এই পরিখার মধ্যেই তাহাদের সীমা আবদ্ধ থাকিবে। প্রায় এক শত কুলি এই সকল কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের অনুমান ঠিক কি না তাহা প্রমাণ করিবার জন্য তাঁহারা গান্ধারা মন্দিরের ভগ্নাবশেষ খনন করিয়া বাহির করিবার অভিপ্রায়ে এক দল কুলি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কণিষ্ক যখন এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, তখন ঐ স্থানে দেবমন্দির নির্ম্মাণ প্রভৃতি নানা প্রকার স্থপতি ও শিল্প কার্য্যের উন্নতি হইয়াছিল। ৭০ সত্তর ফিট্ গভীর [illegible] করিয়া মাত্র বাহির [illegible] করিল অনেকের [illegible] প্রধান মন্দিরে পৌঁছান যাইতে পারে। কিন্তু ইঁহাদের কার্য্য সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। অন্য দিকে আর এক দল ৮০ আট ফিট্ গভীর আর এক পরিখা খনন করিয়া এক বৃহৎ প্রস্তর-নির্ম্মিত প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ প্রাপ্ত হন। ইহার পৃষ্ঠদেশ প্রায় ৮ আট ফিট গভীর ছিল। এই আবিষ্কারে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, ইহার উপরেই সেই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত। কিন্তু অবশেষে দেখা গেল যে, উহা কেবল একটী বৌদ্ধ মন্দিরের অনিন্দ্য মাত্র। এইরূপে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁহারা ভগ্নমনোরথ হন নাই। এই সকল মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অন্বেষণ করিতে করিতে তাঁহারা এক প্রকার মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ সকল মুদ্রাকে পণ্ডিতেরা অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর মুদ্রা বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই আবিষ্কারের দ্বারা প্রকৃত কার্য্য সাধনের কিছুই সহায়তা হয় নাই। Dr. Spooner এবং তাঁহার সহকারী ব্যক্তিগণ উল্লিখিত বৃহৎ প্রস্তরনির্ম্মিত প্রাচীরের সহিত প্রধান মন্দিরের যোগ আছে বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং সেই স্থানকেই তাঁহাদের কার্য্যের কেন্দ্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করেন। অনেক দূর খনন করিয়া তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, ঐ প্রাচীর পূর্ব্ব দিকে কিছু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত রহিয়াছে এবং তাহার পার্শ্বদেশ হইতে সমকোণভাবে একটী ছোট প্রাচীর দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে। এইরূপে কিছু দিন দৈর্ঘ্য

সংস্কারের কার্য্য করিবার পর এই পাচীরের সমাপ্তকালে প্রাচীর আবিষ্কৃত হয়। এই প্রাচীর চূর্ণ খানির দ্বারা আবৃত ও ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবের সুবৃহৎ মূর্ত্তিসমূহ দ্বারা সজ্জিত ছিল। এই সকল বস্তুর সন্ধান পাইয়া তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা প্রকৃত বিষয়ের অনুসন্ধান পাইয়াছেন, কিন্তু তখনও তাঁহারা এই প্রাচীরের শেষ সীমায় উপনীত হইতে পারেন নাই। সুতরাং ইহাতে কৃতকার্য্য না হইয়া তাঁহারা উত্তর দিকে পুনরায় এক পরিখা খনন করেন। ইহা দ্বারা তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, এই সকল বৌদ্ধমূর্ত্তি উত্তর দিকেও বিস্তৃত রহিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সজ্জিত নহে। যাহা হউক, এই সকল আবিষ্কারের পর তাঁহাদের ধারণা হয় যে, অন্বেষণ করিলে আরও তিন দিকের প্রাচীরের সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের অস্থি যে স্থানে প্রোথিত হইয়াছিল তাঁহারা যে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী হইতে পারিয়াছেন, ইহাতে তাঁহাদের আর সন্দেহ ছিল না। উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণসমূহের আবিষ্কারের পর অন্যান্য প্রাচীর এবং দ্বার আবিষ্কারের উপায় কিঞ্চিৎ সহজ হইয়া আসিয়াছিল। দ্বিতীয় বৎসরের শেষভাগে এই স্থির হয় যে, ঐ স্তূপের ব্যাস ২৮৬ দুই শত ছিয়াশি ফিটের ন্যূন হইবে না এবং প্রাচীন হিন্দুস্থানের মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ স্তূপ বলিয়াই নির্দ্ধারিত হয়। ঐ বৃহৎ মন্দির আবিষ্কারের পর রাজা অশোক বুদ্ধদেবের দেহাবশেষ যে সকল স্তূপের মধ্যে সযত্নে রক্ষিত করিয়াছিলেন, তাহার অনুসন্ধানের চেষ্টা আরম্ভ হয়। মন্দিরের কেন্দ্রস্থানে এই সকল দ্রব্য অন্বেষণ করা হয়। কিছু দিন পর্য্যন্ত কুলিরা এই সকল স্থান খনন করিয়া অন্বেষণ করিতে লাগিল। প্রথমে কোন ফল হয় নাই, অবশেষে যে প্রকোষ্ঠে বুদ্ধদেবের পবিত্র অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহার সন্ধান পাওয়া যায়। এই প্রকোষ্ঠ তেমন সজ্জিত ছিল না। ইহার উপরে ছাদস্বরূপ যে আবরণ ছিল, তাহা কালগ্রাসে বিনষ্ট হইয়াছে, সুতরাং বর্ত্তমান কালে ইহা মৃত্তিকার দ্বারাই আবৃত ছিল। ২৩ খানি প্রস্তর উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত করিয়া এই প্রকোষ্ঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে পাত্রে অস্থি রক্ষিত হইয়াছিল, তাহা প্রত্নতত্ত্বের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইহার মধ্যে তিন খণ্ড অস্থি ছিল। এই পাত্রটী স্ফটিকনির্ম্মিত ছয় কোণবিশিষ্ট পাত্র ছিল এবং ইহা একটী ক্ষুদ্র ধাতু পেটিকার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। এই পেটিকার উপরিভাগে যে আবরণ ছিল, তাহার মধ্যভাগে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি, তাহার চারি পাশে অন্যান্য মূর্ত্তি এবং তাহার দুই দিকে বোধিসত্ত্বের মূর্ত্তি খোদিত ছিল। এই পেটিকার চারি পাশে বুদ্ধদেব এবং তাঁহার উপাসকগণের মূর্ত্তি এবং এক স্থানে রাজা অশোকের মূর্ত্তি খোদিত ছিল। ইহার উপরে খোদিত পুষ্পমালা দ্বারা ইহা বেষ্টিত ছিল। এই সকল দেখিয়া মনে হয় যে, তৎকালীন শিল্পিগণ গ্রীক কলা-বিদ্যার

অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এই সকল দ্রব্য খনন করিবার সময় কণিষ্কের নামাঙ্কিত কতকগুলি তাম্রমুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের কৃতকার্য্যতা সম্বন্ধে একেবারে নিঃসন্দেহ হইতে পারিয়াছিলেন। ইহার পরে তাঁহারা মথুরার নিকটবর্ত্তী এক স্থানে কণিষ্কের আর এক মূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর নিঃসন্দেহ হইয়াছিলেন। ভারতীয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট গৌতম বুদ্ধের এই উদ্ধারপ্রাপ্ত মূল্যবান্ অস্থি সকল পূজার জন্য নানাদেশের বৌদ্ধদিগের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন।

কালস্য কুটিলা গতিঃ।

অস্মৎ প্রণীত পাষাণ-মানুষ মূর্ত্তি দ্রষ্টব্য।

কালঃ কল্প মুপাস্তে কালস্য কুটিলা গতিঃ।—রামায়ণে।

আমাদের এই জীবন যাহার অধীন, শুধু জীবন কেন—জীবনের যাবতীয় কর্ম্ম যাহার অধীন, যাহার অধীনে থাকিয়া আমরা এক স্থান হইতে অন্য স্থান, এক অবস্থা হইতে অন্য অবস্থা প্রাপ্ত হই, সেই আমাদের জীব-জীবনের নায়কটীর নাম সময় বা কাল। কাল কথাটি সাধারণতঃ সময়ের সমষ্টিকেই বুঝায়। দণ্ড, মুহূর্ত্ত, মাস, এমন কি এক তিল সময়কেও আমরা কাল বলিয়া অভিহিত করিতে পারি। বহুকালব্যাপী সময় যে কাল বলিয়া গণ্য হইবে, আর ক্ষণিক সময়কে তাহা বলা যাইতে পারিবে না, তাহা নহে। জীব-জীবনের এক তিল সময় কার্য্যানুরোধে কাহারও পক্ষে নগণ্য, কাহারও পক্ষে মহাকাল বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। কালের গতি অতি বিচিত্র। কেহই তাহার স্বাভাবিক সমাক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে সক্ষম নহে। আমরা সাধারণ চক্ষে যাহা অন্যায় বা অমঙ্গলজনক বলিয়া বোধ করি, তাহাই অন্তের চক্ষে পরম মঙ্গলময় বিধাতার মঙ্গল বিধান বলিয়া নির্দ্দেশিত হয়। সুতরাং এমন যে দুর্ব্বোধ কাল, তাহার গতি এইরূপ আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মহাত্মারা বলিয়াছেন, কালের গতি কুটিল। এই কালের প্রভাব অতিপ্রবল প্রবল, বুঝি বা প্রবল বারিধির উত্তাল তরঙ্গ অপেক্ষাও প্রবল, কেহই তাহাকে বাধা দিতে সক্ষম নহে। সেই জন্য, কালের সেই দ্রুতগমনশীলতার জন্য, কবিগণ সাধারণতঃ কালকে 'স্রোতের' সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। এমন যে কাল স্রোত, জীবগণ তাহাতে পতিত হইয়া তরঙ্গোপরি ভাসমান তরণীর ন্যায় বায়ুর গুণানুসারে কখনও অনুকূলে কখনও বা প্রতিকূলে আপনা আপনি বিধ্বস্ত হইয়া কত ক্লেশ ভোগ করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে ঐ তরঙ্গোপরিস্থ তরণীর অনুকূল কোন পদার্থ

নাই, তাহা নহে। সদসদ্‌গুণযুক্ত অনন্ত উপাদান বর্ত্তমান। আপনাকে রক্ষার্থ তাহাকে উহার একটীকে না একটীকে অবলম্বন করিতেই হইবে, নতুবা তরঙ্গ-মধ্যে পতিত হইয়া তাহার বিনষ্টতা লোপ পাইবে। জীব সাধারণতঃ ঐ অকূল সমুদ্র পার হইতে সুখতরীর আকাঙ্ক্ষাই করিয়া থাকে, তদনুসারে উত্তম তরীও মিলিয়া থাকে; কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে পড়িয়া উহারা জীর্ণ ও অকর্ম্মণ্য হয়, কিম্বা সৃষ্টিগুণে দেবদুর্লভ অমৃতও বিষময় সর্পের বিষ জ্ঞানে পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। এইরূপে জীব প্রতিমুহূর্ত্তে স্ব স্ব অবলম্বনকে পরিত্যাগ করিতেছে। কিন্তু তাহা বলিয়া যে জগদ্বিষের নাশ হইবে না, তাহা নহে। বায়ু যখন প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া তরঙ্গের সৃষ্টি করে, তখন তরঙ্গমধ্যে অসংখ্য জলকণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন তাহারা বায়ুর সাহায্যলাভে বঞ্চিত হয়, তখন আপনিই ঐ জলরাশির সহিত মিশিয়া যায়। তদ্রূপ এই জীবজগতে অবলম্বনহীন হইয়া কত শত জীব অকালেই লয় পাইতেছে। কিন্তু যিনি এই অকূল সমুদ্রে সুখতরী লাভ করিয়াছেন, তিনি সানন্দে নির্ভয় থাকিয়া এই ঝঞ্ঝাবাতপূর্ণ সমুদ্র অনায়াসে উত্তীর্ণ হন। এমন যে সাধের সংসার, যাহা এক কালে কত আনন্দে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও বিষবৎ হইয়া জীবকে কত যাতনাই না প্রদান করে। সেই যাতনায় জীব সুখান্বেষী হইয়া কিপ্ত-কুক্কুরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে দৌড়াদৌড়ি করে, জানে না কিসে তাহার শান্তি, অথবা জানিলেও সে দিকে মতি আসে না। কিন্তু যাঁহারা সুখতরী লাভ হইয়াছে, আত্মার উপর যাঁহার নির্ভরতা আছে, পার্থিব যাবতীয় দ্রব্যের পরিণাম—বিয়োগ, যিনি তাহা স্থির করিয়াছেন, এবং যিনি জানেন যে, এক আত্মার উপর নির্ভরতা ব্যতীত সুখের কিছুমাত্র আশা নাই, তিনি এই দুঃখার্ণব অনায়াসেই উত্তীর্ণ হইতে পারেন। জাগতিক যাবতীয় পদার্থ তাঁহার পক্ষে সমান, তিনি ধনবান্ হইয়াও ধনী নহেন, অথচ দরিদ্র হইয়াও দুঃখী নহেন; তাহার কারণ, পার্থিব পদার্থমাত্রই বিয়োগাত্মক, আর বিয়োগেই দুঃখ। এই বিয়োগাত্মক দ্রব্যকে জীব সাধারণতঃ আপনার একমাত্র শান্তির উপায় বলিয়া তাহার উপর নির্ভর করে, এজন্য পদে পদে বাধা বিঘ্ন ও ক্লেশ দ্বারা পীড়িত হয়। কিন্তু যাহার তাহা নাই, তাহার সকল অবস্থাই সমান। সুতরাং তিনি যদি পরের সংসর্গে আসেন, তবে পরও আপনার হয়। এরূপ ব্যক্তির নিকট কাল অজেয় নহে, কালের কোন আধিপত্য তাঁহার উপর খাটিয়া উঠে না, কারণ তাঁহার দেহস্থ আত্মা অবিনশ্বর ও নির্দ্বিকার। যাহাতে কোন মলিনত্ব নাই, তাহাতে সুখ ব্যতীত কখনও দুঃখ সম্ভবে না। এই আত্মার উপর যাহার যত নির্ভরতা অধিক, তিনি সেই পরিমাণে সুখ লাভ করেন।

কালের কবলই সমস্ত পার্থিব দ্রব্যের

নাশ। জীবন অল্প, এই অল্প দিনের জন্ত আসিয়া দুঃখ ভোগ করা অপেক্ষা সুখ-ভোগই সর্ব্বাগ্রে বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা তাহার উপায় না বুঝিয়া অন্ধকারে ইত-স্তত: অনুসন্ধান করি। স্বর্ণের অন্বেষণ করিতে যাইয়া নশ্বর কাচের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত হই এবং হিতে বিপরীত করিয়া বসি—সুখ লাভ করিতে গিয়া দুঃখের চরম সীমায় উপনীত হই এবং পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া যাবতীয় ক্লেশ ভোগ করিবার পথ প্রশস্ত করি, তদ্ধা শান্তি ত দূরের কথা! কিন্তু যিনি তাহা না করিয়া আত্মস্মৃতির উদয় করেন, তিনি আগতীয় দুঃখ ক্লেশ হইতে মুক্ত হন ও মরণান্তে সচ্চিদানন্দ লাভ করেন। সাধারণ জীবের ন্যায় পুনঃ পুনঃ প্রতারিত হইয়া তাঁহাকে আর ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না—মোক্ষই তাঁহার চরম অবস্থা।

সুতরাং আমাদিগকে এই কালের বিচিত্র বিষপূর্ণ মোহের করাল কবল হইতে মুক্তি লাভ করিতে হইলে, প্রকৃত সুখ লাভের ইচ্ছা থাকিলে, স্ব স্ব আত্মার উপর নির্ভর করিয়া এই কর্ম্মক্ষেত্রে অব-তরণ করিতে হইবে। কর্ম্ম না করিয়া আমরা থাকিতে পারিব না, কর্ম্ম করিবার জন্তই আমরা জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। অতএব কর্ম্মান্তে যাহাতে মুক্তিলাভে সমর্থ হই তাদৃশ কর্ম্মকরা আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

তিব্বত।

আমরা অনন্ত আকাশে যে সকল মেঘ-খণ্ড ভাসিতে ভাসিতে চলিয়া যায় দেখিতে পাই, তাহা পৃথিবী হইতে প্রায় ২।৩ মাইল দূরে। সেই গাম্ভীর্য্য-পরিপূর্ণ মেঘ-রাজ্যে তিব্বত দেশ অবস্থিত। এই দেশ ও দেশবাসীদিগের বৃত্তান্ত অতীব কৌতুকজনক।

তিব্বত দেশ চীন সাম্রাজ্যের একটী অংশ। বহু বৎসর পূর্ব্বে এই দেশবাসিগণ ইহার মধ্যে কোনও বিজাতীয় মানবকে প্রবেশ করিতে দিতেন না। তিব্বত দেশ ভারতের উত্তরে হিমালয় ও কিউএন্‌লন্ পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত। তিব্বত-বাসিগণ এই দেশকে বোদ্ অথবা বোদ্-গাল (বোদ্দিগের বাসভূমি) বলিয়া থাকে। ইহার আয়তন প্রায় ভারতের অর্দ্ধেকের সমান। তিব্বত দেশের দক্ষিণে গগনস্পর্শী হিমালয় পর্ব্বত প্রশস্ত ও উচ্চ প্রাচীরস্বরূপ দণ্ডায়মান। এই হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া যে সকল অপ্রশস্ত পথ (অথবা পর্ব্বতগাত্রস্থিত সঙ্কীর্ণ পথ) গিয়াছে, তাহা হইতে পাঞ্জাবের নদী সকল বহির্গত হইয়াছে।

তিব্বতে অনেক পথ আছে, উহারা সমুদ্র হইতে ১৬০০০ ফুট উচ্চ। সেই সকল পথ দিয়া ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাইতে হয়। তিব্বতে সাঙ্‌পু (Sanpu), ব্রহ্মপুত্র, সিন্ধু (Indus), এই তিনটী

সর্ব্বপ্রধান নদী আছে। কৈলাস পর্ব্বতের পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব হইতে সিন্ধুনদী (Indus), শতদ্রু (Sutlej) এবং ব্রহ্মপুত্র উত্থিত হইয়াছে। যেমন প্রবাদ আছে যে, গঙ্গা গোমুখী হইতে নিঃসৃত, তেমনি এইরূপ কথিত আছে যে, সিন্ধু নদী সিংহের মুখ হইতে, এবং শতদ্রু নক্রমুখ হইতে বহির্গত হইয়াছে।

সিন্ধুনদী এমনি আশ্চর্য্য যে, ইহা গ্রীষ্মকালের রাত্রিতে একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় এবং দিনমানে কূলে কূলে জলরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। ব্রহ্মপুত্র কৈলাস পর্ব্বতের পূর্ব্ব হইতে উত্থিত হইয়া তিব্বতের রাজধানী লাসা নগর দিয়া দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়াছে। তিব্বতবাসীরা রজ্জুনির্ম্মিত সেতুর উপর দিয়া তথাকার নদী সকল উত্তীর্ণ হয়। যখন পথিকগণ তাহার উপর দিয়া গমনাগমন করে, তখন ঐ সেতু এদিক ওদিকে দুলিতে থাকে।

ঐ রজ্জু বার্চ্চ (Birch) নামক বৃক্ষের শাখা প্রশাখা দ্বারা জড়াইয়া জড়াইয়া প্রস্তুত করা হয়। তিব্বতবাসীরা সময় সময় বায়ুপূর্ণ মহিষের চর্ম্মনির্ম্মিত (মুষক) তরণীর দ্বারা নদী সকল উত্তীর্ণ হয়। পথিকগণ ঐ মহিষের চর্ম্মনির্ম্মিত মুষকের উপরে উপবিষ্ট হয় এবং মহিষের শরীরের নিম্ন ভাগ অর্থাৎ চারিটী পা উপর দিকে থাকে এবং উহার চালক তাহার পশ্চাৎ দিকে শুইয়া পড়িয়া যেরূপে সাঁতার কাটে সেইরূপে জলে পা ছুড়িতে থাকে। ধনী লোকেরা ঐরূপ দুইটী চর্ম্ম একত্রিত করিয়া তাহার উপর শয্যা পাতিয়া গমনাগমন করে। দ্রব্যসম্ভারও এইরূপে পার করা হয়। তিব্বতের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় হ্রদ আছে, তাহাদের মধ্যে কতকগুলির জল তাল ও কতকগুলির জল লবণাক্ত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ হ্রদ মানসসরোবর (Manasarwar)। ইহার দক্ষিণ পশ্চিম চীন তিব্বতের মধ্যে, কৈলাস পর্ব্বতের নিকটে। বায়ু পুরাণে এইরূপ কথিত আছে যে, যখন সমুদ্র স্বর্গ হইতে মেরু পর্ব্বতের উপর অবতীর্ণ হয়, তখন ইহা চারি দিকে চারি ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল; তৎপরে ইহা চারিটী নদীতে, এবং সেই গুলি পুনরায় চারিটী বৃহৎ হ্রদে পরিণত হয়—যথা উরু নদ (Urunada) পূর্ব্বদিকে, সীতদ (Sitada) পশ্চিমে, মহাভদ্র (Mahavadra) উত্তরে, মানস (Manasa) দক্ষিণে। পুরাণে, বলে যে গঙ্গা মানসসরোবর হইতে উত্থিত হইয়াছে, কিন্তু ইহা ভুল। বস্তুতঃ ইহা হিমালয়ের দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে।

মানসসরোবর হইতে কোন নদী প্রবাহিত হয় নাই। শতদ্রু নদী ইহার নিকটবর্ত্তী পশ্চিমপার্শ্বস্থ "রাবণহ্রদ" হইতে উত্থিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, দেবতাগণ যে সকল হ্রদ হইতে জলপান করেন, মানসসরোবর তাহাদিগের মধ্যে একটি। পাল্‌টি সংপু ও ভুটানের

মধ্যবর্ত্তী একটী গোলাকার বৃহৎ হ্রদ। ইহার মধ্যভাগে একটী বৃহৎ দ্বীপ আছে। তেংরিনর (Tengrinor) অর্থাৎ আকাশ হ্রদ পীন্টি হ্রদের উত্তরে ও সংপুর বিপরীত দিকে। কোকোনর (Kokonor) অর্থাৎ নীল হ্রদ চীন অধিকারভুক্ত তিব্বতের উত্তর পূর্ব্বে এবং সমুদ্রের সমতল অপেক্ষা ১০,৫০০ উচ্চে। ইহা ডিম্বাকৃতি ও পরিধিতে প্রায় ২৫০ মাইল। ইহার তীরভূমি অত্যন্ত বিস্তৃত এবং জল এত লবণাক্ত যে, পান করিবার অযোগ্য। এই হ্রদের চতুর্দ্দিকস্থ তুষারাবৃত পর্ব্বতগুলির নিকট ইহার লবণাক্ত জল গাঢ় নীল বর্ণের ন্যায় দেখায়। ইহা মৎস্যে পরিপূর্ণ, কিন্তু ইহার তীরে অতি অল্পই জীবন্ত দেখিতে পাওয়া যায়।

ঐ হ্রদের জল জমিয়া থাকে, এবং নবেম্বর হইতে মার্চ্চের শেষ পর্য্যন্ত ইহা বরফে আবৃত থাকে। ঐ হ্রদের পশ্চিম পার্শ্বে দক্ষিণ তীরের প্রায় ১৪ মাইল দূরে ৭ মাইল পরিধিবিশিষ্ট একটী পার্ব্বত্য দ্বীপ অবস্থিত। তথায় একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে, সেখানে ১০ জন লামা অর্থাৎ সন্ন্যাসী থাকেন। গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের প্রধান দেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকে না, কারণ তখন হ্রদে কোন নৌকা থাকে না। দেশবাসিগণ নৌকার আবশ্যকতা অনুভব করে না। শীতকালে তীর্থযাত্রিগণ তুষার অতিক্রম করিয়া সেখানে গমন করে এবং সন্ন্যাসীদিগের জন্য মাখন ও বার্লি খাদ্য আনয়ন করে। ঐ সময়ে সন্ন্যাসিগণও ভিক্ষা সংগ্রহ করিবার জন্য তাহাদের গহ্বর হইতে বহির্গত হইয়া থাকে।

ভুল।

যোগেন বাবু লজ্জিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। বিনয় বাবুকে প্রস্থানোদ্যত দেখিয়া সহসা কুণ্ঠিতভাবে যোগেন বাবু কহিলেন, "আচ্ছা! আপনি কি আজ আমাকে আপনাদের বাটীতে লইয়া যাইতে পারেন?"

বিনয় বাবু স্তম্ভিত হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন। যোগেন বাবুর মত লোক যে বিনা দ্বিরুক্তিতে তাঁহাদের ক্ষুদ্র কুটীরে অতিথি হইতে স্বীকৃত হইবেন, এ কথা সহসা তাঁহার প্রত্যয় হইল না। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই ব্রাহ্ম। সুতরাং যোগেন বাবু তাঁহাদের গৃহে যাইতেও পারেন। বিনয় বাবু উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময় যোগেন বাবু কহিলেন; "বোধ হয় আমার মত অপরিচিত বৃদ্ধ লোক আপনাদের বাটীতে গেলে মেয়েদের অসুবিধা হইবে। তবে থাক্, আপনি কুণ্ঠিত হ'বেন না।"

বিনয় বাবু লজ্জিত হইয়া বলিলেন, "না না! বরং আপনাকে পেলে তাঁহারা বিশেষ আপ্যায়িত হ'বে। কিন্তু আমি

ভাব্‌ছি মৈরেয়ের আমোদ প্রমোদ আপনার ভাল লাগ্‌বে কি?" যোগেন বাবু বলিলেন, "বেশ লাগবে। কিছু ভাব্‌বেন না, আমি পেছনে থাক্‌ব। মেয়েদের কোন রূপ অসুবিধা হবে না।"

বিনয় বাবু বলিলেন "সে কি! আপনি দয়া করিয়া আমাদের বাটীতে যাইবেন, সে ত আমাদের সৌভাগ্য। আমি সন্ধ্যার পর আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব। আমিএখন যাই।"

বিনয় বাবু চলিয়া গেলে যোগেন বাবুও বাহির হইলেন। বালিকার জন্মদিন, তাহাকে কিছু উপহার প্রদান করিতে হইবে। অনেক দোকান ঘুরিয়া অবশেষে তিনি একটা বড় পুতুল ও এক শিশি লজেঞ্জেস সংগ্রহ করিলেন। পল্লিগ্রামে এ সব জিনিষ বড় দুষ্প্রাপ্য।

সন্ধ্যার পরই তিনি বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া বিনয় বাবুর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মায়ার অন্বেষণার্থ বৃদ্ধের হৃদয় উৎসুক হইয়া উঠিয়াছিল। তিনি যেন আর ধৈর্য্য ধারণ করিতে পারিতেছিলেন না।

অচিরেই বিনয়বাবু আসিয়া পড়িলেন। তাঁহাদের গৃহ ষ্টেশনের নিকটেই। তাঁহারা গল্প করিতে করিতে শীঘ্রই সেখানে উপনীত হইলেন।

লাবণ্যদের গৃহে পৌঁছিয়া যোগেন বাবু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। বালিকাগণের আমোদ-প্রমোদ, তাহাদের হাস্যধ্বনি ও চীৎকার, যোগেন বাবুর প্রাণে নূতন আনন্দ আনয়ন করিল। বালিকাদের সংস্পর্শে তিনি বিশেষ কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

লাবণ্যের পিতা মাতা তাঁহাকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। লাবণ্যও তাঁহার অভ্যর্থনায় নিযুক্ত রহিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর লাবণ্যকে কক্ষের পার্শ্বে ডাকিয়া লইয়া অতি সঙ্কোচের সহিত যোগেন বাবু তাঁহার পকেটস্থিত পুতুল ও লজেঞ্জেস তাহাকে প্রদান করিলেন। লাবণ্য অসঙ্কোচে উপহার গ্রহণ করিয়া বলিল, "কি সুন্দর পুতুল! আপনি এ শিশিটা খুলে দিন না। আমরা লজেঞ্জেস খাব।"

নিকটস্থ চেয়ারে বসিয়া যোগেন বাবু শিশিটা খুলিতে লাগিলেন। লাবণ্যও আর একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। স্থানটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত।

শিশি খুলিতে খুলিতে যোগেন বাবু লাবণ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার এখানে অনেক বন্ধু আসিয়াছে—না?"

লাবণ্য। হাঁ, এখানে আমরা চারি ঘর ব্রাহ্ম আছি। আমাদের মধ্যে খুব ভাব আছে।

যোগেন বাবু। বটে। আচ্ছা! মায়াও কি তোমাদের বন্ধু?

লাবণ্য। এখানে আমাদের দুই মায়া আছে—মায়া ঘোষ ও মায়া দত্ত। দুজনেই আমার খুব বন্ধু।

এতক্ষণে শিশির ছিপি খোলা হইল। খোলা শিশি লইয়া নাচিতে নাচিতে লাবণ্য চলিয়া গেল এবং আনন্দে

বন্ধুবর্গের মধ্যে লজেঞ্জেস বিতরণ করিতে লাগিল।

কতক্ষণ পরে লাবণ্য ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "চলুন না? আপনি এখানে ব'সে আছেন কেন? চলুন, আমরা তাস খেলিগে।"

যোগেন বাবু। আমি ত তাস খেলিতে জানি না। এস আমরা দুজনে গল্প করি। আচ্ছা! বল দেখি, মায়া ঘোষকে তুমি বেশী ভাল বাস, না মায়া দত্তকে?

লাবণ্য বলিয়া উঠিল, "এই যে মায়া ঘোষ আস্‌চে। তা'র সঙ্গে আপনি গল্প করুন। সকলেই তার সঙ্গে গল্প করিতে ভাল বাসে। আমি তাস খেলিগে।"

তাস-খেলার প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া বালিকা প্রস্থান করিল।

মায়া আসিলেই যোগেন বাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু যোগেনবাবুকে দেখিয়া মায়া সঙ্কুচিত হইয়া প্রস্থান করিবার উপক্রম করিল।

অধীর হইয়া যোগেন বাবু বলিলেন "যাইও না—দাঁড়াও। তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা করিব।"

ভীত হইয়া মায়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল। যোগেন বাবু বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বালিকা রূপবতী। তাহার কমনীয় কোমল মুখকান্তি, বিস্ফারিত নীলাভ নয়ন অতি শোভনীয়, সন্দেহ নাই। বালিকা তাঁহার পুত্রবধূ হইবার উপযুক্ত বটে।

যোগেন বাবু দেখিলেন, উত্তেজনায় বালিকার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাহার বক্ষের স্পন্দন স্পষ্ট দ্রুত হইতেছে। সহসা বালিকার হৃদয় এত আলোড়িত হইয়া উঠিল কেন! বালিকা কি তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে? সন্দিগ্ধ হইয়া যোগেন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার ছেলে যতীনকে চেন?"

সুস্পষ্ট-কণ্ঠে বালিকা উত্তর করিল, "হাঁ, চিনি।"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া যোগেন বাবু কহিলেন, "সে কোথায় আছে তুমি নিশ্চয়ই জান—কেমন?"

সলজ্জ মৃদু হাস্যে বালিকার বিষাদের স্ফুরিত হইয়া উঠিল।

যোগেন বাবু পকেট হইতে নোট-বুক বাহির করিয়া কহিলেন, তা'র ঠিকানাটা আমায় বল দেখি?"

বালিকার হাসি শুখাইয়া গেল। গম্ভীর ভাবে কহিল, "মাপ করিবেন, আমি বলিব না।"

অপমানে বৃদ্ধের মুখ কৃষ্ণবর্ণ হইল। আজ এই সামান্য বালিকা তাঁহাকে যেরূপ অপমান করিল, এইরূপ অপমান তাঁহাকে জীবনে কখন সহ্য করিতে হয় নাই।

ক্রোধে তাঁহার বুক ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিন্তু তখনি তিনি আত্মসম্বরণ করিয়া লইলেন। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বালিকাকে তিনি কোন মতেই টলাইতে পারিবেন না বুঝিলেন।

মায়া পুনরায় উঠিতে উদ্যত হইল।

অঞ্চল-প্রান্ত টানিয়া যোগেন বাবু পুনরায় তাহাকে বসাইলেন। ভগ্ন-কণ্ঠে কহিলেন, "যতীন ভাল আছে ত?"

মায়া। হাঁ। তিনি ভাল আছেন।

যোগেন বাবু। সে কোন্ দেশে আছে?

বালিকা গ্রীবা আন্দোলন করিয়া কহিল, "মাপ করিবেন। আমার আর কোন কথা প্রকাশ করিবার অধিকার নাই। কেবল যদি তাঁর কোন বিপদ হয়, তবেই তিনি আপনাকে জানাইতে লিখিয়াছেন।" মায়ার ওষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল।

উৎকণ্ঠিত-ভাবে বৃদ্ধ কহিলেন, "বিপদ! তা'র কি কোন বিপদ হইবার সম্ভাবনা আছে? আমাকে বল? আমার জানিবার অধিকার আছে।"

মায়া। এখন আর বোধ হয় আপনার কোন অধিকার নাই। আপনি তাঁর পিতা। কিন্তু আপনিই তাঁহার জীবন দুঃখময় করিয়াছেন।

বিস্ফারিত নেত্রে বৃদ্ধ বালিকাকে দেখিতে লাগিলেন। সে কটাক্ষে কত নৈরাশ্য, কত বেদনা, কত দুঃখ, কত যন্ত্রণা লুকায়িত ছিল, বালিকা তাহা বুঝিল। "পুত্রের জন্য যে পিতার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিয়াছে মায়া তাহা অনুভব করিল। বালিকার অন্তরে সহানুভূতি ফুটিয়া উঠিল। তাহার নয়নপ্রান্তে যেন অশ্রু দেখা দিল।

হতাশ দগ্ধ-কণ্ঠে যোগেন বাবু কহিলেন, "তুমি না কি তা'কে ভালবাস? তবু তুমি তা'কে বিপদে ফেলিয়া রাখিতে চাও।"

বালিকা কোন উত্তর দিল না। রুদ্ধিত অশ্রু তাহার কপোলে বহিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

মায়াকে কোলে টানিয়া লইয়া যোগেন বাবু আবেগভরে বলিতে লাগিলেন, "যখন তুমি যতীনকে পত্র লিখিবে, লিখিও যে আমিই ভুল করিয়াছি। সে ঠিক বলিয়াছিল, 'টাকা সব নয়, ভালবাসার সহিত অর্থের তুলনা হয় না'। লিখিও, আমি তা'কে ভালবাসি। তাহার অবর্ত্তমানে আমি বড় কষ্টে আছি। আমার একান্ত অনুরোধ, সে যেন সত্বর গৃহে ফিরিয়া আসে এবং তাহার মনোমত পাত্রীকে বিবাহ করিয়া সুখী হয়।"

বালিকা এবার হাসিয়া ফেলিল। এক চক্ষে হাসি ও অপর চক্ষে কান্না লইয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে সে কহিল, "চলুন না কেন, আমরা তাঁহাকে টেলিগ্রাম করে দিই। তিনি তাহা হইলে শীঘ্রই ফিরিতে পারিবেন।"

এতক্ষণে যোগেন বাবুর দুশ্চিন্তা দূর হইল তিনিও হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ঠিক বলেছ। তোমার এত রূপ, এত গুণ, আগে যদি তাহা জানিতাম।"

মায়া লজ্জায় অধোবদনে রহিল।

শ্রীগতীশ চন্দ্র বসু,
ছাপরা।

৺ উমেশচন্দ্র দত্তমহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোমরাজ্যের ইতিহাস।)

২১ অধ্যায়।

সলা ও মেরিয়স।

১। যৎকালে সেম্ব্রিডেটিস যুদ্ধে অত্যন্ত প্রবল হয়, তখন সলা ও মেরিয়স, এই দুই রোমান সেনাপতি সেই যুদ্ধে গমন করিতে অত্যন্ত ইচ্ছুক হন। তাঁহারা উভয়েই উচ্চাভিলাষী ও পরস্পর পরস্পরের দ্বেষী ছিলেন।

২। মেরিয়স সাধারণ লোকের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। অতএব তিনি তাহাদিগকে আপনার দলস্থ করিলেন, আর সমস্ত ভদ্রলোক সলার দিকে হইল।

৩। যাহা হউক, উভয়ের মধ্যে অনেক বিবাদের পর সলা সেনাপতিত্ব প্রাপ্ত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন।

৪। এখানে সলার অনুপস্থিতিতে মেরিয়স রোম অধিকার করিয়া সকলকে আপনার পক্ষ করিলেন। সুতরাং সলা জয়ী হইয়া প্রত্যাগমন করিলে রোমে দুইটি মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে সলা জয়লাভ করিয়া "ডিক্টেটর" অর্থাৎ রোমের সর্ব্বাধিপতি হইলেন।

৫। তিনি দুই বৎসর মাত্র ডিক্টেটর-পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার মধ্যে সেনেটের ক্ষমতা অনেক বৃদ্ধি করেন এবং সাধারণ লোকের ক্ষমতা অনেক হ্রাস করিয়া দেন। অনন্তর তিনি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক শাসনদণ্ড পরিত্যাগ করিয়া কিউমি নামক স্থানে জীবনের শেষাংশ যাপন করেন। ৭৭ খৃঃ পূঃ ইঁহার মৃত্যু হয়।

৬। সলা ও মেরিয়সের ভয়ানক যুদ্ধে রোমের ২০০ সেনেটরের ও ১,৫০,০০০ নগরবাসীর মৃত্যু হয়।

২২ অধ্যায়।

সিজর ও পম্পের বিবাদ।

১। ৬৯৩ রোমাব্দে সিজর ও পম্পের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়।

২। তাঁহাদিগের উভয়ের উচ্চাভিলাষই এ যুদ্ধের নিদানভূত। পম্পে, সিজর ও ক্রীশস এই তিন ব্যক্তি তৎকালে রোম-রাজ্যে প্রধান ক্ষমতাপন্ন থাকাতে প্রথমে তাঁহারা তিন জনে একমত হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে লাগিলেন। এই শাসন-প্রণালী ত্রিনায়ক তন্ত্র বলিয়া উক্ত হইল।

৩। এই একতা বদ্ধমূল করিবার জন্য পম্পে সিজরের কন্যার পাণি গ্রহণ করিলেন।

৪। পরে সিজর গল দেশ, পম্পে স্পেন দেশ ও ক্রীশস সিরিয়া রাজ্য শাসন করিতে সম্মত হইলেন।

৫। সিজর ও ক্রীশস স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন। পম্পে রোমে বাস করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা স্পেন শাসন করিতে লাগিলেন।

৬। ক্রীশস সিরিয়াতে গমন করিয়া প্রথমতঃ জেরুজেলমের দেবমন্দির লুণ্ঠন করিলেন এবং তন্মধ্যস্থ সমুদায় সঞ্চিত ধন আত্মসাৎ করিলেন।

৭। তিনি তৎপরে পরাক্রান্ত সৈন্যদল সমভিব্যাহারে পার্থিয়ানদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন, কিন্তু পার্থির সেনাধ্যক্ষ সরিনা তাঁহাকে পরাজিত ও অধিকাংশ সৈন্যের সহিত নিহত করিলেন। পরিশেষে তাঁহার প্রবল ধনলোভের শাস্তি দিবার জন্য সিনা গলাইয়া তাঁহার মস্তক পরিপূর্ণ করিয়া রাখিলেন।

৮। পম্পে আপনার সমকক্ষ লোক দেখিতে পারিতেন না এবং সিজর আপনাপেক্ষা প্রধান লোক দেখিলে ঈর্ষ্যান্বিত হইতেন। সিজর বলিতেন, "রোম নগরের দ্বিতীয় লোক হইবার অপেক্ষা পল্লীগ্রামের প্রথম লোক হওয়া ভাল"। এখন ক্রীশসের মৃত্যু হইলে তাঁহারা উভয়ে উভয়ের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাঁহাদিগের মধ্যে প্রকাশ্য বিবাদ ঘটিল। সিজর গলের মধ্যে সৈন্য সমাবেশ করিয়া রোমে আগমনপূর্ব্বক রাজকীয় ধনাগার লুণ্ঠন করিলেন। পম্পে এবং তাঁহার স্বপক্ষ লোকেরা হতবুদ্ধি হইয়া রোম হইতে পলায়ন করিল।

৯। পরে সিজর ও পম্পে স্ব স্ব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ফার্শেলিয়ার রণক্ষেত্রে উপনীত হইলেন। সেখানে এক ঘোরতর সংগ্রাম হইল, পম্পে তাহাতে একবারে পরাস্ত হইলেন এবং তাঁহার সেনানী সকল ছিন্ন ভিন্ন ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। অনন্তর পম্পে নিঃসাধন ও দীনবেশ হইয়া আফ্রিকায় পলায়ন করিলেন। কিন্তু সিজরের রাজ্যভাজন হইবে বলিয়া এক ব্যক্তি সেখানে তাঁহাকে হত্যা করিল।

১১। সিজর তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ছিন্ন মস্তক দেখিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। ইজিপ্টে গিয়া সিজর ক্লিওপেট্রা নাম্নী এক পরমা সুন্দরী রাজ্ঞীর প্রেমে মুগ্ধ হন এবং তাঁহার পক্ষ হইয়া তদীয় ভ্রাতার প্রাণ সংহারপূর্ব্বক ঐ রাজ্ঞীকে মিসরের রাজসিংহাসন প্রদান করেন।

১২। যুদ্ধে জয়ী হইয়া সিজর রোমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ইম্পারেটর বা মহারাজ এই উপাধি পাইয়া চিরজীবনের জন্য রোমের শাসনকর্ত্তৃপদে অধিরূঢ় হইলেন। রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার হস্তগত হইল। বস্তুতঃ এই সময় হইতেই রোমের সাধারণ তন্ত্রের মূলোচ্ছেদ হয় এবং ক্রমে ক্রমে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়। রোমে সেনেট বলিয়া যে মহাসভা ছিল,—যাহা রোমানদিগের যাবতীয় উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ, তাহার সমুদায় ক্ষমতা লুপ্ত হইল এবং ক্রমে ক্রমে রোম অরাজকপ্রায় হইয়া উঠিল।

১৩। সিজর একণে রোমের একাধিপতি হইয়া দয়া ও হিতৈষিতা প্রদর্শন করতঃ রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল সময়ের মধ্যে সমস্ত রোমরাজ্যের

উপর আপনার নিয়ম পরিচালিত করিলেন। কিন্তু তাঁহার আকস্মিক অভ্যুদয় ও সমুদয় ক্ষমতা তাঁহার মৃত্যুর পথ প্রশস্ত করিল। তাঁহার বিপক্ষেরা রোমের স্বাধীনতার জন্য ব্রুটস (ক) ও কেসিয়স কর্তৃক আনীত হইয়া সেনেটগৃহে তাঁহাকে আক্রমণ ও তাঁহার প্রাণ বিনাশ করিল। ইহাতে তাঁহার সমুদায় ভাবি-আশাও বিনষ্ট হইয়া গেল।

৩য়—সাম্রাজ্য-তন্ত্র।

১ম অধ্যায়।

জুলিয়স সিজর ও অগষ্টস।

১। জুলিয়স সিজরের মাতৃকুল রোমের অতি প্রাচীন ভদ্রবংশ এবং তাঁহার পিতৃকুল রাজবংশীয় ছিল। তাঁহার জীবন নানাবিধ অদ্ভুত ঘটনাতে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে পঞ্জিকা সংশোধন ও আলেক্‌জেন্দ্রিয়ার পুস্তকালয়ের ৪ লক্ষ পুস্তক ধ্বংস, এই দুইটী প্রধান বলিয়া বিখ্যাত।

২। সিজরের পূর্ব্বে নিউমা ৩৬৫ দিনে বৎসর গণনা করিয়া যান। কিন্তু সিজর তৎপরিবর্ত্তে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় বৎসর প্রচলিত করিলেন। তিনি আরও সুবিধার জন্য ঐ ৬ ঘণ্টা পৃথক্ ধরিয়া চারি বৎসরের পর ৩৬৬ দিনে বৎসর গণনা করিলেন। তাঁহার নামানুসারে এই বৎসরের নাম জুলিয়ান বর্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৩। সিজর অতি সুবিদ্বান্ ও তৎকালীন প্রধান সুলেখক ছিলেন। তাঁহার রচিত কতকগুলি বক্তৃতা ও ইতিহাস অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কথিত আছে, তাঁহার এরূপ গুণ ছিল যে, তিনি এককালে সমান মনোযোগের সহিত লিখিতে, পাঠ করিতে ও শ্রবণ করিতে পারিতেন। তাঁহার প্রণীত ইতিহাসের কোন কোন স্থান অলঙ্কারের মতে দূষণীয় বটে, কিন্তু ইহা অতি সরল ও মনোহর প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে, এবং তজ্জন্য সকল জাতির লোকেই ইহার প্রশংসা ও আদর করিয়া থাকেন।

৪। সিজরের মৃত্যু হইলে অনেক দিন পর্য্যন্ত রোমে শান্তি স্থাপন হওয়া ভার হইয়া উঠিয়াছিল। অনন্তর মার্ক আন্টনী এক গোলযোগ করিয়া আত্মপক্ষে অনেক লোক একত্রিত করিলেন।

৫। সিজরের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পৌত্র অক্টেভিয়স সেনেটরদিগের সহিত যোগ করিয়া প্রথমে আন্টনীর বিপক্ষ হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে তাঁহাদিগের মধ্যে সন্ধি হইল এবং লেপিডসের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহারা দ্বিতীয় ত্রিনায়ক তন্ত্র স্থাপন করিলেন।

৬। এই শাসনপ্রণালী সংস্থাপিত

(ক) এই দ্বিতীয় ব্রুটস প্রথম ব্রুটসের বংশজাত। ইনি পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় এক মহাপুরুষ ছিলেন।

হইলেই চতুর্দ্দিক বিবাদ কলহে পূর্ণ হইল এবং রোম অবিশ্রান্ত শোণিতপ্রবাহে প্লাবিত হইতে লাগিল। এই তিন শাসনকর্ত্তা আপনাদিগের বিপক্ষ ও বিজয়ের শত্রুগণের বিনাশার্থ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাঁহাদিগের কোপদর্পণে প্রথমেই সুবিখ্যাত বক্তা সিসিরোর বলিদান হইল। সেনেটরেরা ব্রুটস ও কেসিয়সের হস্তে সমস্ত সৈন্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। এই নূতন শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত পেলাণীতে তাঁহাদিগের এক ঘোরতর সংগ্রাম হয়, তাহাতে পরাজিত হইয়া তাঁহারা আত্মহত্যা দ্বারা প্রাণত্যাগ করিলেন এবং তাঁহাদিগের সহিত রোমের স্বাধীনতার আশাও বিনষ্ট হইল।

৭। ব্রুটস ও কেসিয়সের মৃত্যু হইলে অক্টে ভয়স ও আন্টনীর মধ্যে সংগ্রাম ঘটিল। ইহার অনতিপূর্ব্বে তাঁহারা লেপিডসকে হতপরাক্রম ও দুর্দ্দশাপন্ন করিয়া আপনাদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা পরস্পরের শত্রুভাব ধারণ হইলেন। আক্টিয়মের রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া আন্টনী ইজীপ্টে পলায়ন করিলেন এবং তথায় মিসররাজ্ঞী ক্লিওপেট্রার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রণয়পাশে আবদ্ধ হইলেন।

৮। এক্ষণে অক্টেভিয়সের সৌভাগ্যলক্ষ্মী চতুর্দ্দিকে লক্ষিত হইতে লাগিল। তিনি অ্যাথেন্স্নগরীতে অবস্থান করিলেন। কিন্তু তাঁহার হস্তে পতিত হইবার ভয়ে আন্টনী ও ক্লিওপেট্রা আত্মনাশ করিলেন। অতঃপর মিসর রোমের একটী প্রদেশ হইল।

৯। যুদ্ধে জয়ী হইয়া রোমে প্রত্যাগমন করিলে সেনেটরেরা অক্টেভিয়সকে সম্রাট্ অগষ্টস বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করিলেন। অগষ্টসের রাজত্বে সমস্ত রোমসাম্রাজ্য পুনর্ব্বার সুখশান্তিতে পূর্ণ হইল এবং জেনস দেবের মন্দিরের দ্বার পুনর্ব্বার রুদ্ধ হইল। এই সময় যিশুখৃষ্ট জন্ম গ্রহণ করেন এবং এই সময় হইতেই রোম সাম্রাজ্য-তন্ত্রের সম্পূর্ণ অধীন হয়।

১০। অগষ্টস ৪৪ বৎসর রোমের উপর একাধিপত্য করেন এবং সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬ বৎসর রোম শাসন করেন। ১৪ খৃষ্টাব্দে ৭৬ বৎসর বয়সে কাম্পেনিয়ার অন্তঃপাতী নোলানামক স্থানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি সকলজাতীয় লোকের নিকটেই মাননীয় ও প্রশংসনীয় হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষের তৎকালীন হিন্দু রাজাদিগের সহিত তাঁহার কথোপকথন চলিত, ইহার দৃঢ় প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। তিনি বিদ্যাবিষয়ে যথার্থ উৎসাহী থাকাতে এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদিগকে মর্য্যাদা ও আশ্রয় প্রদান করাতে রোমানেরা জ্ঞান-বিষয়ের অতি উচ্চ সীমায় উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েই ভর্জিল, হোরেস, ভিলজুস, ওভিড, কাটুলস, টিবিউলস, প্রপার্টস এবং টাইটস লিভিয়স প্রভৃতি মহাত্মাদিগের উদয় হওয়াতে আবার জ্ঞান ও বিদ্যাজ্যোতিতে রোম সমুজ্জ্বল হয় এবং এই সময় অগষ্টস্

নিরিখত, অর্থাৎ সুবিখ্যাত অগষ্টসের সময় বলিয়া বিখ্যাত হয় (ক)

২য় অধ্যায়।

টাইবিরিয়স ও কালিগুলা।

১। টাইবিরিয়স নিরোর পুত্র। তাঁহার মাতার নাম লিভিয়া। অগষ্টস তাঁহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

২। তিনি অতি অসচ্চরিত্র ছিলেন এবং তাঁহার নিষ্ঠুরতা, অর্থস্পৃহা, অত্যাচার এবং গর্হিত স্বভাবের নিমিত্ত সকলের নিকটেই ঘৃণাস্পদ হইয়াছিলেন।

ধর্ম্মপরায়ণ খ্রীষ্টানিকদের প্রতি অত্যন্ত অত্যাচার করিয়া অবশেষে বিষপ্রয়োগ দ্বারা তাঁহার প্রাণবধ করিয়াছিলেন।

৩। টাইবিরিয়স ২২ বৎসর ৬ মাস রাজত্ব করিবার পর কালিগুলা তাঁহার উত্তরাধিকারী হন।

৪। কালিগুলা টাইবিরিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র। জার্ম্মানিকস তাঁহার পিতা এবং এগ্রিপিনা তাঁহার মাতা ছিলেন।

৫। তাঁহার রাজত্বের প্রথম লক্ষণ দেখিয়া প্রজারা সুখী হইবে প্রত্যাশা করিয়াছিল। কিন্তু অনতিবিলম্বেই তিনি আপনার যথার্থ স্বভাব প্রকাশ করিলেন। তাঁহার রাজত্বে রোমের কোন ভদ্রকুলবালার সতীত্ব রক্ষা পায় নাই। তিনি স্বীয় কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থের জন্য এক বৎসরে ১৮ কোটী টাকা নাশ করেন, যাহাকে ধনী বলিয়া তাঁহার সন্দেহ জন্মিয়াছিল তাঁহাকেই কারাগারে প্রেরণ করেন এবং আপনাকে দেবতা বলিয়া সকলের নিকট পূজা পাইবার জন্য নিয়ম করেন। তিনি তাঁহার ঘোটককে রোমের কন্সল করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন এবং একটী বক্তৃতায় প্রকাশ করিয়াছিলেন যে সমুদায় রোমের যদি এক কণ্ঠ হইত তিনি এক আঘাতেই তাহা ছেদন করিয়া ফেলিতেন।

৬। তাঁহার অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা এরূপ দুঃসহ হইল যে, অবশেষে ৪১খৃষ্টাব্দে তাঁহার আপনার লোকে এক ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে হত করিল। তিনি ৩ বৎসর, ১০ মাস ৮ দিন রাজত্ব করেন। ক্লডিয়স তাঁহার উত্তরাধিকারী হন।

ক্লডিয়স ও নিরো।

১। ক্লডিয়স জার্ম্মানিকসের ভ্রাতা, টাইবিরিয়সের ভ্রাতুষ্পুত্র ও ড্রেসসের পুত্র ছিলেন।

২। তিনি অতি দুর্ব্বল, নির্ব্বোধ ও ভীরুস্বভাব ছিলেন। বাল্যকালে তিনি সম্রাটের পদ পাইলেন, তখন পাছে হত হন, এই ভয়ে অট্টালিকার এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়া রহিলেন।

৩। তিনি ৫০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। পালাস, নার্সিসস প্রভৃতি কয়েকজন প্রিয় বান্ধব ও মেসেলিনা এবং এগ্রিপিনা নামক তাঁহার দুই

(ক) অগষ্টসের সময় আমাদিগের মহারাজা বিক্রমাদিত্যের সমকাল। এই সময়েই কালিদাস, বররুচি, ঘটকর্পর প্রভৃতি নবরত্নের জ্যোতিতে ভারতবর্ষও জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছিল।

অসঙ্কচিত্ত স্ত্রীর মতেই তিনি সকল কার্য্য করিতেন। ব্রিটেন জয় তাঁহার রাজত্বের প্রধান ঘটনা। তাঁহার দুইটী মহিষীর মধ্যে প্রথমা মেসেলিনা তাঁহাকে অবমাননা করাতে তিনি তাঁহার প্রাণবধ করেন, দ্বিতীয়া আর্ব্বিনিকসের কন্যা এগ্রিপিনা ১৩ বৎসর রাজত্বের পর বিষপান করাইয়া তাঁহাকে নিহত করেন। তাঁহার রাজত্বে ৩৫ জন সেনেটর ও ৩০০ নাইট হত হয়।

৪। এগ্রিপিনা স্বীয় পুত্র নিরোকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। ইনি প্রথমে অতি নম্র ও শান্তস্বভাব ছিলেন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ বরহস ও তাঁহার শিক্ষক সেনেকার উপদেশে প্রশংসিতরূপে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে পোপিয়া নামে এক দুষ্ট স্ত্রীলোক ও টিজিলিনস নামে এক ভবঘুরা সঙ্গীর পরামর্শে তিনি এরূপ নিষ্ঠুর, অত্যাচারী ও দুষ্কর্ম্মান্বিত হইয়া উঠিলেন যে, অসুরাবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন। তাঁহার মাতা তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন, এই দোষের দণ্ডের জন্য তিনি তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন। পরম বিশ্বাসী বরহসকে বিষ প্রয়োগে হত করিয়া সততার পুরস্কার দিলেন এবং সেনেকার প্রাণবধ করিয়া শেষ গুরুদক্ষিণা প্রদান করিলেন। তাহার পর তাঁহার পত্নী ক্লডিয়সের কন্যা অক্টেভিয়া, খ্রীষ্টিকশ্রেষ্ঠ থ্রেসিয়ার এবং অন্যান্য অসংখ্য লোকেরও প্রাণ সংহার করেন।

৫। তিনি অবাধে ধনব্যয় করিয়া "স্বর্ণাট্টালিকা" বলিয়া এক প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন এবং ট্রয়নগরদাহ প্রদর্শনার্থে রোমে অগ্নি প্রদান করিয়া তাঁহার ছাদে বসিয়া আনন্দে বীণাবাদন করিতে লাগিলেন। খৃষ্টানদিগের উপর তাঁহার স্বাভাবিক ঘৃণা ছিল। তাঁহাদিগের উপর দোষারোপ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ করিলেন। অনেককে বন্য পশুর গ্রাসে নিক্ষেপ করিয়া এবং অবশিষ্টদিগকে জীবন্ত দগ্ধ করিয়া হত্যা করিলেন। এই অত্যাচারের পর সেণ্টপলের শিরশ্ছেদন এবং সেণ্টপিটরকে ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া নিধন করেন।

৬। নিরো সর্ব্বলোকের ঘৃণাস্পদ হইলেন। তাঁহার সৈন্যেরা বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে সিংহাসনভ্রষ্ট করিল এবং পরে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এক ক্রীতদাসের হস্তে হত হন। ইনি সিজর বংশের শেষ সম্রাট্। ৬৮ খৃষ্টাব্দে ৩০ বৎসর বয়সে ও ১৪ বৎসর রাজত্বের পর নিরোর মৃত্যু হয়।

আদি ব্রহ্মসমাজে প্রদত্ত

১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপদেশ।

দিনতো যাবেই—এমনি করেই তো দিনের পর দিন গিয়াছে। কিন্তু সব মানুষেরই ভিতরে এই একটি বেদনা রয়েছে যে, যেটা হবার সেটা হয়নি। দিন

তো যাবে, কিন্তু মানুষ বলেছে—হবে, হবে, আমার যা হবার তা আমাকে হতেই হবে, এখনো তার কিছুই হয় নি। তাই যদি না হয়ে থাকে, তবে মানুষ আর কিসে মানুষ, পশুর সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? পশু তার নিত্যদিনের জীবনে তার যে সমস্ত প্রবৃত্তি রয়েছে তাদের চরিতার্থতা সাধন করে যাচ্ছে, তার মধ্যে তো কোন বেদনা নেই। এখনো যা হয়ে ওঠবার তা হয় নি, এ কথা তো তার কথা নয়। কিন্তু মানুষের জীবনের সমস্ত কর্মের ভিতরে ভিতরে এই বেদনাটী রয়েছে—হয় নি, হয় নি, যা হবার তা হয় নি, কি হয় নি? আমি যা হব ব'লে পৃথিবীতে এসেছি তাই যে হলুম না, সেই হবার সংকল্প যে জোর করে নিতে পারলুম না। আমার পথ আমি নেব, আমার যা হবার আমি তাই হব—এই কথাটি জোর করে বলতে পারলুম না বলেই এই বেদনা জেগে উঠছে যে হয় নি, হয় নি—দিন আমার বৃথায় ব'য়ে যাচ্ছে। গাছকে, পশুপক্ষীকে তো এ সংকল্প করতে হয় না—মানুষকেই এই কথা বলতে হয়েছে যে আমি হব—এ সংকল্প যে মানুষকেই গ্রহণ করতে হয়েছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত এ সংকল্পকে সে দৃঢ়ভাবে ধরতে পারছে না, এই কথা সে জোর করে বলতে পারছে না, ততক্ষণ পর্য্যন্ত [illegible] পশুপক্ষী, তরুলতার সঙ্গে সমান। [illegible] তাকে তাদের সঙ্গে সমান [illegible] তিনি চান যে তাঁর [illegible] আপনাকে পড়ে তুলবে, আপনার চিত্তহরণ মনুষ্যত্বটিকে আপনে প্রকাশ করবে। সেই জন্য তিনি মানুষের শিশুকে সকলের চেয়ে অসহায় করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন—তাকে উলঙ্গ করে দুর্বল করে পাঠিয়েছেন। আর সকলের জীবন রক্ষার জন্যে যে সকল উপকরণের দরকার তা তিনি দিয়েছেন, বাঘকে তীক্ষ্ণ নখ দন্ত দিয়ে সাজিয়ে পাঠিয়েছেন। কিন্তু এ কি তাঁর আশ্চর্য্য লীলা যে, মানুষের শিশুকে তিনি সকলের চেয়ে দুর্বল, অক্ষম ও অসহায় করে দিয়েছেন—কারণ এরি ভিতর থেকে তিনি তাঁর পরমাশক্তিকে দেখাবেন। যেখানে তাঁর শক্তি সকলের চেয়ে বেশি থেকেও সকলের চেয়ে প্রচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে, সেই খানেই তো তাঁর আনন্দের লীলা। এই দুর্বল মনুষ্যশরীরের ভিতর দিয়ে যে একটি পরমা শক্তি প্রকাশিত হবে এই তাঁর আহ্বান।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে আর সব তৈরি, চন্দ্র সূর্য্য তরু লতা সমস্তই তৈরি, কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে পাঠিয়েছেন। সকলের চেয়ে অসহায় করে মায়ের কোলে যাকে পাঠালেন, সেই যে সকলের চেয়ে শক্তিশালী ও সম্পূর্ণ হবার অধিকারী, এই লীলাই তো তিনি দেখাবেন। কিন্তু আমরা কি তাঁর এই ইচ্ছাকে ব্যর্থ করব? তিনি বাইরে আমাদের যে দুর্বলতার বেশ পরিয়ে পাঠিয়েছেন, তারি মধ্যে আমরা আবৃত থাকব—এ হলে আর কি হল? এ পৃথিবীতে তো কোথাও দুর্বলতা নেই—এই পৃথিবীর ভূমি কি নিশ্চল অটল,

সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র আপন আপন কক্ষ-পথে কি স্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত—এখানে একটি অণুপরমাণুরও নড়চড় হবার জো নেই, সমস্তই তাঁর অটল শাসনে, তাঁর স্থির নিয়মে বিধৃত হয়ে নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। কেবল মানুষকেই তিনি অসম্পূর্ণ করে রেখেছেন। তিনি মানুষকে নানা বিচিত্র রঙে রাঙিয়ে দিয়েছেন, মানুষকে দেন নি—তার ভিতর রঙের একটা বাটী দিয়ে বলেছেন, তোমাকে তোমার নিজের রঙে সাজতে হবে। তিনি বলেছেন তোমার মধ্যে সবই দিলুম, কিন্তু তোমাকে সেই সব উপকরণ দিয়ে নিজেকে কঠিন করে, সুন্দর করে, আশ্চর্য্য করে, তৈরি করে তুলতে হবে, আমি তোমাকে তৈরি করে দেব না। আমরা তা না করে যদি যেমন জন্মাই তেমনিই মরি, তবে তাঁর এই লীলা কি ব্যর্থ হবে না?

কি নিয়ে আমাদের দিনের পর দিন যাচ্ছে? প্রতি দিনের আবর্ত্তনে কি জন্যে যে ঘুরে মরছি তার কোনো ঠিকানাই নেই। এ সংকল্প আর নেওয়া হইল না—আমি মানুষ হব, আমি মহত্ত্বের পথে যাব, আমি স্বার্থে বিজড়িত হব না, আমার ভিতরে যে শক্তি নিহিত রয়েছে, আমি তাকে প্রকাশিত করব—এ কথা আর জোর করে সমস্ত মনকে দিয়ে বলাতে পারলুম না। আজ যা হচ্ছে কালও তাই হচ্ছে, একদিনের পর কেবল আর এক দিনেরি পুনরাবৃত্তি চলছে—ঘানিতে জোতা হ'য়ে আছি, ঘুরে বেড়াচ্ছি—একই জায়গায়। এর মধ্যে এমন কোন নূতন আঘাত পাচ্ছি না যাতে মনে পড়ে, আমি মানুষ। কয়েদীদের ঘানিতে জুড়ে দিয়ে তাদের কাছে থেকে তেল আদায় করে—আমাদের কি সেই কাজ? সেই একই জীবনযাত্রার অন্তহীন পুনরাবৃত্তি? এই সাংসারিক জীবনযাত্রার প্রাত্যহিক অত্যন্ত কর্ম্মে আমরা কি পাচ্ছি, আমরা কি লাভ করছি? এই সব জীর্ণ বোঝার মধ্যে একদিন কি এমনি ভাবেই জীবন পরিসমাপ্ত হবে? এ সব কি তুচ্ছতার মধ্যে, বাসীকৃত জঞ্জালের মধ্যে, ঘুরে বেড়াচ্ছি—দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি—তাই তো মনে পড়েনা, মন ভুলে যায়—ভগবান্ আমাদের ভিতর কি দিয়ে পাঠিয়েছেন, কত বড় শক্তিকে আমরা বহিছি। অভ্যাস, অভ্যাস—তারি জড় স্তূপের নীচে তলিয়ে যাচ্ছি, তারি উপরে যে আমাদের এক দিন ঠেলে উঠতে হবে সেই কথাটিই ভুলে যাচ্ছি। মলিনতার উপর কেবলি মলিনতা জমা হচ্ছে—অভ্যাসকে কেবলি বেড়ে যেতে দেওয়া হচ্ছে—এমনি করে নিজের ক্ষুদ্রতার বেড়ার মধ্যে সঙ্কীর্ণ জায়গায় আমরা আবদ্ধ হয়ে রয়েছি—বিশ্ব ভুবনের আশ্চর্য্য লীলাকে দেখতে পাচ্ছি না। দেখবার বেলা দেখি—উপকরণ, আসবাব, বাঁধা নিয়মে জীবন যন্ত্রের চাকা চালানো। তাঁর আলো আর ভিতরে আসতে পথ পায় না, চিত্তে এসে পৌঁছোয় না—ঐ সব জিনিষগুলো আড়াল হয়ে দাঁড়ায়। তিনি আমাদের কাছে আসবেন

ব'লে দিয়েছেন—তুমি তোমার আসনখানি তৈরি ক'রে দাও, আমি সেই আসনে বসব, তোমার ঘরে গিয়া বসব। অথচ আমরা যা কিছু আয়োজন করছি সে সবই নিজের জন্যে—তাঁকে বাদ্ দিয়ে বসেছি। জগৎ জুড়ে, শ্যামল পৃথিবীর সকল সৌন্দর্য্যের মাঝে তিনি আপনাকে বিকীর্ণ করে রয়েছেন, কেবল একটুখানি কালো জায়গা, আমাদের হৃদয়ের সেই কালো কলঙ্কে মলিন ধূলিতে আচ্ছন্ন সেই একটু মাত্র কালো জায়গাতে তাঁর স্থান হয় নি, সেইখানে তাঁকে আসতে নিষেধ ক'রে দিয়েছি। সেই জায়গাটুকু আমার, সেখানে আমার টাকা রাখব, আসবাব জমাব, ছেলের জন্য বাড়ীর ভিৎ কাটব—সেখানে তাঁকে বলি,—তোমাকে সেখানে যেতে দিতে পারব না। তোমাকে এখান থেকে নির্ব্বাসিত করে দিলুম। তাই এই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখছি যে, যে মানুষ সকলের চেয়ে বড়, যার মধ্যে ক্ষমার প্রকাশ, সেই মানুষের কি সকলের চেয়ে অকৃতার্থ হবার শক্তি তোল? আমাদের যে সেই শক্তি তিনিই দিয়াছেন। তিনি বলেছেন—আর সব জায়গায় আমি রয়েছি, কিন্তু তোমার ঘরে নিমন্ত্রণ না করলে আমি যাব না। তিনি বলেছেন—তোমরা কি আমাকেই ডাকবে না? তোমাদের সুখে দুঃখে আমাকে ডাকবে না? তোমরা যা ভোগ করছ, আমাকে তার একটু অংশ দেবে না? যারা কেড়ে নেবার লোক তারা কেড়ে নেয়—তারা অনাদর সইতে পারে না। আর যিনি দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষা করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তাঁকেই বলেছি, তোমাকে দিতে পারব না। দিনের পর দিন কি এই কথা ব'লে আমরা সব ব্যর্থ করি নি? এক দিন আমাদের এ সংকল্প নিতেই হবে—বলতে হবে, আমার ধন জন মান, আমার সমস্ত খ্যাতি প্রতিপত্তি, জীবন যৌবন তোমারি জন্যে। প্রতিদিন যদি বা ভুলে থাকি, আজ একদিন অন্ততঃ বলি, তোমারি জন্য আমার এই জীবন। হে স্বামি! তোমাকে না দিয়ে কি আমি আমাকে ব্যর্থ করলাম? না, তোমাকেই ব্যর্থ করলাম। তুমি যে বলেছিলে আমরা অমৃতস্য পুত্রাঃ, আমরা অমৃতের পুত্র। তুমি যে বলেছিলে তুমি বড়, তোমার জীবন সংসারের সুখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে থাকবে না। সেই পিতৃসত্য যে আমাদিকে পালন করতেই হবে, তাকে ব্যর্থ করলে যে তোমাকেই, তোমার সত্যকেই ব্যর্থ করা হবে।

সেই জন্যে, সেই সত্যকে স্বীকার করবে ব'লে এক একটা দিনকে মানুষ পৃথক্ ক'রে রাখে। সে বলে বোজতো খাটি খেটেছি, আর পারিনে—একটা দিন অন্ততঃ বুঝি যে আনন্দ লোকে অমৃত লোকেই আমি জন্মগ্রহণ করেছি, কারাগারের মধ্যে নয়। সেই দিন উৎসবের দিন। সেই দিনকে প্রতিদিনকার দিন করতে হবে প্রতিদিন নিজেকে কত অসত্য ক'রে দেখেছি, কত অসত্য ক'রে

ফেলেছি—এক দিন আপনাকে অনন্তের মধ্যে দেখে নিতে হবে। বিশ্বের বিধাতা হয়েও তুমি আমার পিতা—পিতা নোহসি—এত বড় কথা একদিন সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের মাঝখানে দাঁড়িয়ে জানাতেই হবে। আজ ধন, মান, খ্যাতি, প্রতিপত্তির কাছে প্রণাম; প্রতিদিন সেইখানে মাথা লুটিয়েছি এবং সেই ধূলি জঞ্জালের নীচে কোন্ তলায় তলিয়ে গিয়েছি। আজ সমস্ত জঞ্জাল দূর করে দিয়ে যিনি আমার দরজায় যুগ যুগ ধ'রে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁকে ডাকব—পিতা নোহসি, তুমি আমার পিতা। যে দিন সব ধন মান সার্থক হবে, সে দিন কোন অভাবই আর অভাব থাকবে না।

মানুষ একদিন ভেবেছিল সে স্বর্গে যাবে, সেই চিন্তায় সে তীর্থে তীর্থে ঘুরেছে, সে ব্রাহ্মণের পদধূলি নিয়েছে, সে কত ব্রত অনুষ্ঠান করেছে—কি করলে সে স্বর্গ লোকের অধিকারী হ'তে পারে এই কথাই তার মনে জেগেছে। কিন্তু স্বর্গ তো কোথাও নেই। তিনি তো স্বর্গ কোথাও রাখেন নি। তিনি মানুষকে বলেছেন, তোমাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। এই সংসারকেই তোমার স্বর্গ করতে হবে। সংসারে তাঁকে আনলেই যে সংসার স্বর্গ হয়। এত দিন মানুষ এ কোন্ শূন্যতার ধ্যান করেছে? সে সংসারকে ত্যাগ ক'রে কেবলি দূরে দূরে গিয়ে নিষ্ফল আচার বিচারের মধ্যে এ কোন্ স্বর্গকে চেয়েছে? তাঁর ঘর ভরা শিশু, তার মা বাপ ভাই বন্ধু, আত্মীয়, প্রতিবেশী—এদের সকলকে নিয়ে নিজের সমস্ত জীবনখানি দিয়ে যে তাকে স্বর্গ তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে সৃষ্টি কি একলা হবে? না তিনি বলেছেন, তোমাতে আমাতে মিলে স্বর্গ করব—আর সব আমি একলা করেছি, কিন্তু তোমার জন্যেই আমার স্বর্গ সৃষ্টি অসমাপ্ত রয়ে গেছে। তোমার ভালি আত্ম-নিবেদনের অপেক্ষায় এত বড় একটা চরমসৃষ্টি হ'তে পারে নি। সর্বশক্তিমান্ এই জায়গায় তাঁর শক্তিকে খর্ব করেছেন, একজায়গায় তিনি হার মেনেছেন। যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর সকলের চেয়ে দুর্বল সন্তান তার সব উপকরণ হাতে ক'রে নিয়ে আসবে, ততক্ষণ পর্যন্ত স্বর্গরচনা অসম্পূর্ণ রইল। আর সব সৃষ্টি বড় হ'তে পারে, কিন্তু তাঁতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি, এমন সৃষ্টি আর কোথাও নেই। এই জন্যে যে তিনি যুগযুগান্ত ধ'রে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি এই পৃথিবীর জন্যেই কত কাল ধ'রে অপেক্ষা করেন নি? আজ যে এই পৃথিবী এমন সুন্দরী, এমন শস্য-শ্যামলা হয়েছে; কত বাষ্প দহনের ভিতর দিয়ে ক্রমশঃ শীতল হয়ে, তরল হয়ে, তার পরে ক্রমে ক্রমে এই পৃথিবী কঠিন হয়ে উঠেছে, তখন তার বুকে এমন আশ্চর্য শ্যামলতা দেখা দিয়েছে। পৃথিবী যুগ যুগ ধ'রে তৈরি হয়েছে, কিন্তু স্বর্গ এখনো বাকি। বাষ্প আকারে যখন পৃথিবী ছিল, তখন তো এমন সৌন্দর্য ফোটেনি। আজ নীলাকাশের নীচে পৃথিবীর [illegible]

সৌন্দর্য্য দেখা দিয়েছে। ঠিক তেমনি স্বর্গলোক বাষ্প আকারে আমাদের হৃদয়ের ভিতরে ভিতরে রয়েছে, তা আজও দানা বেঁধে ওঠেনি। তাঁর সেই রচনা-কালে তিনি আমাদের সঙ্গে ব'সে গিয়েছেন, কিন্তু আমরা কেবল খাব পরব সঞ্চয় করব এই ব'লে ব'লে সমস্ত ভুলে ব'সে রইলুম। তবু এ ভুলতো ভাঙবে, মরবার আগে একদিন তো বলতে হবে, এই পৃথিবীতে এই জীবনে আমি স্বর্গের একটুখানি আভাস রেখে গেলাম। কিছু মঙ্গল রেখে গেলাম। অনেক অপরাধ তৃপাকার হয়েছে, অনেক সময় ব্যর্থ করেচি, তবু ক্ষণে ক্ষণে একটু সৌন্দর্য্য ফুটেছিল। জগৎসংসারকে কি একেবারেই বঞ্চিত করে গেলাম? অভাবকে তো কিছু পূরণ করেচি, কিছু অজ্ঞান দূর করেচি—এই কথাটি তো ব'লে যেতে হবে। দিন যাবে, এ দিন যাবে। এই আলো চোখের উপর মিলিয়ে যাবে। সংসার তার দরজা বন্ধ করে দেবে, তার বাইরে প'ড়ে থাকব। তার আগে কেন ব'লে যেতে পারব না, কিছু দিতে পেরেচি। প্রতি দিন ভুললেও একদিন সংকল্পকে নিতেই হবে।

আমাদের সৃষ্টি করবার ভার যে স্বয়ং তিনি দিয়েছেন। তিনি যে নিজে সুন্দর হ'য়ে জগৎকে সুন্দর করে সাজিয়েছেন, এ নিয়ে তো মানুষ খুশী হয়ে চুপ করে থাকতে পারল না। সে বললে, আমি ঐ সৃষ্টিতে আরো কিছু সৃষ্টি করব। শিল্পী কি করে? সে কেন শিল্প রচনা করে? পিথাগোরাস বলেছেন, আমি এই যে উৎসবের গঠন সব আকাশে খুলিয়ে দিয়েছি তুমি কি আলপনা আঁকবে না? আমার রঙ্গমঞ্চে তো বাজছেই—তোমরি তন্বুরা কি একতারাই না হয় তুমি বাজাবে না? সে বল্লে হাঁ, বাজাব বৈকি! গায়কের গানে আর বিশ্বের প্রাণে যেমনি মিলন অমনি ঠিক গানটি হ'ল। আমি গান সৃষ্টি করব ব'লে সেই গান তিনি শোনবার জন্যে আপনি এসেছেন। তিনি খুশী হয়েছেন—মানুষের মধ্যে তিনি যে আনন্দ দিয়েছেন, প্রেম দিয়েছেন, তা যে মিলল তাঁর সব আনন্দের সঙ্গে—এই দেখে তিনি খুশী। শিল্পী আমাদের মানুষের সভায় কি তার শিল্প দেখাতে এসেচে? সে যে তাঁরি সভায় তার শিল্প দেখাচ্চে তার গান শোনাচ্চে। তিনি বললেন—বাঃ এ যে দেখছি আমার সুর শিখেচে, তাতে আবার আধ আধ বাণী জুড়ে দিয়েছে—সেই বাণীর আধখানা ফোটে আধখানা ফোটে না। তাঁর সুরে সেই আধফোটা সুর মিলিয়েছি শুনে তিনি বললেন—খুশি হয়েছি। এই যে তাঁর মুখের খুশি না দেখতে পেল সে শিল্পী নয়, সে কবি নয়, সে গায়ক নয়। যে মানুষের সভায় দাঁড়িয়ে মানুষ কবে জয়মাল্য দেবে এই অপেক্ষায় ব'সে আছে, সে কিছুই নয়। কিন্তু শিল্পী কেবলমাত্র রেখার সৌন্দর্য্য নিল, কবি সুর নিল রস নিল। এরা কেউই সব নিতে পারল না। সব নিতে

পারা যায় প্রভুর সমস্ত জীবন দিয়ে। তাঁকে জানিনে তাঁর সঙ্গে মিলে নিতে হবে।

জীবনকে তাঁর অমৃতরসে কাণায় কাণায় পূর্ণ করে যে দিন নিবেদন করতে পারব সে দিন জীবন ধন্য হ'বে। তার চেয়ে বড় নিবেদন আর কি আছে? আমরা তো তা পারি না। তাঁর নৈবিদ্য থেকে সমস্ত চুরি করি, কৃপণতা করে বলি নিজের জন্য সবই নেব, কিন্তু তাঁকে দেবার বেলা উদ্বৃত্ত মাত্র দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। তাঁকে সমস্ত নিবেদন করে দিতে পারলে সব দরকার ভ'রে যায়, সব অভাব পূর্ণ হয়ে যায়। তাই বলচি আজ সেই জীবনের পরিপূর্ণ নিবেদনের দিন। আজ বলবার দিন—তুমি আমাকে তোমার আসনের পাশে বসিয়েছিলে কিন্তু আমি ভুলেছিলুম, আমি সব ভুলে নিজেই ব'সেছিলুম। তোমার সঙ্গে বসব এ গৌরব ভুলে গেলুম! তোমাতে আমাতে মিলে বসবার যে অপরূপ সার্থকতা এ জীবনে কি তা হবে না? আজ এই কথা বলব—আমার আসন শূন্য রয়ে গেছে। তুমি এস, তুমি এস, তুমি এসে একে পূর্ণ কর! তুমি না এলে আমার এই গৌরবে কাজ কি, আমার ধূলায় মধ্যে ভিক্ষুকের মত প'ড়ে থাকা যে ভালো। হায় হায়, ধূলো বালি নিয়ে বাস্তবিকই এই যে খেলা করছি এই কি আমার সৃষ্টি? এই সৃষ্টির কাজের জন্যই কি আমার জীবনের এত আয়োজন হয়েছিল? মাঝে মাঝে কি পরম দুঃখে পরম আঘাতে এগুলো ভেঙে যায় না? খেলাঘর একটু নাড়া দিলেই প'ড়ে যায়। কিন্তু তোমাতে আমাতে মিলে যে সৃষ্টি তা কি একটু ফুঁয়ে এমনি করে উ'ড়ে যেতে পারে? খেলাঘর কত যত্ন করেই গ'ড়ে তুলি, যে দিন আঘাত দিয়ে ভেঙে দেন সে দিন দেখিয়ে দেন যে তাঁকে বাদ দিয়ে একলা সৃষ্টি করবার কোন সাধ্য আমাদের নেই। সে দিন কেঁদে উঠে, আবার তুলি, আবার ছিদ্র ঢাকবার চেষ্টা করি—এমনি করে সব ব্যর্থ হয়ে যায়।

সব কৃত্রিমতা দূর করে দিয়ে আজ এক দিনের জন্য দরজা খুলে ডাকি—হে আমার চির দিনের অধীশ্বর, তোমাকে এক দিনের জন্যেই ডাকলুম। এই জীবনে শেষ নয়, এই পৃথিবীতেও শেষ নয়, আমি যে তোমার দর্শনার্থে তীর্থযাত্রায় বেরিয়েছি। ঘুরেই চলেচি, দেখা মেলেনি। আজ সব রুদ্ধতার মধ্যে একটু ফাঁক করে দিলাম, দেখা দিয়ো। অপরাধ তুমি যদি ক্ষমা না কর, পরমানন্দের কণা একটীও যদি না, দাও তবু এ কথা বলতে পারব না—ওগো আমি পারলুম না। আমি ক্লান্ত, অক্ষম, দুর্বল, আমি জবাব দিলুম, আমার সব প'ড়ে রইল—এ কথা বলব না। তোমার জন্য দুঃখ পেলাম এই কথা জানাবার সুখ যে তুমিই দেবে। দুঃখ আমার নিজের জন্য পেলে খেদের অবসান থাকে না। হে বন্ধু, তোমার জন্য বড় দুঃখ পেয়েচি এ কথা বলবার অধিকার

দাও। সমস্ত সংসারের দীর্ঘ পথ দুঃখের বোঝা ব'য়ে এসেছি—আজ দিলুম তোমার পায়ে ফেলে। তুমি যে আনন্দ, তুমি যে অমৃত এই কথাটি আজ স্মরণ করব, সেই স্মরণ করবার দিনই এই মহোৎসবের দিন।

অসতো মা সদ্গময়। অসত্যে জড়িয়ে আছি, তোমার সঙ্গে মিল্‌লে তবে সত্য হব। তোমার সঙ্গে সত্যে মিলন হবে, জ্ঞানের জ্যোতিতে মিলন হবে, মৃত্যুর পথ মাড়িয়ে অমৃত লোকে মিলন হবে। বিশ্বজগৎকে তোমার প্রকাশ যেমন প্রকাশিত করছে, তেমনি আমার জীবনকে করবে। রুদ্র, তুমি আজ বড় রুদ্র হয়ে আছ, আজ সংসারের অন্ধকারের মধ্যে আছি। কিন্তু দাও তোমার প্রসন্ন মুখের জ্যোতি, তাহ'লে নিত্য রক্ষা পাব—দুঃখ থেকে রক্ষা পাব না, দুঃখকে বরণ করে নেব। দুঃখ যে তোমার সব চেয়ে বড় সম্পদ্—কিন্তু তোমার দক্ষিণ মুখ যদি না দেখতে পাই তাহলে দুঃখ যে অত্যন্ত দুঃখ হয়। পারব হে রুদ্র পারব। পার রক্ষা পাব। আমার দরজা আজ একটু-খানি উদ্ঘাটন কর, দয়া কর। একটু খানি খুলে দেখিয়ে দাও, আমার দরকার ঠিক পাশেই তুমি দাঁড়িয়ে আছ। একবার তোমার সেই মুখের জ্যোতিটুকু হৃদয়ের মধ্যে দাও।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ওঁ হরি ওঁ।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(তত্ত্ববোধিনী হইতে উদ্ধৃত)

রসায়ন।

সায়নোজেন বা নীলজন।

CYANOGEN—Cn or Cy.
Cn = 26.

ইতিহাস—১৮১৫ অব্দে গে লুসাক্ (Gay Lussac) সাহেব ইহা আবিষ্কার করেন। অঙ্গার যবক্ষার জনের সহিত সংযুক্ত হইয়া সায়নোজেন নামক পদার্থ উৎপন্ন করে। ইহা হইতে অনেক নীলবর্ণ পদার্থ উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে নীলজন কহে।

শতাংশিকের —০ অংশ উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১·১৯ লিটর সায়নোজেনের ভার ২৬।

ধর্ম্ম = ইহা বর্ণহীন বায়বীয় পদার্থ। ইহার গন্ধে বিশেষে গন্ধ আছে। জলে অধিক দ্রব হয়। ইহার গন্ধ পিচফলের আটির গন্ধের অনুরূপ। ইহার দহনে C_2O_3N উৎপন্ন হয়। চাপ ও শৈত্য সহযোগে ইহাকে তরল ও কঠিন করা যাইতে পারে। ইহা অত্যন্ত বিষাক্ত। সায়নোজেন যৌগিক পদার্থ হইলেও মূল পদার্থের

ভায় ইহার পরমাণু অপরাপর দ্রব্যের সহিত সংযুক্ত হইয়া নানাবিধ যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন করে। এজন্য ইহাকে যোগরূঢ় পদার্থ কহে; এবং এই নিমিত্তই ইহার অপর চিহ্ন cy হইয়াছে।

প্রস্তুত-প্রণালী—

১। মারকিউরিক্ সিয়ানাইডকে উত্তপ্ত করিলে cy বিমুক্ত হয়, পারদ (Hg) থাকিয়া যায়। যথা—

$$Hg\ cy_2 = Hg + cy_2$$

২। অঙ্গার ও যবক্ষার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংযুক্ত হইয়া cy উৎপন্ন করে না। করলা ও পটাসিয়ম কার্ব্বনেট উত্তপ্ত করিয়া তাহার উপর দিয়া N বাষ্পের স্রোত চালাইলে পটাসিয়ম সাইনাইড প্রস্তুত হয়। সচরাচর উক্তরূপে পটাসিয়াম্ সাইনাইড্ প্রস্তুত করে না। শিং,চামড়া প্রভৃতি অন্তর পদার্থে পটাসিয়ম সাইনাইড ও লৌহ চূর্ণ একত্র করিয়া অত্যন্ত উত্তপ্ত করিলে পটাসিয়ম সাইনাইড প্রস্তুত হয়। তাহা হইতেই সচরাচর পটাসিয়ম সাইনাইড প্রস্তুত হয়। ৬৫ ভাগ পটাসিয়ম্ সায়নাইড ও ১৭ ভাগ আর্জ্জেন্টিক নাইট্রেট পৃথক পৃথক রূপে জলে গুলিয়া মিশাইয়া রাখিলে এক প্রকার শ্বেতবর্ণ পদার্থ জন্মে। ঐ পদার্থ শুষ্ক করিয়া পরীক্ষা-নলে উত্তপ্ত করিলে সাইনোজেন প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রবল বিষধর্ম্মি বলিয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করা উচিত নয়।

হাইড্রাসায়েনিক এসিড।

H.C.N.—২৭।

ইহার অপর নাম প্রুসিক এসিড।

এক ভাগ সায়নোজেন ও এক ভাগ হাইড্রজেন সংযুক্ত হইয়া ইহা উৎপন্ন করে।

শতাংশিকের ইত্যাদি (পূর্ব্ববৎ)।

ধর্ম্ম—ইহা বর্ণহীন তরল পদার্থ। ২৬৫ তাপে ফুটিয়া উঠে এবং ১৫০ শৈত্যে জমিয়া কঠিন হয়। গ্রীষ্মকাল অবস্থায় রক্ষা করা দুঃসাধ্য।

N. B.—ইহার ঘ্রাণ দ্বারা শিরঃপীড়া ও মূর্চ্ছা ঘটিতে পারে। ইহার একপ্রকার বিশেষ তীব্র গন্ধ আছে। ইহার আস্বাদ প্রখর কিন্তু অম্ল নহে। অধিক জলের সহিত না মিশাইয়া ইহা কোন প্রকারে ব্যবহার করা উচিত নহে। ১০০ ভাগ জলে ৩ ভাগ ইহা মিশাইয়া ঔষধার্থে ব্যবহার করা যাইতে পারে; কিন্তু তেমন স্থলেও একেবারে এক ফোঁটার অধিক কিম্বা বার বার দেওয়া যাইতে পারে না।

N. B.—ফলতঃ এই ঔষধের ব্যবহারে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। অনভিজ্ঞ ভিষকের ইহা ব্যবহার করা উচিত নহে এবং ঔষধালয় ভিন্ন বাসভবনে ইহা রাখা অনুচিত।

N. B.—এই বিষ অল্প অল্পই উৎপন্ন হইলে শীতল জল ব্যবহার দ্বারা তাহার

প্রতীকার হইতে পারে। এই বিষ যাহা কুকুরাদি মৃতপ্রায় হইলে তাহাদের শরীরে শীতল জলধারা ঢালিয়া দিয়া তাহাদিগকে পুনর্জীবিত করা গিয়াছে। এমোনিয়া আঘ্রাণ করিলেও এই বিষের তেজ মন্দীভূত হয়।

প্রস্তুত-প্রণালী।

পটাসিয়ম সায়নাইডকে গন্ধক দ্রাবকের সহিত সংযুক্ত করিয়া বকযন্ত্রে চোয়াইলে ইহা পাওয়া যায়। নামাইবার সময় যাহাতে এই গ্যাস উড়িয়া যাইতে না পারে, সেইরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত। ফলতঃ বিশেষ সাবধান হইয়া এই গ্যাস সংগ্রহ করিতে হয় এবং প্রথম শিক্ষার্থী-দিগের এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করা কোনও মতে কর্ত্তব্য নহে।

ডাক্তার শ্রীসত্যপ্রিয় দত্ত।

এক আশ্চর্য্য দ্বীপ।

প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ সীমায় ইষ্টার নামে এক দ্বীপ আছে। এই দ্বীপ দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল হইতে দুই সহস্র মাইল ও নিউজিলাণ্ড হইতে চারি সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত। দ্বীপটিও বেশী বড় নহে, ইহার আয়তন ৪৫ বর্গ-মাইল মাত্র। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে অনেক প্রস্তরের খোদিত মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তিগুলি বিশাল এবং অতি বৃহৎ পাদভূমির উপর স্থাপিত। এই ক্ষুদ্র দ্বীপে প্রস্তরনির্ম্মিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র এত অধিকসংখ্যক মূর্ত্তি আছে যে, তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। এতকাল ধরিয়া ইহার ইতিহাসের খোঁজ করা যাইতেছে, তবু তাহার কোন কিনারা হইল না। এই অজ্ঞানিত ইতি-হাস বাহির করিবার মানসে ইংলণ্ডের একজন এম, এ পাশ ভদ্রলোক একটি মটর-চালিত ষ্টিমার তৈয়ারি করাইতে-ছেন। তাঁহার সহিত একজন বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিৎ, ব্রিটিশ মিউজিয়মের একজন কর্ম্মচারী, একজন জাহাজ-চালক ও চৌদ্দ জন নাবিক গমন করিবেন। গত দুই শত বৎসর ধরিয়া যাহার সম্বন্ধে কেহ কোন সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই, তাহা জগতের সমক্ষে প্রকাশ করিতে পারিবেন, এরূপ আশা করা যাইতেছে। এই দ্বীপ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম আশ্চর্য্য দেশ। এই দ্বীপটি আগ্নেয় গিরি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি এই দ্বীপটি কোন মহাদেশের নিকটবর্ত্তী হইত, তাহা হইলে ইহার রহস্য এত শক্ত হইত না, কারণ দ্বীপে প্রস্তরের যে কার্য্য রহিয়াছে তাহা যে মানুষের হস্তগঠিত তাহা সহজেই প্রমাণ করা যাইত। কিন্তু মহাদেশ হইতে এত দূরে সমুদ্রের মধ্যে এই দ্বীপে এরূপ বিশাল প্রস্তরমূর্ত্তি কোথা হইতে আসিল? এই ক্ষুদ্র দ্বীপে পাঁচ শতেরও অধিক প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে। এই গুলি দুই হাত হইতে ৪৯ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ এবং দ্বীপের নানা

স্থানে ছড়াইয়া রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া মনে হয় যেন মানবগণ আনুষ্ঠিক বাহ্যাড়ম্বর সহিত এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে, এবং মিসরের পিরামিড তৈয়ারী করিবার জন্য যত লোক লাগিয়াছিল, তত লোক অনেক দিনে এইগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে। যতগুলি মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাদের পরস্পরের মুখাবয়বের সাদৃশ্য আছে। মূর্ত্তিগুলির ঠোঁট সরু ও মুখের এরূপ ভাব যে, মনে হয় সেগুলি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছে। মিসরের প্রাচীন মূর্ত্তিগুলির মুখে মনের ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিগুলি তাহা অপেক্ষাও বেশী ভাবব্যঞ্জক। প্রত্যেক মূর্ত্তিই একই প্রস্তর খণ্ড হইতে খোদিয়া বাহির করা হইয়াছে। ইহাতে জোড়া নাই। সমুদ্র-তীর হইতে আট মাইল দূরে এক নির্ম্মাণ-যোগ্য আগ্নেয় গিরি হইতে এই প্রস্তর বাহির করা হইয়াছে। কে এই সকল মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিল, কি যন্ত্র তাহারা ব্যবহার করিয়াছে, এবং কোন কালে এইগুলি নির্ম্মিত হইল, কে বলিবে?

যে দেওয়ালের উপর এই মূর্ত্তিগুলি স্থাপিত হইয়াছে, তাহাও অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক। দেওয়ালগুলি নিরবচ্ছিন্ন নহে, কিন্তু ভাগে ভাগে নির্ম্মিত। তাহার মধ্যে কতকগুলি ৪০০ ফিট লম্বা ও ১০ হাত হইতে ২০ হাত পর্য্যন্ত উচ্চ ও দেওয়ালের উপরিভাগ ২০ হাত চওড়া। এই দেওয়াল প্রস্তর কাটিয়া তৈয়ারি করা হইয়াছে এবং প্রত্যেক প্রস্তরখণ্ড ১১ মণ হইতে ১৪০ মণ পর্য্যন্ত ভারী। খনি হইতে পাহাড় পর্ব্বতের উপর দিয়া এত দূরে আনিয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর অপর খণ্ড কে সাজাইয়া রাখিল? এই সকল প্রশ্নের কোন প্রকার সন্তোষজনক উত্তর পাইবার আশা এ পর্য্যন্ত করা যায় নাই। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে টোপাজ নামক রণ-তরী একবার উক্ত দ্বীপে গিয়াছিল। তাহার কর্ম্মচারিগণ জেড নামক হরিৎ বর্ণের প্রস্তরবিশেষের বাটালি পাইয়া-ছিল। কিন্তু এই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে এত বৃহৎ মূর্ত্তি ও দেওয়াল প্রস্তুত করা অসম্ভব। বিশেষতঃ মূর্ত্তিনির্ম্মাণ করিতে যে প্রস্তর ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহা এত শক্ত যে, উৎকৃষ্ট ইস্পাতের বাটালিও খারাপ হইয়া যায়। যে দেওয়ালের উপর মূর্ত্তিগুলি অবস্থিত আছে, তাহার সমান্তরাল আরও এক শ্রেণী দেওয়াল আছে এবং মধ্যে মধ্যে আড়াআড়ি দেওয়াল দ্বারা উক্ত দুই দেওয়াল সংযোগ করা আছে। কোন কোন জায়গায় ছাদ দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার নীচে নর মানুষ বলি দেওয়া হইয়াছে অথবা যাহারা এইগুলি প্রস্তুত করিতে মারা গিয়াছে তাহাদিগের মৃতদেহ তথায় রক্ষিত হইয়াছে। কোনটা ঠিক নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না।

কোন্ দেশীয় লোক, কোন্ জাতি বা কাহারা এই আশ্চর্য্য মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মাণ করিয়াছে তাহা বলা যায় না। ইতিহাস লেখার পূর্ব্বে এই স্থানে যে উচ্চ সভ্যতা ছিল

তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলা যায় না। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না, তবে কতকগুলি নিদর্শন রহিয়াছে, তাহা হইতে ইঁহাদের সম্বন্ধে জানিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। প্রত্যেক মূর্ত্তির মস্তকের পশ্চাৎ ভাগ সমতল করা আছে ও তাহাতে নানারূপ রেখাপাত চিত্রাক্ষর আছে, তাহা পড়া যায় না, কারণ এই রেখাক্ষর ও চিত্রাক্ষর পড়িবার প্রণালী জানা নাই এবং জানিবার উপায়ও নাই। বৃহৎ গৃহগুলির ভিতরেও ঐ প্রকারে খোদিত চিত্রাক্ষরাদি আছে, ইহা ব্যতীত কাষ্ঠের তক্তার উপর নানা প্রকার খোদিত চিত্রাক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল চিত্রাক্ষর ও রেখাক্ষর পাঠ করিতে পারিলে যে আশ্চর্য্যজনক ইতিহাস বাহির হইবে তাহা বোধ হয় নিনেভের ইতিহাসের মতই অদ্ভুত হইবে। এই দ্বীপের নিকটে যে সকল পলিনেসিয়ার দ্বীপ আছে, তাহাদের অধিবাসিগণ এই দ্বীপ সম্বন্ধে কিছুই বলিতে পারে না; এমন কি তাহারা এই সম্বন্ধে কোন গল্প বা কোন প্রকার অনুমানও করিতে পারে না।

এই প্রকার বিশাল ও আশ্চর্য্যজনক মূর্ত্তি প্রভৃতি যখন তৈয়ারী হইতেছিল, তখন নিশ্চয়ই অনেক সুনিপুণ লোকের প্রয়োজন হইয়াছিল এবং বর্ত্তমানে দ্বীপটি যেরূপ ক্ষুদ্র তাহার মধ্যে এত লোক নিশ্চয়ই ধরে না। ইহা ব্যতীত এক দিকে এ দ্বীপে জল নাই বলিলেও চলে এবং অপর দিকে এই দ্বীপে খাদ্য দ্রব্য জন্মাইবার স্থানও অধিক নহে। তাহা হইলে বোধ হইতেছে যে, এই ইষ্টার দ্বীপ এক সময় খুব বৃহৎ ছিল ও এক দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে অবস্থিত ছিল অথবা ইহা অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতির ন্যায় এক মহাদেশের মত বৃহৎ দ্বীপ ছিল কিম্বা এসিয়া বা আমেরিকার সহিত সংলগ্ন ছিল।

এ দ্বীপ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত আগ্নেয়গিরিতে পূর্ণ।

নূতন সংবাদ।

১। পরলোকগত কুচবিহারের মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণ ভূপ বাহাদুরের উদ্বাহোৎসব তবনে কনিষ্ঠা রাজকুমারী [illegible] সুন্দরীর সহিত লণ্ডননিবাসী মিঃ [illegible] সাহেবের বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

২। ২২শে ফেব্রুয়ারী ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড় লাট লর্ড মিণ্টো ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ সংবাদে আমরা যারপর নাই ব্যথিত হইয়াছি।

৩। আমেরিকা যুক্তরাজ্যের অন্তর্গত সেণ্টলুই নামক স্থানে স্ত্রীলোক ও বালকগণের বিচারের জন্য দুইজন স্ত্রীলোক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

৪। কুরুক্ষেত্রের পবিত্র পুষ্করিণীর সংস্কার জন্য দেবার মহারাজা এক লক্ষ টাকা পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদান করিয়াছেন।

৫। শ্যাম দেশের রাজিকারা যদি ৩২ বৎসর বয়সেও বিবাহিতা না হয়, তাহা হইলে তাহারা সম্রাটের নিকট প্রেরিত হয়। সম্রাট্ অবিবাহিতা স্ত্রীলোকের বিবাহ দিবার ভার গ্রহণ করেন এবং কারাগারের কোনও এক কয়েদীকে কারামুক্ত করিয়া তাহার সহিত উহার বিবাহ দেন।

বামারচনা।

পৌত্রমুখদর্শনে।

কি সুখ আবেশে অন্তর আমার
উঠিল আনন্দে ভরিয়া।
দুঃখ বাধা যত ছিল হৃদিমাঝে,
মুহূর্ত্তে গিয়েছে সরিয়া॥ ১

পুরাতন কথা, মনে নাই কিছু,
সকলি গিয়েছি ভুলিয়া।
যেন গো আমারে সুখ স্বর্গ-ধামে
চকিতে নিয়েছে তুলিয়া॥ ২

কোথা থেকে এক মায়া-শিশু এসে,
কি জানি কেমন করিয়া।
কচি মুখখানি দেখায়ে আমায়,
সর্ব্বস্ব লইল হরিয়া॥ ৩

তাই আজ এত আনন্দ হৃদয়ে,
নাহি মনে দুঃখ বেদনা।
ভূত, ভবিষ্যৎ, কিম্বা বর্ত্তমান,
ভুলেছি সকল ভাবনা॥ ৪

কি মোহিনী মায়া জানে এই শিশু,
বুঝিব সে আমি কেমনে।
মরমের মাঝে, কাটিল যে সিঁদ,
হৃদয় হরিল গোপনে॥ ৫

কোন দেবলোকে ছিলি ওরে শিশু,
উজলি স্বরগভুবনে।
দ্বিতীয়ার শশী, উদিলি আসিয়া
আমার হৃদয় গগনে॥ ৬

পূর্ণ শশিরূপে, সংসার আকাশে,
উজল থাকিও সতত।
অমিয় কিরণ, বরষি জগতে,
সুশীতল রেখো নিয়ত॥ ৭

এসেছ যেমন, কুসুমের মত
পবিত্র হৃদয় লইয়া।
থেকো চিরদিন, সংসার-নন্দনে,
এমনি পবিত্র হইয়া॥ ৮

যাঁহার কৃপায়, এসেছ জগতে,
দেবশিশু রূপ ধরিয়া।
সে করুণাময়, রক্ষিবেন সদা,
আপদ্ বিপদ্ হরিয়া॥ ৯

৩১ নং মধুরায় লেন, ইণ্ডিয়ান্ মেসে শ্রীকালীপদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষ কুমার গুহ কর্ত্তৃক ৪৮নং মাণিকবাবুর লেন হইতে প্রকাশিত।

স্নেহলতা

গুপ্ত-প্রেস, ৬ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 607. March, 1914.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ ৬০৭ সংখ্যা। { ফাল্গুন, ১৩২০। মার্চ্চ, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

প্রতিজ্ঞা।

১

লইব না পণ করিলাম পণ,
যতদিন দেহে রহিবে জীবন,
দিব না দিব না এ দারুণ পণ,
হোক বা না হোক মেয়ের বিয়ে॥

২

শিখাব পালিব দোঁহারে সমানে,
তনয় তনয়া একই যতনে,
হোক যাহা আছে বিধির বিধানে,
মানুষ গড়িব মানুষ হয়ে॥

৩

স্বধর্ম্মপালিকা হইবে বালিকা,
অকুটিত ফুলে কোমল কলিকা,
পরিব না হায় মোহন-মালিকা,
অকালে অযোগ্যে পরাব না গলে॥

৪

আদরে যতনে ধরম-বন্ধনে,
প্রেম কল্পলতা হৃদয়-প্রাঙ্গণে
যে রোপিতে চায় শুষ্ক না গ্রহণে,
শাস্ত্রের বিধানে লইবে সে তুলে।

৫

সাধিব না আর কর যোড় করি,
ধরের বাপের শ্রীচরণ ধরি,
চাহিব না আর ভবের কাণ্ডারি,
"জামতা রতন" মরি ঋণদায়ে।

৬

বাড়ী ঘর বেচে করিব না ভস্ম,
হবেন বেয়ান ক্রোধেতে উন্মত্ত,
যে আগুনে দগ্ধেছিল এই চিত্ত,
সেইলতা আজি জ্বেলে দিল তায়ে।

৭

যথার্থ জননী পদে দাঁড়াইব,
সুশিক্ষায় প্রাণ পুষ্ট করি দিব,
সুকন্যা সুধন্যা ধরা উজলিবে,
সমাজ-লাঞ্ছনা ভাসিয়া ঘুরে॥

৮

বিয়ে শুধু নয় দায়িত্ব মায়ের,
এ চিন্তা প্রবল সারা জীবনের,
এই সার্থকতা নারীজনমের,
ঘুরিব না আর দ্বারে দ্বারে ঘুরে॥

৯

বৃথা উত্তেজিত করে পুরুষেরে,
দিবানিশি ক্লেশ শত অত্যাচারে,
বহুপণ তরে, ভিখারির বেশে,
নিত্য অনুরোধে ঘটাব বিকার ॥

১০

অর্থের কারণে অনর্থের সৃষ্টি,
তাই ঘরে ঘরে এত যে গো রিষ্টি,
তবু সমাজের নাহি লক্ষ্য দৃষ্টি,
গলে দেয় সদা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধার ॥

১১

দর্শন বিজ্ঞান করি আলোচনা,
যৌতুকপরাণে গর্ব্ব হয় নানা,
বিবাহমণ্ডপে হবে বিবেচনা,
শ্বশুর দিবেন মূল্য সমুচিত ॥

১২

পুরস্কার হেন অনাচারলভ্য,
সিংশ শতাব্দীর ছোট বড় সভ্য,
ধরেছে উপায় এই দেশ নব্য,
বরপণ রীতি করিবে চলিত ।

১৩

হেয় পরাকাষ্ঠা সে অত্যাচারের,
স্নেহলতা দেবী সমগ্র বঙ্গের
প্রায়শ্চিত্ত করি গেল স্বরগের
ছায়ের আসনে লভিয়া স্থান ॥

১৪

যে বিধির তরে দিয়াছে পরাণ,
এস সবে মিলি রাখি গো সম্মান,
উচ্ছেদিব মোরা কুপ্রথার দান,
তবু কি করিতে কর্ত্তব্য সাধন ॥

১৫

দুদিনের তরে মহা আন্দোলনে,
সভা সমিতিতে কত আস্ফালনে,
দেখায়ে পাণ্ডিত্য অতি অভিমানে,
স্বদেশে বিদেশে লভিবু নাম ॥

১৬

কথায় বীরত্ব আছে বাঙ্গালীর,
কাজের বেলায় শাস্ত্রে দোহাইর,
সেই কলঙ্কেতে রক্ষা করি শির,
পুরাই আনন্দে নিজ মনস্কাম ॥

১৭

নারী সংসারের কুশলাকাঙ্ক্ষিণী,
পুত্র তনয়ার জীবনদায়িনী,
পাপ ও পুণ্যের শক্তিসঞ্চারিণী,
স্মরিয়া তাহারি ঋণ গো বিহিত ॥

১৮

চিরদিন নারী ধর্ম্মের সহায়,
সুসাহসে আজি কর দুঃখ জয়,
মহৎ উদার করগো হৃদয়,
অমঙ্গল যত করি দূরীভূত ॥

১৯

শুভ অবসর এসেছে হেথায়,
নারীর লভিয়া নারী সমুদায়,
রাখ রাখ আর ইতস্তত নয়,
আত্মবলিদানে কর প্রতীকার ॥

২০

বাঙ্গালার পাপে সুকোমল প্রাণ,
আহুতি অনলে দিবে করে দান,
তবু কি পাষাণ রহিবে অজ্ঞান,
আরও কি দুর্দ্দশা ঘটাবে দেশের ।

২১

ধনী বা দরিদ্র প্রতি ঘরে ঘরে,
শিক্ষিতাশিক্ষিতা প্রতি রমণীরে,
নিক্ষেপন করি লাঞ্ছনার করে,
আর্য্যনারী সম পালগো পণ॥

২২

কত নারীকীর্ত্তি কাব্যে ইতিহাসে,
অনন্ত মহিমা নয়নেতে ভাসে,
তোমাদের জন্ম হয় সেই দেশে,
সে গৌরব আজি নহে অন্তর্দ্ধান॥

২৩

লইব না পণ দিবনাকো পণ,
এ মন্ত্রের ত্রতে করগো সাধন,
তোমরাই শক্তি মুক্তির কারণ,
জননী ভগিনী দয়িতা যে জন,
তোমরাই রাখ তোমাদের পণ॥

শ্রীনিস্তারিণী দেবী।

কুমারীর আত্মাহুতি।

বরপণ-প্রথা-রূপ ভীষণ অগ্নির মধ্যে উপায়হীনা কুমারী আত্মজীবন আহুতি প্রদান করিয়াছে। দেশবাসিগণের অন্তরাত্মা আজি চমকিত। তবে সকলেই অনুতপ্ত হইয়াছেন কিনা সে কথা ভগবান্‌ই জানিতেছেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে বামাবোধিনীতে "পণ-প্রথা" বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলাম। "বরপণ" হইতে বহুবিধ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে, শুনা যায়। কত দরিদ্র ব্যক্তি অক্ষমতা প্রযুক্ত নিজ প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার বিবাহ দিতে বিলম্ব করাতে, পরিজনের কুবচন, সমাজের বিদ্রূপ, গালি ও কঠোর শাসনভয়ে কেহ গৃহত্যাগ করিয়াছেন, কেহবা আত্মহত্যা ঘটাইয়াছেন, এই প্রকার ঐরূপ ঘটনা সকল শুনিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। সেই জন্য অধিকতর আগ্রহপ্রযুক্ত আমরা রাজপুতকন্যাদিগের প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলাম "হায় মা! বঙ্গভূমি! তোমার অদৃষ্টে না জানি কি আছে! ভগবান্ তোমার হতভাগিনী কন্যাদিগকে রক্ষা করুন *। হায়! তখন আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না, যে, বরপণ-রূপ রাক্ষস নিজ করাল কবলে অচিরাৎ বঙ্গবালাকে গ্রাস করিবে! তখন আমরা স্বপ্নেও জানিতাম না যে, কল্পনায় যে আশঙ্কা অনুভূত হইতেছে, তাহা সত্য সত্যরূপে আমাদের চক্ষের উপরে জাগিয়া উঠিবে!

আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগের মধ্যে বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন, বরপণরূপ ভীষণ হুতাশনে বঙ্গকুমারী আত্মাহুতি দান করিয়া এই অভাগা বঙ্গদেশকে চমকিত করিয়াছে। বহু সভা সমিতি হইয়া যে কার্য্য সাধিত হয় নাই, এই ঘটনায় তাহাই হইয়াছে—অর্থাৎ বরপণরূপ ভয়ঙ্করী প্রথার মূলে আঘাত

* ১৩০০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনী।

লাগিয়াছে—আঘাতের ফল কি হইবে, বাঙ্গালীর উত্তেজনা স্থায়ী হইবে কি না, সেই সর্ব্বতত্ত্বদর্শী ভগবান্‌ই তাহা জানেন। তবে এবার গুরুতর আঘাত লাগিয়াছে বটে। ঘটনাটি এই—

শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত পালং থানার অধীন কাগদি গ্রামে। হরেন্দ্র বাবু কলিকাতায় রাজা রাজবল্লভের ষ্ট্রীটে থাকিয়া দালালি করেন। আজি তিন বৎসর হইল তিনি সপরিবারে কলিকাতায় আছেন। তাঁহার কন্যা স্নেহলতা চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কুমারী। তাহার ফটোগ্রাফ দেখিলে তাহাকে হৃষ্টপুষ্ট, সবল ও সুস্থকায় বালিকা বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং সামাজিক রীতানুসারে তাহার পরিণয় অতি শীঘ্রই সম্পন্ন করা পিতার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়াছিল। তথাপি পিতা আদরের কন্যাটীকে যে সে পাত্রের হস্তে অর্পণ করিতে পারেন নাই। অনেক অনুসন্ধানের ফলে বি. এল, শ্রেণীর একটী ছাত্রের সহিত স্নেহলতার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইল। পাত্রপক্ষ হরেন্দ্র বাবুর নিকট বর্ত্তমানে "ধরপণ"-প্রথা অনুসারে নগদ ৮০০ এবং কন্যার অলঙ্কার জন্য ১২০০, এইরূপে দুই হাজার টাকা দাবী করেন। ঐ টাকা না দিলে হরেন্দ্র বাবুর কন্যার সহিত সে পাত্রের বিবাহ সম্ভব নহে।

হরেন্দ্র বাবু নিরুপায়। দুই হাজার টাকা দিতে না পারিলে সুপাত্রটী হাতছাড়া হইয়া যায়, অথচ দুই হাজার টাকা দিবার মত অবস্থা তাঁহার নহে। তখন বঙ্গদেশের কন্যাদায়গ্রস্ত স্নেহময় পিতার মত, কন্যার কল্যাণার্থ তিনি আত্মবলি দিতে অগ্রসর হইলেন; নিজের ঘর বাড়ী বন্ধক রাখিয়া দুই হাজার টাকা সংগ্রহপূর্ব্বক কন্যার বিবাহ দিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

স্নেহলতা বালিকা হইলেও আপোগণ্ড শিশু ছিল না। পিতৃস্নেহের উচ্ছ্বাসে তাহার নিজ মঙ্গল কামনা ভাসিয়া গেল। পিতার এই আত্মত্যাগে তাহার সরল হৃদয়খানি বিষম ব্যথিত ও দারুণ সন্তপ্ত হইল। সে মাতাকে দিয়া, পিতাকে এরূপে কৃতসর্ব্বস্ব হইতে বিশেষরূপে নিষেধ করিল। কিন্তু একে বালিকার কথা—সে তো আবদারের মধ্যেই গণ্য—তাহাতে পিতা উপায়ান্তরবিহীন, সুতরাং তিনি তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। তখন স্নেহলতা পিতার রক্ষার জন্য মনে মনে এক ভীষণ সঙ্কল্প করিল।

বর্ত্তমান ১৩২০ বঙ্গাব্দের ১৪ই ফাল্গুন স্নেহলতার বিবাহের দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে পিতার নিকটে প্রার্থনা করিয়া সে তাহার ফটোগ্রাফ তুলাইল। তাহার মাতা রুগ্না, সেই সদাহাস্যমুখী, আনন্দময়ী বালিকা সাগ্রহে ও সোৎসাহে সমস্ত সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহার সেই বিষম ব্যথিত হৃদয়ের হাহাকার তাহার সুন্দর মুখখানিতে কোন ভাবান্তর আনিতে পারে নাই।

১৬ই মাঘ সেই তেজস্বিনী কুমারী সমস্ত গৃহকর্ম্ম সমাপন করিয়া,অপরাহ্ণে স্নানপূর্ব্বক গাত্র ধৌত করিল। অনন্তর ধৌত শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিয়া, অলক্তকরাগে আপনার চরণ দুইখানি রঞ্জিত করিল। শেষে এক বোতল কেরোসিন তৈল এবং একটী দেশলাইয়ের বাক্স লইয়া ছাদের উপরে উঠিল।

তাহার পর সে সমস্ত বস্ত্রে কেরোসিন তৈল ঢালিয়া তাহাতে আগুন জ্বালিয়া দিল। বৈশ্বানর লেলিহান শিখা বিস্তারপূর্ব্বক সেই ফুল্ল কুসুমতুল্য রমণীর দেহ ভস্মীভূত করিতে লাগিল। স্বরূপ-লাঞ্ছিতা পিতৃবৎসলা সাধ্বী কুমারী স্নেহলতা সতীর মত প্রচণ্ডানলে ভস্মসাৎ হইতে লাগিল। বঙ্গের রাক্ষসী প্রথার করাল কবলে কুমারী আত্মসমর্পণ করিল।

তাহাদের বাটীর পার্শ্বস্থ কালীবাড়ীর পুরোহিত আশুতোষ চক্রবর্ত্তী এই অগ্নিকাণ্ড দেখিয়া হরেন্দ্র বাবুর গৃহে আগুন লাগিয়াছে মনে করিলেন। তিনি লোক জন সহ সেই বাড়ীর ছাদের উপর গিয়া দেখেন, আগুনে হরেন্দ্র বাবুর স্নেহলতা পুড়িয়া ছাই হইতেছে। অগ্নিদেব সমর্পে পশিয়া কুমারীকে নির্দ্দয় বিবাহপণের হস্ত হইতে রক্ষা করিতেছেন।

তখন হরেন্দ্র বাবু কন্যার জীবনরক্ষার্থ যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু সে অভিমানিনী আর ফিরিল না। সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গে স্নেহলতা এ স্বার্থপর সমাজ হইতে অস্তের মত বিদায় গ্রহণ করিল।

হায়! যে পত্নীকে জীবনের সহধর্ম্মিণী সহযোগিনী ও সহভোগিনীরূপে গ্রহণ করিয়া শ্বশুর, শ্বশ্রূ, ননন্দা ও দেবরগণের উপরে সাম্রাজ্ঞীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, তাহারই পিতৃকুল নির্য্যাতন করতঃ অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক পাণিপীড়ন করা কি শাস্ত্রসম্মত বিবাহক্রিয়া হইতে পারে? এইরূপ নির্ম্মমাচরণে কি পবিত্র উদ্বাহক্রিয়ার মহদুদ্দেশ্য সফল হইতে পারে?

এ কথা বাঙ্গালির মধ্যে আজি অনেকেই বুঝিয়াছেন। কুমারী স্নেহলতা অনেক অন্ধের চক্ষু ফুটাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তবে বড় দুঃখের সহিত, বড় লজ্জার সহিত, আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইতেছে যে, অনেক সময়েই বাঙ্গালির কথা ও কার্য্যে ঐক্য হয় না। আজি যে বঙ্গবাসী স্নেহলতার আত্মবিসর্জ্জন দেখিয়া বরপণ নিবারণ-কল্পে এত উত্তেজিত হইয়াছেন, সভা সমিতি করিতেছেন, উচ্চ কণ্ঠে বক্তৃতা দিতেছেন, বরপণ-নিবৃত্তি-প্রতিজ্ঞাপত্রে নিজ নাম স্বাক্ষর করিতেছেন, স্নেহলতার চির স্মরণে রক্ষা করিতেছেন, স্নেহলতার স্মৃতিভাণ্ডারে অর্থ সাহায্য করিতেছেন, কালি যে তিনি ঘটনাচক্রে পড়িয়া, "অবস্থার ফাঁস" লাগিয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পুত্রের বিবাহের সময়ে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবেন, তাহা সেই সর্ব্বান্তর্যামী ভগবান্‌ই বলিতে পারেন। আমরা এইমাত্র জানি যে, মঙ্গলময় বিধাতার রাজ্যে অমঙ্গলাচরণ চিরদিন স্থায়ী হইতে পারে

না। কালি হউক, পরশ্ব হউক, এই কু-প্রথা দূর হইবেই হইবে। অতএব সেই শুভ দিনের শুভাগমনের সহায়তা করা সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য, স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্য এবং সকলের উপরে ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য। অর্থলোভাদি কু-প্রবর্ত্তির আলোচনায় যিনি এই কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইবেন, তিনি মনুষ্যনামের অযোগ্য। বিদ্যা বুদ্ধি ধন মান অথবা ক্ষমতায় তিনি যতই শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হউন না কেন, প্রকৃত পক্ষে তিনি মঙ্গলের বিঘ্নস্বরূপ, তিনি অতিশয় কৃপাপাত্র।

আমাদের এই প্রবন্ধ লিখিত হইলে আমরা সঞ্জিবনীপাঠে অবগত হইলাম যে, নিস্তারিণী* নাম্নী আর একটী পঞ্চদশবর্ষীয়া বালিকা বিগত ১৯শে ফাল্গুন "বরপণ"-অত্যাচারের বেদনাতায় পথানুসরণ করিয়াছে। দেহ অগ্নিসাৎ করিয়া ইহ জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে! হায়রে! এ দেশের যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত! যাঁহারা প্রকৃত দেশহিতৈষী, তাঁহারা এই সময়ে প্রাণপণে দেশের মঙ্গলের জন্য, বঙ্গকুমারীগণের রক্ষার্থ অগ্রসর হউন। ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া কর্ত্তব্যপালনে ব্রতী হউন।

প্রবন্ধের উপসংহারে আমরা একটী আনন্দের সংবাদ দিতেছি। বামাবোধিনীর অন্যতম লেখিকা শ্রদ্ধেয়া অম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা বরপণ-নিবারণ-কল্পে একান্ত যত্নবতী হইয়াছেন। বঙ্গভূমির সকল মহিলাগণেরই তাঁহার পথানুসরণ করা নিতান্ত কর্ত্তব্য।

শিশুজীবন ও কিণ্ডার-গার্ডেন।

নীতিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

জননী শিশুকে যত্ন করিবেন, পালন করিবেন, শাসন ও সুখী করিবেন। তাঁহার স্বাভাবিক জ্ঞানের সঙ্গে প্রকৃত শিক্ষার যোগ হইলে তিনি উহা না করিয়া কখনই থাকিতে পারিবেন না। শিশু এই রূপে লালিত ও পালিত হইলে তাহার মনে একটু একটু করিয়া প্রেমের অঙ্কুর প্রকাশ পায়। শিশু কোন আশ্চর্য্য বা অদৃষ্টপূর্ব্ব দ্রব্য দেখিয়া যদি আশ্চর্য্য হইয়া ভয়ে কাঁদিয়া উঠে, মা তাহাকে বুকে টানিয়া লন ও গল্প বলিয়া তাহাকে

* বর্ত্তমান বর্ষের ১৩ই ফাল্গুনের সঞ্জীবনীতে নিস্তারিণীর কাহিনী দ্রষ্টব্য। উক্ত সংবাদপত্রে প্রেরকের অভিযোগ করণ একখানি হৃদয়-বিদারক পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। স্থানাভাবে তাহা বামাবোধিনীতে উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা রহিল।

অনুমোদন করেন, সে তৎক্ষণাৎ শান্ত হয়। আবার যখন ঐ জিনিষ তার সম্মুখে আসে, মাতা হাত বাড়াইয়া শিশুকে কোলে করেন। এবারে সে হাসিয়া মার বুকে যায়। তার মনে আর শঙ্কা নাই, সে সহাস্যে জননীর সব কথার উত্তর দেয়। এইরূপে উহার মনে বিশ্বাসের অঙ্কুর গজায়। শিশু কাঁদিলে বা ডাকিলে মা তাহার শয্যাপার্শ্বে যাইয়া উপস্থিত হন, ক্ষুধা পাইলে তিনি তাহাকে খাদ্য দেন, তৃষ্ণা পাইলে পানীয় দেন, মাতার পায়ের শব্দ পাইলে শিশু স্থির হয়, মাকে দেখিবামাত্র সে হস্ত বাড়াইয়া তাঁহার দিকে যায়। মার বুকে শুইয়া হাসি ও আনন্দে শিশুর চোক ও মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সে সন্তুষ্ট হয়। মা ও শিশুর সন্তোষের কারণ একই, সে জন্য সে উহাকেও মনে মনে ধন্যবাদ দেয়। এইরূপে প্রেম, বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতার অঙ্কুর ক্রমে বাড়িতে থাকে। শিশু মার পায়ের শব্দ বুঝে, তাঁর ছায়াকে চেনে, সে মার মত যাকে দেখে, তাকেই ভাল বাসে। যে জীব দেখিতে তার মার মত, সে অবশ্যই উত্তম, এই ধারণা তার মনে দৃঢ়রূপে বসিয়া যায়। সে মাকে দেখিয়া হাসে ও মার মত অন্য আকার অর্থাৎ মানুষ দেখিয়াও হাসে। মার কাছে যে প্রেমের পাত্র, শিশুরও সে প্রেমের পাত্র। এইরূপে আত্মীয় প্রেমের অঙ্কুর, ক্রমে মানব-প্রেমের অঙ্কুর শিশুর অন্তরে প্রকাশ পায় ও বাড়িতে থাকে।

এই প্রকারে ধৈর্য্য, সাধুতা, কর্ত্তব্য-জ্ঞান, সদসদ্‌জ্ঞান, জননীর সঙ্গে আলাপ হইতেই শিশুর মনে প্রথম পুষ্টি লাভ করে। এই প্রেমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নীতিজ্ঞানের অনুরাগ প্রথম শিশুর আত্মার প্রবেশ করে, পিতামাতার প্রতি প্রেম বশতঃ শিশু তাঁহাদের বাধ্য হয়। বাপ মা যদি শিশুকে তাহার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কাজ করিতে উত্তেজিত বা নিষেধ করেন, সে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাঁহাদের কথা শুনিয়া চলিবে। কেননা পিতামাতার প্রতি তার এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, তাঁহাদের আজ্ঞা তার কাছে অলঙ্ঘনীয়। উহা শিশুর নৈতিক বাধ্যতা, উহাতে ভয় বা কোন দাসত্বের চিহ্ন নাই। শিশু যাঁহাদের প্রতি প্রেম, বিশ্বাস ও কৃতজ্ঞতাময়, কেবল তাঁহাদের কাছেই সে ঐরূপ বাধ্য। ছেলের ঐরূপ বাধ্যতা কেবল নিজেদের নয়, অন্যান্য লোকের প্রতিও অনুরাগ করিতে শিখান পিতামাতার কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ঐ কোমল হৃদয়ে অজ্ঞাত-ভাবে সমস্ত মানবজাতির প্রতি প্রেমের বীজ রোপিত হইবে। কিন্তু তাই বলিয়া যে সে লোকের অন্যায় খামখেয়ালি কথায় বা আব্দারে শিশু কখন বিশ্বাস বা বশ্যতা দেখাইবে না, কেবল সতর্কতা, যথার্থ আগ্রহ ও দৃঢ়তা দ্বারাই বালকবালিকা-দিগের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বশ্যতা পাওয়া যায়।

ক্রমে তাহার হৃদয় প্রশস্ত হইলে চারিদিকস্থ লোকের প্রতি তাহার প্রেম

বাধিত হইতে থাকে, সেই কারণে জননী যেন কখন শিশুর সম্মুখে পরের নিন্দা বা মন্দ কথা বলিয়া ঐ বিকশিত হৃদয়কে অপবিত্র না করেন। অন্য দিকে শিশুর সম্মুখে তার নিজের প্রশংসা করাও ভাল নয়, উহা সর্ব্বদা শুনিলে সে আত্মম্ভরী হইয়া উঠে ও অন্যান্য লোকদিগকে ভালবাসার পরিবর্ত্তে ঘৃণার চক্ষে দেখে। শিশুর প্রশ্নে বা তার সঙ্গে কথাবার্ত্তার কালে সর্ব্বদা এইটা বড় ভাল জিনিষ, ওটা অতি চমৎকার, এ কাজটা অত্যন্ত বুদ্ধির কাজ, ওটা অতি উত্তমরূপে করা হইয়াছে —ইত্যাদি কথার দ্বারা মাতা তার মনে যত ভাল লোক, ভাল দ্রব্য ও ভাল কর্ম্মের প্রতি আসক্তি জন্মাইয়া দিবেন। ঐরূপ করিলে সে আপনা হইতেই সৎলোকের নিকট যাইবে, এবং তাহাকে যে প্রেম দেখান হইয়াছে, সেই ভালবাসা সেও তার যত বন্ধু, সঙ্গী ও ক্রীড়ার সহচরদিগকে দিতে শিখিবে।

ঐরূপে শিক্ষিত বালকেরা বড় হইয়া সংসারে অন্যান্য বালকদের অবাধ্যতা, নিষ্ঠুরতা ও কলহপ্রিয়তা দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হয়, আর মনেও ভাবিতে পারে না যে, একই মানুষ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে বিভিন্ন প্রকৃতি হইয়া থাকে। কিন্তু অশিক্ষিত বালকদের দ্বারা তাহাদের আর কোন অপকার হইবার ভয় থাকে না। শিশুকালেই তাহাদের চরিত্র গঠিত হইয়াছে, তাদের হৃদয় কোমল ও স্নেহময় হইয়া দিন দিন উহাদের সঙ্গে চারিদিকস্থ সৎ লোকের দিকে ছুটিতে থাকে। তাহাদের সামাজিক নীতিজ্ঞান এইরূপে রক্ষিত হইয়াছে যে, এখন বিনা ভয়ে তাহাদের নিজে নিজেকেই আত্মনির্ভরতার পৃষ্ঠপোষণের ভার ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারে।

বালকবালিকাদিগকে বড় লোকদিগের কথা বার্ত্তা, পরচর্চ্চা ও কলহ হইতে রক্ষা করিতে হইলে তাহাদিগকে একটা স্বতন্ত্র ঘর দেওয়া উচিত। কেননা, পিতামাতা ও অন্যান্য লোকেরা দিনরাত শিশুদিগের কথা স্মরণ করিয়া কথা বার্ত্তা কহিতে অপারক। সেই কারণে অধিকাংশ সময়, বিশেষতঃ পিতামাতা যখন অন্য লোকদিগের সঙ্গে আলাপাদি করেন, সেই সময় শিশুদিগকে একটা ভিন্ন ঘরে বা অন্য স্থানে রাখিয়া তাহাদিগকে সেখানে যা তাহারা ভাল বাসে তাহাই করিতে দেওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। শিশুদিগের কাঠের খেলনা ভিন্ন আর কোন বস্তুর প্রয়োজন নাই।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ক্রমে মানবজাতির প্রতি ভালবাসা হইতে শিশুকে জীবন্ত পশু পক্ষীর প্রতি ভালবাসা শিখাইতে হইবে। ক্ষুদ্র বড় যত প্রাণী আছে, এমন কি বৃক্ষ ও তৃণ লতাকেও শিশু যেন যত্ন করিয়া চলিতে শিখে। ঐ সকল চেতনাচেতন জীবের প্রতি মাতার প্রদ্ধা ও যত্ন দেখিয়াই শিশুও তাহাদের প্রতি স্নেহশীল ও প্রদ্ধাবান্ হইবে। আপনারা কোন জীব বধ

প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন না, আর শিশুও অজ্ঞতা প্রযুক্ত কোন প্রাণিকে কষ্ট দিলে, "আহা! ওর বড় লাগে" বলিয়া শিশুকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিবেন। তাহা হইলে তাহার কোমল হৃদয় গলিয়া যাইবে, আর সে ভবিষ্যতে কখনও ওরূপ করিবে না। শিশুর সম্মুখে পশুপক্ষীদিগকে খাইতে দিন, আর তাহাদিগকে দেখান যে, তাহারা কত আনন্দের সহিত ও কত শীঘ্র উহা খাইয়া ফেলে। শিশু উহা দেখিয়া নিজেও আনন্দিত হইবে ও পশুপক্ষীকে খাইতে দিবে। তাহাদিগকে আরো বলুন, পাখীদের মা-বাপেরা কেমন নিজে না খাইয়া খাদ্য মুখে করিয়া শাবকদের জন্য বাসায় লইয়া যায়, কত স্নেহের সহিত তাহারা শাবকদিগকে খাওয়ায়, তাহাদিগকে উড়িতে ও গান গাহিতে শিখায়। এইরূপে পাখীদিগের সঙ্গে যদি শিশুদের বন্ধুত্ব জন্মে, তাহা হইলে আর কখনও তাহারা পশুপক্ষীকে কষ্ট দিবে না।

(ক্রমশঃ)

ভুল ভাঙ্গা।

বড় সাধ করিয়া কাশীনাথ মিত্র বড় ঘরে পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন। ধনীর দুহিতা তাঁহার ক্ষুদ্র গৃহে আসিয়া গৃহ উজ্জ্বল করিবেন, এই আশায় কুহকে ভুলিয়া মিত্র মহাশয় অন্যান্য সকল সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ, তিনি জানিতেন, মেয়েটী সুন্দরী এবং শিক্ষিতা, মণি কাঞ্চনের একত্র সমাবেশ। সুতরাং মিত্র মহাশয় এমন সুন্দর প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই।

কাশীনাথ পল্লীনিবাসী মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, অত্যন্ত নিরীহ এবং সরল প্রকৃতির লোক। তিনি ধনবান্ না হইলেও নিতান্ত নিঃস্ব নহেন। ক্ষেতের ধান, বাগানের তরকারী, পুকুরের মাছ, গৃহপালিত গাভীর দুগ্ধ তাঁহার সংসারকে শান্তি, সুখ ও স্বাস্থ্য প্রদান করিত। কাশীনাথের দু'টী পুত্র, দু'টী কন্যা। জ্যেষ্ঠ পুত্র অমরনাথ প্রেসিডেন্সি কলেজে এম্. এ, ক্লাসে পড়ে। কনিষ্ঠ কুমারনাথ এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়ে। কন্যা দুইটীর মধ্যে জ্যেষ্ঠা সুরবালা বিবাহিতা হইয়া শ্বশুরালয়ে আছে। কনিষ্ঠা উষাবালার আজিও বিবাহ হয় নাই। একাদশবর্ষীয়া লাবণ্যময়ী কুমারী, নগেন্দ্রনন্দিনী গৌরীর ন্যায়, পিতৃগৃহ আলোকিত করিয়া শোভা পাইতেছিল। চলিত কথায় আছে, "যেখানে ধর্ম্ম, সেইখানে শান্তি"। কাশীনাথের সংসার তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণস্থল। তিনি নিজে কখন কোন অধর্ম্মের কার্য্য করিতেন না। তাঁহার সুশীলা সহধর্ম্মিণী সর্ব্বাংশে তাঁহার উপযুক্ত পত্নী। তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণও পিতা মাতার উন্নত চরিত্রের অনুকরণ করিয়াছিল। এমন সংসারে দুঃখ, ক্লেশ, অশান্তি

পারিতে পারে না। মিত্র মহাশয়ের কোন কষ্টই ছিল না। পরম শান্তিতে তাঁহার সুখের দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল। কিন্তু লীলাময়ের লীলা কে বুঝিবে? সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সুখ, নিরবচ্ছিন্ন শান্তি, বুঝি সংসারে কোথাও নাই। মিত্র মহাশয়ের সুখের সংসারে সম্প্রতি অশান্তির ছায়া পড়িতেছিল। বড় আশা করিয়া মিত্র মহাশয় অমরের বিবাহ দিয়াছিলেন। পুত্র, কন্যা ও বধূ লইয়া মানবজন্মের প্রধান সাধ পূর্ণ করিবেন, শেষ জীবন পরম সুখে অতিবাহিত হইবে, কাশীনাথের হৃদয়ে এই বাসনা প্রবল হইয়াছিল। তিনি অনেক দেখিয়া শুনিয়া, কলিকাতার কোন ধনীর সুন্দরী দুহিতাকে পুত্রবধূরে বরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হায়! তাঁহার আশা আকাশ-কুসুমের মত কেবল আশাতেই পরিসমাপ্ত হইল। সহরনিবাসী ধনীগণের কন্যা তাঁহার পল্লীভবনে পদার্পণ করিলেন না।

ছয় বৎসর হইল অমরের বিবাহ হইয়াছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে নিতাম্বিনী একবারও স্বামীর ভবনে আগমন করেন নাই। তাঁহার মনের মধ্যে কি ভাব ছিল, তাহা আমরা জানি না, কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা যে তাঁহাদের আদরের মেয়েটিকে সুখ পল্লীগ্রামে পাঠাইতে অসম্মত ছিলেন, তাহা আমরা বিশেষরূপে অবগত আছি। বলিতে ভুলিয়াছি, কাশীনাথের বাসভবন ইষ্টকনির্ম্মিত ছিল বটে, কিন্তু উহা সুন্দর পাটীতে মেরিত, তিন চারি খানা তৃণাচ্ছাদিত ঘর ছিল। যে ঘরে অমরনাথের শৈশবে বাস ছিল এবং যথায় তাহার শৈশবের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইয়াছিল, সেই মাটির ঘরে অমরনাথের শ্বশুর তাঁহার নিরক্ষরা দুহিতাকে পাঠাইতে কোন ক্রমে সম্মত হইলেন না।

কাশীনাথ অনেক বার পুত্রবধূকে আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রতি বারেই বিফলমনোরথ হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছিল। আর অমর এই ব্যাপারে নিতান্ত ক্ষুব্ধ, দুঃখিত ও বাথিত হইয়াছিল। সে মনস্থ করিল, যে ব্যক্তি তাহার পিতাকে পুনঃপুনঃ অপদস্থ করিতেছে, তাহার কন্যাকে সেচ্ছায় স্বগৃহে আনিবে না। কলেজ বন্ধ হইলে সেই বার সে বাটী আসিয়া তাহার মাতার নিকটে আপন সংকল্পের কথা জানাইল। মাতা বলিলেন,—

"বাবা! তা'ও কি কখনও হয়? ঘরের বৌকে আনবে না? যাক্‌না কিছু দিন পরে বেয়াই নিজেই পাঠিয়ে দিবেন।"

ছুটী ফুরাইলে অমর কলিকাতায় চলিয়া গেল। যাইবার সময় মাতাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া গেল, তাহার শ্বশুরকে যেন কোন চিঠি পত্রী লেখা না হয়।

কাশীনাথ পুত্রবধূকে আনিবার জন্য কয়েকবার লোক পাঠাইয়াছিলেন, তাহারা বার বার অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া

আসিয়াছিল। বিজয়গৃহিণী অবসর বুঝিয়া একদিন স্বামীকে বলিলেন "দেখ, বৌমা এখন সেয়ানা হ'য়েছেন, আর বাপের বাড়ী রাখা ভাল দেখায় না, তুমি একবার নিজে কলিকাতায় যাও, তুমি গেলে বেয়াই আর আপত্তি কর্‌তে পার্‌বেন না"। সরলচিত্ত কাশীনাথ ভাবিয়া দেখিলেন এ যুক্তি মন্দ নয়। তিনি পত্নীর কথার দ্বিরুক্তি করিলেন না। পঞ্জিকায় শুভ দিন দেখিয়া, একমাত্র ভৃত্য সমভিব্যাহারে তিনি এক দিন কলিকাতা যাত্রা করিলেন। উদ্দেশ্য আপাততঃ গোপন রহিল।

অমরনাথ কলিকাতায় থাকিয়া কলেজে পড়ে। হ্যারিসন রোডে তাহার বাসা। বাসায় সে একাকী থাকিত না। আরও সাত আটটি যুবক সেখানে থাকিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িত। অমরের সহিত সকলেরই সৌহার্দ্দ ছিল। তাহার সহপাঠীদিগের মধ্যে অজিতকুমার নামে একটী যুবকের সঙ্গে তাহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। অজিতকুমার কলিকাতা-নিবাসী কোন প্রসিদ্ধ ধনীর সন্তান। কিন্তু বড় লোকের ছেলে বলিয়া তাহার কিছুমাত্র গর্ব্ব ছিল না। সে বড় বিনয়ী এবং মিষ্টভাষী। অমরকে সে সহোদরের মত ভাল বাসিত। অমরও তাহার গুণে একান্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল।

অজিতকুমারের আজও বিবাহ হয় নাই। তাহার পিতা অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে তাহার বিবাহের চেষ্টা করিতেছিলেন, নানা স্থান হইতে সম্বন্ধও আসিতেছিল, কিন্তু অজিত পাঠ্যাবস্থায় বিবাহ করিবে না সংকল্প করিয়াছিল। তাহার পিতামাতার বিশেষ চেষ্টা ও আগ্রহ সত্ত্বেও সে সংকল্পচ্যুত হয় নাই।

এইখানে একটু পূর্ব্বের কথা বলা আবশ্যক। অজিতকুমারের এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যের কিছু গোপনীয় কারণ ছিল, তাহা অন্য কেহ না জানিলেও আমরা জানি। অজিত একবার ছুটীর সময় অমরের সহিত তাহাদের পল্লীগ্রামের বাটীতে বেড়াইতে গিয়াছিল। সেইখানে লাবণ্যময়ী বালিকা উষাকে দেখিয়া অজিতকুমার মুগ্ধ হইয়াছিল। অজিত আরও বুঝিয়াছিল, নবযৌবনীর কুমারীর বাহ্য সৌন্দর্য্য অপেক্ষা অন্তঃসৌন্দর্য্য আরও মনোহর। কিসে কি হইল জানি না, কিন্তু সরলপ্রাণ যুবক সেই দিন হইতে মনের শান্তি হারাইল। কেহই কিছু জানিল না, এমন কি অমরনাথ পর্য্যন্ত ইহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারিল না। অজিত যথাসাধ্য যত্নে হৃদয়ের এই নবীন ভাবটী গোপন রাখিতে সচেষ্ট ছিল। কিন্তু অগ্নি যেমন ভস্মাবৃত থাকিয়া ধিকি ধিকি জ্বলিতে থাকে, অজিতের হৃদয়ের সেইরূপ ভাবটীও অন্তরে অন্তরে তাহাকে সেইরূপে দগ্ধ করিতেছিল।

সে আজ দুই বৎসরের কথা। সে বার অজিতের বি, এ, দিবার বৎসর। অজিত ও অমর এক ক্লাসেই পড়িত। বুদ্ধিমান্ ও মেধাবী ছাত্র বলিয়া সকলেই তাহাদের প্রশংসা করিত। অমর অপেক্ষা অজিত

সমধিক মেধাবী ছিল। সকলেই আশা করিয়াছিল, অজিতকুমার পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিবে। যথা-সময়ে পরীক্ষার ফল বাহির হইল, সকলে দেখিয়া বিস্মিত হইল, অমরনাথ পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছে। আরও বিস্ময়ের কারণ, পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রদের মধ্যে অজিত-কুমারের নাম নাই। বড়ই দুঃখের বিষয়, অজিত পর বৎসরও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিল না।

অজিতের পিতা, পুত্রের এই অদ্ভুত অকৃতকার্য্যতায় নিতান্ত বিস্মিত হইয়া কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। অজিত পিতামাতাকে বুঝাইল, তাহার মাথার অসুখ জন্মিয়াছে, সেজন্য ভাল করিয়া পড়া হইতেছে না। পুত্রের মাথার অসুখের কথা শুনিয়া, পিতামাতা অতি-শয় ব্যস্ত হইয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইলেন। নানা প্রকার তৈল, ঘৃত, আসব ইত্যাদির ব্যবস্থা হইল। অবশেষে তিনি অজিতকে পড়া ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুমতি করিলেন। অজিত পড়া ছাড়িতে কোন মতেই সম্মত হইল না। পিতামাতার নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা বলিল "আর একটী বার চেষ্টা করিয়া দেখি, যদি এবারেও ফেল্ হই, পড়া ছাড়িয়া দিব।"

অজিতের পিতা মাতা অজিতের মাথার অসুখের জন্য যে সমস্ত তৈল, ঘৃতাদির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, অজিত মনে মনে একটু হাসিয়া সে সমস্ত ড্রেনের ভিতরে নিক্ষেপ করিত। প্রকৃত বিষয় কেহই জানিতে পারিল না।

৩

একদিন সন্ধ্যার পরে অমর ও অজিত একটি ঘরে বসিয়া গল্প করিতেছিল। অমর বলিল, "ভাই অজিত। আমি তোমাকে সহোদরের মত ভাল বাসি, তুমিও আমাকে সেইরূপ মনে কর। আজ আমি তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, ঠিক্ বলবে ত?"

অজিত, অমরের মুখের দিকে বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল, "এমন কি কথা ভাই!—যার জন্য এত আড়ম্বর করা হ'চ্ছে? কবে তোমার কাছে কোন্ কথা গোপন করেছি।"

অমর বলিল, "আজ ৫।৬ বৎসর তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব। আমাদের পরস্পরের মনের ভাব পরস্পরের নিকটে অজ্ঞাত নাই। ভাই! আজ দুই তিন বৎসর থেকে তোমার ভাবান্তর লক্ষ্য করছি। এতদিন আমি ততটা মনোযোগ করি নাই। কিন্তু এখন দেখছি, তুমি দিন দিনই কেমন হ'য়ে যাচ্ছ? তোমার পূর্ব্বের সে লাবণ্য নাই, শরীর শীর্ণ। সদাই যেন অন্যমনস্ক। তুমি মাথার অসুখ ব'লে আমাকে ভুলাতে চেষ্টা ক'রো না। আমি যদি তোমাকে ভালরূপ না জান্তাম, তবে বা তা ব'লে ভুলাতে পারতে। কিন্তু অজিত! আমি তোমার হৃদয়ের পরিচয় যতদূর জানি, বোধ হয় তোমার পিতা মাতাও ততদূর জানেন না।

পড়ার প্রতি তোমার যে এত অনুরাগ ছিল, সে সব কোথায় গেল? আমি বিশেষ-রূপে লক্ষ্য ক'রে দেখেছি, তুমি কেবল পুস্তকের পাতা উল্টাইয়া যাও, তোমার মন তখন কোথায় থাকে কে জানে? এতে তুমি ফেল্ হবে না তো কি হবে? সে দিন ছেলেরা সার্কাস দেখ্‌তে গেল, তোমাকে এত ডাক্‌লে, মাথা ধরার ভাণ ক'রে তুমি শুয়ে রইলে। তুমি কি কর দেখ্‌বার জন্য আমি ছেলেদের সঙ্গে না গিয়া গোপনে বাসায় রহিলাম। লুকিয়ে থেকে দেখিলাম, তুমি দুই হাতে মুখ ঢেকে গভীর চিন্তায় নিমগ্ন আছ। দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ শুন্‌তে পেলাম। একটু পরে যখন মুখের হাত সরালে, তখন দেখ্‌লাম, চোখের জলে তোমার গণ্ডস্থল ভেসে যাচ্ছে। এর কারণ কি ভাই? তোমার মনে কি একটা নূতন চিন্তা হ'য়েছে, আমায় বল্‌বে না?"

অজিত নীরবে অমরের কথা শুনিতেছিল। অমর এতগুলি কথা বলিল, অজিত একটীরও প্রতিবাদ না করিয়া নীরবে রহিল। অমরের কথা শেষ হইলেও সে কোন উত্তর দিল না। কিন্তু অমর দেখিল, তাহার মুখের ভাব নিতান্ত বিষণ্ণ, এবং নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ। অমর সস্নেহে অজিতকে আলিঙ্গন করিয়া বলিল, "চিন্তা কি ভাই! আমি তোমার বন্ধু, তোমার ভ্রাতা! তোমার মনে কি দুঃখ হয়েছে আমায় বল।"

এইবার অজিত কথা কহিল। বলিল,—"অমর! আজ আমায় ক্ষমা কর, ভাই! অভাগার দুঃখকাহিনী তোমাকে বই আর কা'কে বল্‌ব? কিন্তু আজ নয়, আর এক দিন বল্‌ব। এখন আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করো না, ভাই!—"

অমর কি বলিতে যাইতেছিল। এমন সময়ে বাহির হইতে কে তাহার নাম ধরিয়া ডাকিল। অমরনাথ চমকিয়া উঠিল। কারণ সে অকস্মাৎ পিতার উপস্থিতি কল্পনা করিতে পারে নাই। আবার শব্দ হইল, "অমর! অমরনাথ!"—চির-পরিচিত স্নেহময় স্বর শুনিয়া অমরনাথ ব্যগ্র হইয়া বাহিরে আসিল। অজিতকুমার তাহার অনুসরণ করিল।

(ক্রমশঃ)

৺উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজে প্রদত্ত উপদেশ।

বিশুদ্ধ যখন ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যে ব্রত হইয়াছেন, তখন তিনি কোন্ দিন কোথায় থাকেন, কি আহার করেন, কাহার সঙ্গে কোন্ স্থানে ফেরেন, কাহার নিকট কোন্ কথা বলেন, কিছুই ঠিক্ নাই, যেন ভূতগ্রস্ত ব্যক্তির মত ঘুরিয়া

বেড়াইতেছেন। একদিন একাকী পদব্রজে যুডিয়া হইতে ৩০।৪০ কোশ দূরবর্ত্তী গালিলি প্রদেশে চলিয়াছেন, পথে সামেরিয়া নামে একটী প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, তখন ঐ প্রদেশের সিখার নামক নগরে উপনীত। ক্লান্ত হইয়া এক কূপের ধারে বসিলেন, ইহার নাম জেকবের কূপ। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ ব্রহ্মবাদী আব্রাহামের পৌত্র জেকব ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই স্থানে এক সামেরীয় স্ত্রীলোক জল লইবার জন্য সেই সময় উপস্থিত হইলেন। এই স্ত্রীলোকটীর সহিত যিশুর ব্রহ্মজ্ঞানের অতি অপূর্ব্ব কথা হইল। যিশু প্রথমে তাহাকে বলিলেন, তুমি কূপ হইতে যে জল লইতে আসিয়াছ, ইহা পান করিলে আবার তৃষ্ণা পায়, কিন্তু আমি তোমাকে এমন জল দিতে পারি যে তাহা পান করিলে আর কখনও তৃষ্ণা হইবে না। স্ত্রীলোকটী তাঁহার কথায় অবাক্। কথায় কথায় ঈশ্বরোপাসনার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িল। স্ত্রীলোকটী বলিলেন—

Our fathers worshipped in the mountain and ye say that Jerusalem is the place where men ought to worship.

আমাদের পিতৃপুরুষেরা পর্ব্বতে ঈশ্বরের পূজা করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা (অর্থাৎ ইহুদীগণ) বল যে জেরুজালমই একমাত্র স্থান—যেখানে লোকে আসিয়া ঈশ্বরের পূজা করিবে।

Jesus saith unto her, woman believe me, the hour cometh, when ye shall neither in this mountain nor at Jerusalem worship the Father.

যিশু বলিলেন, রমণি! আমার কথায় বিশ্বাস কর, এমন সময় আসিতেছে যখন সেই পরম পিতাকে তোমরা আর এই পর্ব্বতেও পূজা করিবে না, জেরুজালমেও পূজা করিবে না।

তিনি আরও বলিতে লাগিলেন—

Ye worship ye know not what, we know what we worship.

But the hour cometh and now is, when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him.

God is spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth.

তোমরা যাহাকে পূজা কর, তোমরা জান না, আমরা যাঁহার পূজা করি, আমরা জানি।

কিন্তু সময় আসিতেছে এবং এখনই আসিয়াছে যখন প্রকৃত উপাসকেরা সেই পরম পিতাকে আধ্যাত্মিকভাবে ও সত্য ভাবে পূজা করিবে, কারণ পিতার যত ইচ্ছা এইরূপ ব্যক্তিরাই তাঁহার পূজা করে।

ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ এবং যাহারা তাঁহাকে

পূজা করে, তাহাদিগকে সাধ্যযোগে ও সত্যভাবে তাঁহার পূজা করিতে হইবে। বর্ণিত আছে, ইহার পরে স্ত্রীলোকটী জলের কলস ফেলিয়া নগরে বলিতে গেল যে, একজন আশ্চর্য্য লোক আশ্চর্য্য ধর্ম্মের কথা প্রকাশ করিতেছেন।

সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরের পূজাতত্ত্ব এই কয়েকটী কথার ভিতরে কেমন সুন্দররূপে নিহিত রহিয়াছে! স্ত্রীলোকটীর পূজার জ্ঞান কি এবং যিশুর পূজার জ্ঞান কি, তুলনা করিলে কি মর্ত্ত্য ও স্বর্গের প্রভেদ দেখা যায় না? সামেরীয়েরা অজ্ঞোপাসক ছিল, একটী পর্ব্বতে তাহাদের দেবতার মূর্ত্তি করিয়া সেখানে বাহ্য উপচার ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দিয়া তাহার পূজা করিত। ইহুদীদিগের মতে জেরুজালেম তাহাদের পবিত্র তীর্থস্থান, তথায় ঈশ্বর-পূজার মন্দির আছে, তথায় উপাসনার বিধি, ইহাই বা কেমন বিধি, স্ত্রীলোকটী যিশুকে জিজ্ঞাসা করিলেন। কিন্তু যিশু জেরুজালেমের সে পূজাও প্রকৃষ্ট পূজা বলিয়া স্বীকার করিলেন না। তিনি বলিলেন সময় আসিতেছে যখন পর্ব্বতে ও জেরুজালেমে ঈশ্বরের পূজা হইবে না, ইহুদীদের পুণ্য তীর্থ জেরুজালেমেও তাঁহার পূজা আবদ্ধ থাকিবে না। তবে কোথায় কি ভাবে তাঁহার পূজা হইবে? ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী, চেতন আত্মা, তাঁহার প্রকৃষ্ট উপাসকেরা স্থাননির্ব্বিশেষে সচেতনে, সত্যভাবে ও আধ্যাত্মিক ভাবে তাঁহার উপাসনা করিবে। পরমেশ্বর এইরূপ উপাসনাতেই পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। যিশুখৃষ্ট স্বয়ং এই উপাসনায় দীক্ষিত, সুতরাং তিনি বলিলেন, এই প্রকৃত উপাসনার সময় "আসিতেছে কেবল নয়, কিন্তু সে সময় আসিয়াছে।

এই আখ্যায়িকাটীর আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা পাঁচটী আলোচ্য বিষয় দেখিতে পাই।

(১) ঈশ্বরকে না জানিয়া পূজা করা—"তোমরা জান না তোমরা কাহাকে পূজা কর"।

(২) ঈশ্বরকে জানিয়া পূজা করা—"আমরা জানি আমরা কাহাকে পূজা করি।"

(৩) ঈশ্বরকে সত্যভাবে পূজা করা, মিথ্যাভাবে নয়।

(৪) ঈশ্বরকে আত্মা দ্বারা আধ্যাত্মিক ভাবে পূজা করা।

(৫) প্রকৃত উপাসক দ্বারা তাঁহার পূজা সুসম্পন্ন হয়, ঈশ্বর ইহা দেখিতে চান।

(৬) সামান্য স্ত্রীলোকের নিকট ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রচার এবং তাহাতে তাঁহার দিব্য জ্ঞান হয়।

১। না জানিয়া ঈশ্বরকে পূজা করা। ঈশ্বরের পূজা মানবের পক্ষে স্বাভাবিক। এমন দেশ নাই, মহা অসভ্য নিতান্ত বর্ব্বর এমন জাতি নাই, যাহার মধ্যে ঈশ্বরের পূজা কোন না কোনও প্রকারে হইতেছে। কিন্তু ঈশ্বর কি বস্তু, তাহা বুঝিয়া কি সকলে তাঁহার পূজা করিতেছে? কেহ

জড়বস্তু, কেহ বৃক্ষ, কেহ বা হস্তগঠিত বা মনঃকল্পিত মূর্ত্তিকে ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করিতেছে। যিনি অজড়, অপরীরী, জন্ম-মৃত্যু-রাহিত্য নিত্য, সত্য, সনাতন, মানব তাঁহাতে জড়ত্ব, শরীর-ধর্ম্ম, বিকার, পরিবর্ত্তন, মৃত্যু, ভ্রম, প্রমাদ দুর্ব্বলতা ও অপবিত্র ভাব আরোপ করিতেছে।

২। ঈশ্বরকে জানিয়া পূজা কর।

প্রাচীন ঋগ্বেদে উক্ত আছে—

ন তং বিদথ য ইমা জজানান্যদ্
যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যয়োক্থ
উক্থশাসশ্চরন্তি॥

হে মানবগণ! তাঁহাকে জানিলে না, যিনি এই বিশ্বভুবন উৎপন্ন করিয়াছেন। অজ্ঞানতারূপ নীহারে আবৃত হইয়া, বৃথা কল্পনাতে প্রবৃত্ত হইয়া, ইন্দ্রিয়সুখে বিমোহিত হইয়া, বাগ্‌যজ্ঞ বাহ্য আড়ম্বরে সময় অতিবাহিত করিয়া যখন পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতেছ, তখন তাঁহাকে কি প্রকারে জানিবে?

ঈশ্বর অনন্তস্বরূপ, তাঁহাকে কেহ জানিয়া শেষ করিতে পারে না, কিন্তু তিনি যেরূপ কালে পরিচ্ছিন্ন পরিমিত কোন বস্তু নন, তিনি এক অনাদি, অনন্ত, অখণ্ড, পরিপূর্ণ, সচ্চিদানন্দ, পরমপুরুষ, পরমাত্মা, এই যে তাঁহার জ্ঞান ইহাই সত্যজ্ঞান, কেন না সকল দিব্যজ্ঞানপ্রাপ্ত সাধকেরা তাঁহার এই স্বরূপ জানিয়াছেন। তাঁহারা যেমন বলিতেছেন, আমরা যাঁহাকে পূজা করি, তাঁহাকে জানি। প্রাচীন ঋষি দিব্য জ্ঞানে উজ্জ্বল হইয়া মুক্তপ্রাণে বলিতেছেন—

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা আ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ।
বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

হে দিব্যধামবাসি অমৃতের পুত্রগণ শ্রবণ কর, আমি অজ্ঞানান্ধকারের পরপারস্থ পরমজ্যোতি এই মহান্ পুরুষকে জানিয়াছি। তাঁহাকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম করে, অমৃত লাভের আর দ্বিতীয় উপায় নাই।

আমাদের পূজ্যপাদ মহর্ষি বর্ত্তমান যুগে বলিয়াছেন—"এই অন্তর্যামী অমৃত পুরুষ সকলের আত্মাতে সংস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছেন, বাহিরে হস্ত দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করা যায় না, কিন্তু অন্তরে আত্মা দ্বারা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারি। তাইরে! ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুমাত্র নশ্বর, অবিনাশী ঈশ্বর নহে। ঈশ্বর কেবল আত্মার গ্রাহ্য প্রাণের দ্বারা বেদ্য।

৩। ঈশ্বরকে মিথ্যাভাবে পূজা কর। পূজা করাই বা কি? যে পূজা করে সে যদি পূজা করে—সমুদায় মনঃপ্রাণের সহিত পূজা না করে, সেও মিথ্যাভাবে। তদ্ভিন্ন কল্পনা দ্বারা তাঁহার পূজা করাও মিথ্যা ভাবে পূজা করা। যাঁহার রূপ নাই, তাঁহার রূপের কল্পনা করা, যাঁর তুলনা নাই, নিজে নিজের তুলনা, তাঁহার প্রতিমা নির্ম্মাণ করা, এও মিথ্যা

এই আখ্যায়িকা হইতে কয়েকটী আলোচ্য বিষয় প্রাপ্ত হওয়া যায় :—

(১) ঈশ্বরকে না জানিয়া পূজা করা—তোমরা জান না তোমরা কাহাকে পূজা কর।

(২) ঈশ্বরকে জানিয়া পূজা করা—আমরা জানি আমরা কাহার পূজা করি।

(৩) ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, প্রাণযোগে ও সত্যভাবে তাঁহার পূজা করা।

(৪) ঈশ্বর তাঁহার প্রকৃত উপাসকদিগকে অন্বেষণ করিয়া থাকেন।

১। ঈশ্বর-পূজা সর্ব্বদেশে ও সর্ব্বকালে হইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞানতা প্রযুক্ত মনুষ্য জড়, উদ্ভিদ্, পশু, পক্ষী ও মানব এই সকল সৃষ্ট বস্তুকে ঈশ্বর বলিয়া পূজা করে। ঈশ্বরে জন্ম, মৃত্যু, রোগ, শোক, ভ্রম, প্রমাদ, ও দুর্ব্বলতা প্রভৃতি মানবীয় ধর্ম্ম আরোপ করে। তাঁহার ক্রোধশান্তি বা প্রসন্নতা সাধনের জন্য কত মিথ্যা চেষ্টা করে এবং দেশে ও কালে তাঁহাকে পরিচ্ছিন্ন করে।

গীতায় আছে—

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমং ॥

অল্পবুদ্ধি মানবগণ আমার নিত্য সর্ব্বোত্তম পরম স্বরূপ না জানিয়া মায়াতীত আমাকে ব্যক্তিসম্পন্ন, অর্থাৎ মনুষ্য মূর্ত্তি প্রাপ্ত মনে করে।

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি—

অজ্ঞান লোকের পূজার উদ্দেশ্য ও ফল কামনা ঈশ্বর প্রাপ্তি নয়। এই জন্য জ্ঞান হইলে তাহাদিগকে ব্যাসদেবের মত ক্ষমা চাহিতে হয়—ক্ষমঃ রূপবিবর্জিতস্য ভবতো।

২। ঈশ্বরকে বিশ্বাসীরা জানিয়াছেন। প্রাচীন কবির উক্তি—পৃষ্ঠস্থ বিশ্বে— ।

৩। ঈশ্বর প্রাণস্বরূপ, প্রাণযোগে ও স্বভাবে তাঁহার পূজা।

প্রাণের পূজা প্রাণমন্দিরে, আত্মা তাহার আসন, আত্মচৈতন্য তাহার দীপ, আত্মার প্রীতি তাহার পুষ্পাঞ্জলি, বিশ্ববলি তাহার আত্মসমর্পণ। সত্যভাবে পূজায় কল্পনা নাই, সে পূজায় দেবতার সঙ্গে আত্মার আত্মার মিলন।

৪। ঈশ্বরপ্রেম তাঁর মানবাত্মার সৃষ্টির উদ্দেশ্য, প্রেমের লীলা করা আর কাহারও দ্বারা হয় না, কেবল ভক্ত দ্বারা। প্রত্যেকের প্রাণে তিনি একা বসিয়া আছেন, তাঁহার সঙ্গে যার মিলন হয় সে মনুষ্যে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নূতন ভাইস চ্যান্সেলার—বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার মাননীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কার্য্যকাল শেষ হওয়ায়, ২৮শে মার্চ্চ কনভোকেশনের পর হইতে তৎস্থানে ডাক্তার দেব প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়

নূতন ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইয়াছেন। আমরা আশা করি আশু বাবুর ন্যায় ইঁহার কার্য্যকালেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর শ্রীবৃদ্ধি হইবে।

বরদারাজ্যের নূতন দেওয়ান—বরোদা রাজ্যের দেওয়ান মিঃ বি. এল, গুপ্ত সি. এস্, আই, মহোদয়, নূতন দেওয়ান মিঃ সিঃ মাধব রাও, সি, আই, ই, মহাশয়কে কার্য্যভার বুঝাইয়া দিয়া মহারাজা গাইকবাড়ের সহিত ইউরোপ যাত্রা করিবেন।

সেভিংস ব্যাঙ্কে নূতন নিয়ম—আগামী ১লা এপ্রেল হইতে পোষ্ট আফিস সংক্রান্ত সেভিংস ব্যাঙ্কের নূতন নিয়ম প্রচলিত হইবে। বৎসরে ৫০০ পাঁচ শত টাকার পরিবর্ত্তে ৭৫০ সাত শত পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত নূতন আমানত এবং মোট ২০০০ দুই সহস্র টাকার পরিবর্ত্তে ৫০০০ পাঁচ সহস্র টাকা পর্য্যন্ত জমা করা যাইবে। অপ্রাপ্তবয়স্কদিগের জন্য ১০০০ টাকার অধিক জমা রাখা যাইবে না।

স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার—আগামী বৎসরে স্ত্রীশিক্ষার জন্য ২,৪৪০০০ টাকা ব্যয় করা হইবে। তন্মধ্যে ৩২,৪৩৫ টাকা ইনস্পেক্ট্রেস নিয়োগে, ৫৮০০ শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত, ২১০০০ অতিরিক্ত বৃত্তি, ১১৭০০ অন্তঃপুর শিক্ষা, ২৫৪০০ হাই স্কুল, ৩৬০০ প্রাইমারি স্কুল, ৬৭২০ সেলাই ও কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষা, ১০০০০ মুসলমান বালিকাদের শিক্ষার জন্য ব্যয় করা হইবে এবং ১৩১৪৫ টাকা মজুত থাকিবে।

স্ত্রীশিক্ষা পর্য্যবেক্ষণের জন্য ৫জন নূতন আসিষ্টাণ্ট ইনস্পেক্ট্রেস নিযুক্ত করা হইবে। তাঁহাদের একজন কলিকাতার জন্য ও এক জন অন্তঃপুরস্থ ও মুসলমান বালিকাদিগের শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শনের জন্য নিযুক্ত হইবেন। ইনস্পেক্ট্রেসদিগের আসবাব, তাঁহাদের ভ্রমণব্যয় ও সঙ্গের লোকের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হইবে।

লেডী হার্ডিঞ্জের স্বদেশযাত্রা—লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া ২১শে মার্চ্চ "ম্যাসিডোনিয়া" নামক জাহাজে স্বদেশযাত্রা করিয়াছেন। আমরা তাঁহার নির্ব্বিঘ্নে গৃহে প্রত্যাগমন কামনা করি।

শারীরিক শক্তি প্রদর্শন—আগামী বর্ষে ইউরোপের বার্লিন নগরে জগতের সমস্ত জাতির শারীরিক শক্তির পরীক্ষা হইবে।

লেডী হার্ডিঞ্জের ন্যায় বিচার—সম্মাননীয়া লেডী হার্ডিঞ্জের চেষ্টায় "স্ত্রীলোকদিগের মেডিকেল সার্ব্বিস" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, কেহ কেহ ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে, ইংলণ্ড স্কটলণ্ড ও আয়র্লণ্ডের মেডিকেল কলেজ হইতে যাঁহারা পরীক্ষোত্তীর্ণ হন নাই, তাঁহারা ঐ কর্ম্ম পাইবেন না। কিন্তু লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া এই নির্দ্ধারণ করিয়াছেন যে, ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যে সকল মহিলা এম্, এম, এস, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবেন, তাঁহারাও ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ভারতবর্ষীয় বালিকার সম্মানের

সহিত কৃতকার্য্যতা—ডাক্তার ইউ. ব্যানর্জ্জির কন্যা কুমারী উমা ব্যানর্জ্জি অনারে ফ্রেঞ্চ এবং গণিতে কেম্ব্রিজ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উচ্চ সম্মানের সহিত উত্তীর্ণা হইয়াছেন।

ডাক ও তার বিভাগ—বর্ত্তমান সময়ে ডাক ও তার বিভাগের কার্য্য সতন্ত্র ভাবে চলিতেছে। ১লা এপ্রেল হইতে ডাক ও তার বিভাগের কার্য্য একত্র হইবে।

বীর কুমারী—কুমারী তারা বাই এর জন্মস্থান রাজপুতানার অন্তর্গত বন্দাকুই। ৬ বৎসর বয়সের সময় সে তাহার ভগ্নী ও অন্যান্য আত্মীয় স্বজনের সহিত রাজপুতানা ত্যাগ করিয়া বম্বায়ে গমন করে এবং সেইখানেই বসবাস করিতে আরম্ভ করে। তারা বাই উফতের উপর সকাণ্ড পাগর রাখিয়া তাহা ভাঙ্গিতে পারে। তাহার বুকের উপর দিয়া বোঝাই গাড়ী চলিয়া গেলেও তাহার কোন ক্লেশ হয় না। সে মাথার চুলের সহিত বোঝাই গাড়ী বাঁধিয়া তাহা টানিয়া লইয়া যাইতে পারে। যদি খুব বড় বোঝাই গাড়ীর অগ্রভাগে সুতীক্ষ্ণ বর্শা বাঁধিয়া দেওয়া হয়, তারা বাই বর্শার অগ্রভাগে কপাল লাগাইয়া গাড়ী ঠেলিয়া লইয়া যায়। তারা বাই শারীরিক বলের এইরূপ অনেক পরিচয় প্রদান করিতেছে।

নিভাননীর আত্মবিসর্জ্জন।

বেদবিধি গেছে ভারত ছাড়িয়া
নাহি ভারতের সমাজবন্ধন,
ধর্ম্মকর্ম্ম লোপ ভারত জুড়িয়া
শাস্ত্র-আজ্ঞা কেহ করে না পালন।
স্বেচ্ছাচারী সবে পাশ্চাত্য শিক্ষায়
পাশ্চাত্যের ভাবে সবাই বিভোর,
পশ্চাতে কি হবে না ভাবিয়া তায়
স্বধর্ম্মের ভাব করিয়াছে দূর।
শাস্ত্র আন্দোলন ভারতে যেমন
ছিল বেদ বিধি যত দরশন,
কোথাও তেমন নাহিক ছিল।
ভারতনীতি, ভারতের কথা
পালিত সকলে এই ছিল প্রথা।
ভারতবাসীর যে আদর্শ ছিল।
সেই ভারতের গিয়াছে সকল
সমাজের দোষে জ্বালায়ে অনল
করিছে বালিকা মরণ সফল
না জানি আর কত দেখিতে হবে।
সামাজিক ব্যাধি বর-পণ দায়
তাহ'তে উদ্ধারি তার বাপ মায়
জ্বালায়ে অনল আপনার গায়
গেল স্নেহলতা অমরার কোলে।
বিবাহের পরে শ্বশুর শাশুড়ী
দানান্তে দক্ষিণা আরো দাবি করি
বিদেছিল বধূ বৈবাহিক বাড়ী
মরিল যুবতী আশুন (ই) জ্বেলে।

আবারও সেদিন আগুন ধরাছে,
মক্কেনিভাননী বর্ষীয়সী মেয়ে.
উঠিল কি রোগ সংক্রামক হয়ে
বাঙ্গালী কুমারী হ'বে কি শেষ?
হে অন্ধ সমাজ বলি হে তোমারে,
এই যে আগুনে বালিকারা মরে
তাহারে দেখিয়া হৃদয়ভিতরে
হতেছে কি কোন ব্যথা মমতার?
এখনও সময় থাকিতে থাকিতে
প্রতীকার-পন্থা করহ স্থিরিতে
নতুবা জেন হে দেখিতে দেখিতে
কত অগ্নি জিহ্বা হইবে বিস্তার।
ওহে বর-পিতা আত্মীয়-স্বজন
কেন মোহে সবে হইয়া মগন
অর্থগ্রাহী হ'য়ে বলিকা-জীবন
বধিয়া লভিছ পরম কৌতুক?
ছাড়ি ছার অর্থলালসা প্রবল,
নির্ব্বাপিত কর উদ্দীপ্ত অনল,
হিন্দুশাস্ত্র-বিধি মানিয়া কেবল
"পঞ্চ ছরিতকী" লহরে যৌতুক।
আছে হিন্দুশাস্ত্রে অতি সুবিধান
পঞ্চ ছরিতকী দিয়া কন্যাদান
মানিয়া সে বিধি রাখহে সম্মান
কলঙ্কের কালী মুছিয়া ফেল।
যাহাদের কার্য্যে নারীহত্যা হয়,
এ পাপের ভাগী তারাই নিশ্চয়,
এ পাপের ফলে না জানি কি হয়,
বাঙ্গালা বুঝি ডুবিয়ে গেল।

৫

আগুনে পুড়িয়া মরা
নহে গো নূতন,
এ দৃষ্টান্ত এ দেশের
অতি পুরাতন;
এ জাতির কত নারী
বক্ষিতে আপন,
আগুনে দিয়াছে ঢালি
সাধের জীবন।
তাহ'তে গৌরব বেশী
থাকিয়া কুমারী,
দেখাও পুরুষগণে
বাঙ্গালার নারী।
নারী বিনা পুরুষের
চলে না সংসার,
দুর্ব্বহ সংসার ভার
দুঃখের আগার।
হেন নারী প্রতি ঘৃণা
অর্থের কারণ
অর্থগ্রাহী জনে তারা
করে না গ্রহণ।
আত্মহত্যা অপমৃত্যু
শাস্ত্রে মহাপাপ
এ কর্ম্মের ফল শেষে
হতে পারে তাপ।
অতএব হেন কর্ম্ম
কর পরিহরে
আত্মহত্যা মহাপাপ
করিও না আর।
চির-কুমারীর ব্রত
করিয়া গ্রহণ
দেখাও পুরুষগণে
অবলা কেমন।

শ্রীমতী ষোড়শী বালা।

বঙ্গের প্রাচীন কবি ও লেখকগণ।

আজ আমরা বঙ্গের প্রাচীন কবিগণের জীবনী যতদূর সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা পাঠক পাঠিকাগণের করকমলে উপহারস্বরূপ প্রদান করিতেছি। পূর্ব্বে আমাদের দেশে সংস্কৃত, হিন্দি, আরবী, পারসী প্রভৃতি ভাষা ব্যবহার হইত এবং বঙ্গীয় কবিগণ তাহা কবিতার সঙ্গে ব্যবহার করিতেন। এখন যেরূপ ইংরাজী ভাষার প্রচলন হইয়াছে এবং কবিতা, গল্প ইত্যাদিতে ইংরাজী কথা ব্যবহার করা হয়, তখন সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন রাজার সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষার কথা ব্যবহার প্রচলন ছিল। এক্ষণে আমরা যে কবিদের জীবনী সংগ্রহ করিয়াছি, তাহার মধ্যে (১ম) ঈশান নাগর, (২য়) ব্রজমোহন, (৩য়) বিষ্ণুচন্দ্র, (৪র্থ) নীলরতন হালদার, (৫ম) রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্যামাচরণ দ্বিজ এবং (৬ষ্ঠ) মোনহর দাস, রামনারায়ণ ঘোষ ও যাদবেন্দু বৈরাগী প্রভৃতি কয় জনের মাত্র জীবনী সংগৃহীত হইয়াছে।

ঈশান নাগর।

ইনি ১৪১৫ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। ঈশানের বয়স যখন পঞ্চ বৎসর, তখন অদ্বৈত প্রভু তাহাকে মন্ত্রদান করেন। ইনি একজন কবি বলিয়া খ্যাত। ৭০ বৎসর বয়সের উর্দ্ধেও ইনি "শ্রীঅদ্বৈত প্রকাশ" নামক গ্রন্থ রচনা করেন।

গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, ১৪৯০ খৃষ্টাব্দে লাউড় গ্রামে তিনি উহা সমাপ্ত করেন, অতএব সম্ভবতঃ ঐ লাউড় গ্রামই গ্রন্থকারের বাসস্থান হইবে। আমরা তাঁহার বিরচিত কবিতাটী উদ্ধৃত করিলাম।

"চৌদ্দ শত নবতি শকাব্দ পরমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড়গ্রামে॥"

ঢাকা উথালি নিবাসী শ্রীযুক্ত ঈশানাথ গোস্বামী মহাশয় বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া লাউড় হইতে হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ করেন ও বহুযত্নে সংশোধনানন্তর উক্ত গ্রন্থ প্রকাশন করিয়াছেন। (এডুকেশন গেজেট ১৩০৫, বৈশাখ)

ব্রজমোহন রায়। (পাঁচালিওয়ালা)

ব্রজমোহন রায়, হুগলী জেলার অন্তঃপাতী বলাগড় থানার অধীন চাঁদড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। রায় মহাশয় প্রথম পাঁচালীর দল গঠন করেন এবং প্রথম নদীয়া জেলার রাণাঘাট মহকুমার অধীন নওপাড়া (নপাড়া) গ্রামে ৺ মাধব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে গান করিয়া যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেন। উহার পরই রায় মহাশয়ের ও তাঁহার পাঁচালীর দলের যথেষ্ট পসার ও প্রতিপত্তি হয়।

চিরদিন সমান যায় না, কালক্রমে ইঁহারই দলের লোকেরাই পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র যাত্রা দল করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। এক সময়ে বঙ্গদেশে রায় মহাশয়ের

যাত্রার দলের সুনাম ছিল, তাঁহার রচিত পুরাতন-গান শুনিয়া লোকে শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর গোপীমোহন দাস মহাশয়ও একজন সুপ্রসিদ্ধ বাদক ছিলেন। দাস মহাশয়ের মৃত্যুর পর গোপীমোহন কিছু দিন দাস মহাশয়ের যাত্রার দল চালাইয়াছিলেন, কিন্তু সুবিধা করিতে না পারিয়া পরিশেষে দল ছাড়িয়া দেন। বঙ্গবাসী তাঁহার রচিত পুঁথি ক্রয় করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী।

ইনি আদি ব্রাহ্মসমাজের একজন সুপ্রসিদ্ধ গায়ক ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক সঙ্গীতাধ্যাপক ছিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় ৮১ বৎসর হইল ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, আমরা শুধু তাঁহার নাম মাত্র স্মরণ রাখিয়াছি, তাহাও অধিক দিন পারিব কি না বলিতে পারি না। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়স ৯০ বৎসরের অধিক হইয়াছিল।

চক্রবর্ত্তী মহাশয় যেমন সুগায়ক, তেমনি অমিতভাষী, বিনয়ী ও সৌজন্যের আধার ছিলেন। মহর্ষির ভবনে ইঁহার যথেষ্ট আদর ও প্রতিপত্তি ছিল। সকলেই ইঁহাকে প্রকৃত গুরুতুল্য ভক্তি করিতেন। সুকবি রবীন্দ্র নাথ প্রভৃতি ইঁহার শিষ্য। চক্রবর্ত্তী মহাশয় যশোহর জেলার কোন প্রসিদ্ধ গ্রামে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার আদি নিবাস যশোহর জেলায় হইলেও, শিক্ষা, দীক্ষা এই কলিকাতা মহানগরীতে হইয়াছিল। বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত বিষয়ে বিষ্ণুচন্দ্রের অতিশয় আসক্তি ছিল এবং তাহারই ফলে কালে উক্ত বিদ্যায় কৃতিত্ব লাভ করিয়া তিনি চিরজীবন সঙ্গীতশাস্ত্রের আলাপনে অতিবাহিত করেন। তিনি একবার বিষ্ণু চন্দ্রের পদ্মমার্থবিষয়ক সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আদি নিবাস যশোহর জেলায় হইলেও তিনি বাল্যকাল হইতেই কলিকাতায় বাস করিতেন। সম্ভবতঃ কলিকাতায় তাঁহার পাঠারম্ভ হয়। তিনি এখনকার উচ্চ ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত না হইলেও বাঙ্গালা ভাষায় তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। সঙ্গীতশাস্ত্রে সাফল্য লাভের পর তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের চেষ্টায় আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রধান গায়ক, ও তদীয় সুযোগ্য পুত্র দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুরের উদ্যোগে তাঁহাদিগের পারিবারিক সঙ্গীতশিক্ষকরূপে নিযুক্ত হইয়া শেষ বয়স পর্য্যন্ত ঐ কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এই সূত্রে চক্রবর্ত্তী মহাশয় দক্ষিণপাড়ার নিজ বিতল ভবনে বাস করিতেন। যথাকালে বিষ্ণু চন্দ্র নিজকার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরবাটী হইতে মাসহারা প্রাপ্ত হইয়া তদীয় নাগরিক ভবন হইতে দূরে হালিসহর-কুমারহট্টের গঙ্গাতীরস্থ ভবনে কয়েক বৎসর বাস করেন। বিষ্ণু চন্দ্রের সন্তান সন্ততি কিছুই হয় নাই। কুমারহট্ট

তখনে তদীয় ভ্রাতৃকের সন্তান সন্ততি লইয়া স্ত্রী-পুরুষে কয়েক বৎসর পরম সুখে অতিবাহিত করেন। এই সময় তাঁহার শিষ্য-মণ্ডলী মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিয়া যাইতেন। কয়েক বৎসর হইল বিষ্ণুচন্দ্র নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া অমর ধামে চলিয়া গিয়াছেন। আমরা শুনিয়াছি, চক্রবর্ত্তী মহাশয় পরমার্থ বিষয়ে অনেকগুলি সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমরা সে গুলি সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। ১৩১৪ সালের ফাল্গুন মাসে, ষষ্টিতম বৎসরের ঊর্দ্ধ বয়সে বিষ্ণুচন্দ্রের পত্নী শ্যামাসুন্দরী দেবীও ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন।

নীলরতন্ হালদার।

ইনি "কবিতা রত্নাকর" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইংরাজী ১৮৩০ সালে শ্রীরামপুর হইতে এই গ্রন্থের ২য় সংস্করণ বাহির হয়। গ্রন্থে ২০৩টী মূল সংস্কৃত শ্লোকবাক্য এবং তাহাদের ইংরাজী ও বাঙ্গালা অনুবাদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। আমরা গ্রন্থের ভূমিকা হইতে গ্রন্থকারের ভাষা ও লিখনপ্রণালীর কিঞ্চিৎ নমুনা অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"নিরঞ্জন জগদ্গুরু পুরন্দরাদি বৃন্দারক বৃন্দ বন্দিত প্রসিদ্ধ সিদ্ধ শুদ্ধান্তঃকরণ বিরাজিত সর্ব্বসিদ্ধি প্রদায়ক চরণ পরাগ হইয়া কবিবাক্যরসাস্বাদনে রসজ্ঞ অথচ তৎপ্রাপ্য যাদৃ গুণজ্ঞ বিজ্ঞ মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন। ঐতদ্দেশে যিনিষ্টে নিষ্টানুনিষ্টে লোকের সম্প্রদায় সাম্প্রদায়িকমতে সাধুভাষায় কথোপকথন এবং সকলের সভা শোভা তথা স্বকার্য্যার্থ সংস্কৃত শ্লোকের উদাহরণপরম্পরা সিদ্ধ রূপা আছে কিন্তু সংক্ষিপ্তসার মতে অনেক প্রাচীন কবিতা অবিকল কবিত্ব না হইয়া স্বস্বরূপে বিপাদ কিম্বা একপাদ মহাজন গৃহীত ও সর্ব্বত্র চলিত হওনে তত্তৎ শ্লোকের সম্পূর্ণাসম্পূর্ণ তত্ত্বপাদ ও অন্বয়বৎ অচল হইয়াছে প্রস্তাব প্রসঙ্গ উপস্থিতকালে অবিকল সকলে কহিতে সমর্থ হয় না পণ্ডিতের অগোচর কি যে হেতুক বহুলকাল ঐ সকল প্রচলিত পদের একাদশ সর্ব্বসাধারণে ব্যবহার হওনে তত্তৎ কবিতার পূর্ব্বদেশ অনুদেশ এবং তাহার উদ্দেশ ও নির্দ্দেশ কেহ আলক্ষ করিয়া করেন নাই।' পাঠকগণ! দেখিবেন উদ্ধৃত অংশ মধ্যে কোনও স্থানে ছেদ বা বিরামাদির চিহ্ন কিছুই নাই। এই পুস্তকে গ্রন্থকারের জীবনী প্রবৃত্তি কিছুই নাই।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।

ইনি শিবায়ন ও সত্যনারায়ণ গ্রন্থ রচনা করেন। ইনি স্বীয় জন্মস্থান সম্বন্ধে এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন :—

"পরে সভাপীর বন্দি করে বিজরাম
সাকিম বরদাগাটী বহুপুর গ্রাম।"

রামেশ্বরী সত্যনারায়ণ।

আমরা তাঁহার লিখিত সত্যনারায়ণ সম্বন্ধে কয়েকটী বাঙ্গলা ও হিন্দী কবিতা দ্বারা তাঁহার কবিত্বের কিছু পরিচয় দিতে উৎসুক হইয়াছি। পাঠকগণ! তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করুন।

"জয় জয় সত্যপীর সনাতন ধর্ম্মগীর
দেবদেব জগতের নাথ।
কে জানে তোমার তত্ত্ব, তুমি ব্রহ্ম তুমি সত্য
তোমার চরণে প্রণিপাত।
সর্ব্বভূতে সর্ব্বময়, চারি চরাচরে কয়
চক্রচূড় চিত্তে চিন্তামণি।
পূর্ব্বে ধরে দশমূর্ত্তি, করিলে আপন কীর্ত্তি
সত্যপীর হইলে ইথানা।
হর হরশনে কয়, ব্রহ্মা বিষ্ণু দুই নয়
অঙ্গ অঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন নাম।
কলিতে যবন দুষ্ট, হিন্দুয়ে করিতে নষ্ট
দেখিয়া রহিম হইল রাম।"

হিন্দীর নমুনা—

"কপটে কল্পতরু দ্বিজে কন যাওয়া।
দুই তুকা ফকির হোয় লাগে মোর যোওয়া।
তেঁই যাবা বক্তার বর্ণা দেখা তুরে,
মেজি তুকা ফকির খেলাও কুচ মুরে।"

পুস্তকের শেষাংশ—

"এমতি অপার তব মহিমাসাগর,
কি বলিতে জানি প্রভু আমি মূর্খ নর
আপনি করিলে নাথ আপন কীর্ত্তন।
ক্ষম অপরাধ মোহি চরণে শরণ।
গ্রন্থ সাঙ্গ হইল এবে দ্বিজচিন্ত রাম।
সবে হরিধ্বনি বল মজুরা সেলাম।"

শ্যামাচরণ দ্বিজ।

কবি শ্যামাচরণ নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ্ গোপাল ভাঁড়ের নানাবিধ কৌতুক সংগ্রহ করিয়া 'কৌতুক নিবাস' গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া বঙ্গবাসী মধ্যকালের পদ্য সাহিত্য রক্ষণাবেক্ষণের চেষ্টা করিয়াছেন।

শঙ্করাচার্য্য।

ইনি সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন আর কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন সন্ধান আমাদের হস্তগত হয় নাই। এই গ্রন্থ ঘটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা মুদ্রিত গ্রন্থের কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

নমঃ সত্য নারায়ণ করিয়া বন্দন
ক্রমে ক্রমে বন্দিলাম সর্ব্বদেবগণ।
কলিযুগে নারায়ণ পূজার কারণ
অধিষ্ঠান হইলেন পৃথিবী ভুবন।
দরিদ্র ব্রাহ্মণ এক ছিল মথুরায়।
না জানে সুখের লেশ দুঃখে কাল যায়।
এক দিন সেই দ্বিজ ভ্রমিয়া নগর
কিছু না পাইয়া ভিক্ষা হইল কাতর।
বৃক্ষতলে বসিলেন বিরস বদনে
কতক্ষণ কান্দিলেন দুঃখ ভাবি মনে।
দয়ালু হইয়া মনে সত্যনারায়ণ
ফকিরের বেশেতে দিলেন দরশন।"

মনোহর দাস।

ইনি "অনুরাগ বল্লী" নামক বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থ অমৃতবাজার পত্রিকা আফিস হইতে প্রচারিত হইয়াছে।

রামনারায়ণ ঘোষ।

কবি রামনারায়ণ পয়ার ছন্দে "বৈষ্ণব কাব্য" রচনা করেন। রামনারায়ণের নলদময়ন্তী কোন কোন অংশে কাশীরামের নলদময়ন্তী অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

যাদবেন্দুদাস বৈরাগী।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী সমুদ্রগড় থানার অন্তর্গত পাঁচরকী গ্রামে বৈরাগী মহাশয় বাস করেন। বৈরাগী মহাশয় বাউল-সম্প্রদায়-ভুক্ত। ইনি যৌবনের প্রারম্ভেই বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ইঁহার গুরুদেবের নাম কুবের চন্দ্র গোস্বামী। গুরুদেবের নাম চিরস্মরণীয় করিবার অভিপ্রায়ে বৈরাগী মহাশয় ইঁহার প্রত্যেক গানে, অগ্রে গুরুদেবের নাম সংযোজিত করিয়া শেষে নিজ নামের ভনিতা দিয়াছেন। ইনি নিজে একজন সুগায়ক। প্রতি বৎসর মাঘী পূর্ণিমার পর শ্রীপাট বাঘনাপাড়ার মহোৎসবে ইনি শিষ্যবর্গাদি সমভিব্যাহারে বাঘনাপাড়ায় উপস্থিত থাকেন, তৎকালে শ্রীশ্রী৺বলরামদেবের মন্দিরে ইঁহার সঙ্গীত শ্রবণে সকল শ্রোতা মুগ্ধ হন। ইনি নানা বিষয়ক বহু সহস্র সঙ্গীত রচনা করিয়াছেন। ইঁহাকে যে ভাবের গান রচনা করিতে বলা যায়, ইনি সেই ভাবের সঙ্গীত রচনা করিতে সমর্থ। ইঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি খাতাপত্রে সযত্নে রক্ষিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে বৈরাগী মহাশয়ের বয়স পঞ্চাশের অধিক হইয়াছে। নিম্নে যাদবেন্দুর একটী সঙ্গীত প্রদত্ত হইল :—

বাউল সুর।

এসে ভবের হাটে ঘটেছে তোর বিষম জ্বালা।
সঙ্গদোষে রঙ্গরসে কাটিয়েছ রে পুঁজি পাটা।
পুঁজি দিবে গৌরহরি, কপটে তুমি দোকানদারি,
যাবার আর নাইকো দেরী বেশ করে বুঝ সেটা,
বাজারে দিন বয়ে গেছে, কি আশা কর মিছে,
জগৎ অন্ধকার হ'য়েছে, শমন ঘুরেছে শোটা।
গৌর কিছু দাও হে বলে, ভবের হাটে দোকান খুলে,
কপায় কিছু রত্ন মিলে, শোন বলি হাবাকাটা।
গোঁসাই কুবির বলছে ডেকে, ঘুষোচোর যাদবেন্দুকে,
কেহই ভাল বলে না তোকে, দূর হাবাতে আকাটা।

যাদবেন্দুর আমাতা—আনন্দ, হরলাল ও তীর্থদাস। হরলাল ঘোষও খঞ্জনীতে যাদবেন্দুর সঙ্গে সঙ্গীত করেন। আমরা যখন এই সকল বিষয় সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হই, তখন ইনি জীবিত ছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে আমরা তাঁহার সম্বন্ধে কোন সংবাদ জ্ঞাত নহি।

শ্রীরজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ।

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী।

(১৫ বৎসর বয়সে লিখিত সংক্ষিপ্ত রোমরাজ্যের ইতিহাস।)

৪ অধ্যায়।

গালবা, ওথো, ভাইটীলিয়স, ভেস্পেসিয়ান, টাইটস ও ডোমিসিয়ান।

১। নিরোর মৃত্যুর পর গালবা, ওথো, ভাইটিলিয়স ও ভেস্পেসিয়ান, এই চারিজন সেনাপতি একাদিক্রমে রোমের সিংহাসন অধিকার করেন। গালবা রোমের এক প্রাচীন ও বিখ্যাতবংশীয় ছিলেন। ৭৩ বৎসর বয়সের সময় সেনেটরেরা তাঁহাকে সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করেন। কিন্তু ৭ মাস রাজত্ব করিয়াই তিনি হত হইলেন। ওথো একণে সম্রাট্ হইলেন। কিন্তু জার্ম্মণির সৈন্যেরা ভাইটীলিয়সকে সম্রাট্ মনোনীত করাতে গালটুয়ার নিকট এই দুই জনের মধ্যে এক সংগ্রাম হয়, তাহাতে ওথো ৭০ খৃষ্টাব্দে তিন মাস রাজত্বের পর পরাজিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন।

২। ভাইটীলিয়স ৮ মাস রাজত্ব করেন। কথিত আছে, নিরোর অনুকরণ করিয়া চলিবেন, ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল এবং তাঁহার ভাগ্যও নিরোর মত হইল। নিরোর রাজত্বসময়ে ভেস্পেসিয়ান যুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলেন। তাহাতে জয়ী হওয়াতে তাঁহার সৈন্যেরা তাঁহাকে সম্রাট্ করিল।

৩। ভেস্পেসিয়ান নীচবংশোদ্ভূত বটে, কিন্তু তিনি এরূপ সদ্বিবেচনা ও দক্ষতার সহিত ১০ বৎসর রাজ্যশাসন করিলেন যে, সকলেই তাঁহার প্রতি প্রীত হইল। তিনি দয়ালুস্বভাব, সরল ও মিতব্যয়ী ছিলেন এবং প্রাচীন রীতি, প্রণালী ও সেনেটকে অতিশয় মান্য করিতেন। কিন্তু কিঞ্চিৎ অর্থগৃধ্নু, এই তাঁহার দোষ ছিল। তিনি অনেক দেশহিতকর কার্য্য করিয়াছিলেন। ৭৯ খৃষ্টাব্দে ৬৯ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রাজত্বকালেই তাঁহার পুত্র টাইটস্ জেরুজেলম নগর আক্রমণ ও ধ্বংস করেন।

৪। টাইটস্, অসাধারণ ধর্ম্মনিষ্ঠা, শিষ্টতা ও উদার স্বভাবের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। তিনি ন্যায়, সত্য, ও ধর্ম্মের আদর্শস্বরূপ হইয়া ২ বৎসর ২ মাস রাজ্যশাসন করেন। এক দিবস তিনি কোন সাধারণ হিতকর কার্য্য করিতে পারেন নাই বলিয়া খেদ করিয়াছিলেন যে, হায়! আমার অদ্যকার দিবস বৃথা গিয়াছে। তাঁহার সময়ে ৭৯ খৃঃ অব্দে ২৪ আগষ্ট ভিসুভিয়স্ পর্ব্বতের প্রসিদ্ধ ভয়ঙ্কর অগ্ন্যুৎপাত হয়। তাহাতে জ্যেষ্ঠ প্লিনী হত হন এবং গলিত ধাতু দ্রব্যাদির স্রোতে হার্কুলেনিয়ম ও পম্পিয়াই নামে দুইটী নগর এককালে উৎখাত হইয়া যায়। ৮১ খ্রীষ্টাব্দে টাইটসের ভ্রাতা ডোমিসিয়ান

চল্লিশ বৎসর বয়সে সম্রাট্ হইলেন। তিনি অতি পাপিষ্ঠ ও অত্যাচারী ছিলেন। টাইটসের সাধুতা দেখিয়া অনেকে তাঁহাকে সন্দেহ করেন। ইহাঁর সময়ে জর্ম্মাণিতে বিদ্রোহ হয় এবং ৮৫ খৃষ্টাব্দে এগ্রিকোলা ব্রিটেনে জয়লাভ করেন। ডোমিসিয়ান ১৫ বৎসর রাজত্ব করেন এবং তন্মধ্যে করস্থাপনাদি নানা উপদ্রবে প্রজারা বৎপরোনাস্তি প্রপীড়িত হইয়াছিল। তাঁহার আপনার মহিষীই অন্যান্য ব্যক্তির সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া ৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করেন। ইনিই বাদশ সিজরের শেষ সিজর।

৫ম অধ্যায়।

নার্ভা, ট্রেজান, এড্রিয়ান, আণ্টোনাইন, পায়স, মার্কস অরিলিয়স, লুসিয়স ভেরস্ ও কমোডস।

১। ভেস্পিসিয়ান ও টাইটস ব্যতীত দুরাত্মা সম্রাটদিগের অত্যাচারে প্রায় ৮০ বৎসর পর্য্যন্ত রোম জর্জ্জরিত-কলেবর হইয়াছিল। ক্ষেণে ধার্ম্মিক নৃপতিদিগের অভ্যুদয় হইতে লাগিল।

২। ডোমিসিয়ানের মৃত্যু হইলে সেনেটরেরা নার্ভাকে সম্রাট্ বলিয়া মনোনীত করিলেন। ইনি অষ্ট্রিয়ার অন্তঃপাতী নার্ণিয়া-নগরবাসী এবং নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। তিনি ৭০ বৎসর বয়সে সিংহাসনারোহণপূর্ব্বক ১ বৎসর ৪ মাস শাসন করিয়া ৯৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনদেশস্থ সিভিলীবাসী ট্রেজানকে আপনার উত্তরাধিকারী করিয়া যান।

৩। সম্রাটের যত গুণ থাকিতে হয়, তাহা ট্রেজানের ছিল। তিনি ডোমিসিয়ানদিগকে পরাভব করেন এবং পার্থিয়া, আর্মেনিয়া, সাইবিরিয়া, কলকিস, আসিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও আরেবিয়া ফিলিক্স প্রভৃতি জয় করতঃ রোমরাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত করেন। তিনি ধার্ম্মিক এবং দরিদ্রগণের বন্ধু ও আশ্রয়দাতা ছিলেন, এবং গুণ ও বিদ্যার যথেষ্ট সমাদর করিতেন। নিজে বৎসামান্য লোকের মত থাকিয়া মিতব্যয় দ্বারা রোমের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। ১৯ বৎসর সুখে রাজত্ব করিবার পর ১১৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬৩ বৎসর বয়সে তিনি লোকান্তর গমন করেন।

৪। ট্রেজানের খুল্লতাত ভ্রাতা এড্রিয়ান তৎপরে সম্রাট হইলেন। ইনি অতি ধর্ম্মপরায়ণ, বিদ্যোৎসাহী ও রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন। তিনি ট্রেজানের বাহুবললব্ধ সমুদায় রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া রোমের সীমা পূর্ব্ববৎ রাখিলেন এবং স্বয়ং রাজ্যের সর্ব্বস্থানে গমন করতঃ প্রজাদিগের দুঃখহ্রাস ও সুখবৃদ্ধির উপায় করিতে লাগিলেন। বাস্তবিক কোন সময়েই রোম তাঁহার রাজত্বের মত, শান্তি ও সুখে পূর্ণ হয় নাই। ইনি ব্রিটনদিগকে পিক্টদিগের উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য কার্লাইল হইতে নিউকাসল পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে ২০ বর্ষের অধিক রাজত্ব করিয়া ১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

৫। সান্টুইডকের নিসমেস নগরে এণ্টোনাইন জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি গলজাতীয়, একলে আড্রিয়ানের উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি অতি প্রিয়দর্শন ও সাধু রাজা ছিলেন এবং অসামান্য ধর্ম্মনিষ্ঠার জন্য পায়স অর্থাৎ ধার্ম্মিক উপাধি পান। তিনি সহস্র সহস্র রাজ্য ও শত্রুর ধ্বংস করা অপেক্ষা একটী প্রজার প্রাণ রক্ষা করা অধিক শ্লাঘনীয় জ্ঞান করিতেন। তিনি নিউমার মত ছাড়, শান্তি ও ধর্ম্মপ্রিয় ছিলেন এবং ২৩ বৎসর রাজত্বের পর মার্কস অরিলিয়সকে উত্তরাধিকারী করিয়া ১৬১ খৃষ্টাব্দে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

৬। মার্কস অরিলিয়স বিজ্ঞানশাস্ত্রবিৎ বলিয়া বিখ্যাত। তিনি পায়সের মত শান্তিপ্রিয় ছিলেন, কিন্তু অসভ্যদিগের দমনের ও বিদ্রোহ নিবারণের জন্য তাঁহাকে অস্ত্রধারণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার ভ্রাতা লুসিয়স ভেরস অতি দুর্ব্বৃত্ত ও দুরাচার ছিল। অরিলিয়স তাহাকে আপন সিংহাসনের অংশ দিয়াছিলেন, কিন্তু ১৬৯ খৃঃ অব্দে তাহার মৃত্যু হয়। মার্কস ১৯ বৎসর কাল প্রজাগণের উপর সুখশান্তি বিস্তার করিয়া ১৮০ খৃষ্টাব্দে ৫৯ বৎসর বয়সে মানবলীলা সম্বরণ করেন।

৭। অতঃপর মার্কসের পুত্র কমোডস সম্রাট হইল। সে অতি দুর্ভাগা, তাহার হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের লেশমাত্রও ছিল না। তাহার অত্যাচার দেখিয়া সেনেট ও রোমের অপর সাধারণ সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিতে লাগিল। ইহাতে সে আত্মহত্যা করিয়া প্রাণত্যাগ করিল।

উদ্দেশে।

১

আজ যে বিশ্ব বড় শ্যামল
কোমল রুচি পর্ণে তৃণে,
নীলাম্বরের অঙ্গে অমল
দীপ্তি সোণার বর্ণ কিনে,
কোথা আছে শ্রীভূষণা
হেন কান্তি শান্তিভরা,
এই মাধুরী, এই সুষমা
এই নীলিমা ছাড়িয়া ?

২

তোমার সাথের আকাশ কেলে
কেলে শ্যামল দীপ্তি ছবি,
পরপারে কোথা গেলে
ওগো প্রিয়, ওগো কবি !
ঢাকা তোমার পক্ষপুটে,
ছিল দুটি শিশু ছানা,
উর্দ্ধে তবু গেলে ছুটে
ফিরলে না ক তাদের টানা ?
কোন্ নয়নের কোন্ অধরের
অশ্রুহাসির মধুরতা
ভুলিয়ে দিল স্নেহের ঘরের
এত তাহার আতুরতা ?

৩

কাহার প্রেমের পবিত্র দোপায়
স্বর্গে রে তোর হর্ষ্য গড়া ?
যাহার তরে আঁধার কোণায়
ফেল্‌লি ঠেলে রত্ন ধরা ?
পুষ্পকুঞ্জে পাখীর ডাকে
জাগে আজি দুঃখ একা !

ভোরের তরুণ অরুণ রাগে
রক্তে ঝলে বক্ষে রেখা।

৪

রে মাধুরী ! পরপারের
নিত্য সখার নীলাম্বরে,
নব উষার কর-জালের
দীপ্তি কোটা স্তরে স্তরে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বাতিঘর।

বিরাজে সিন্ধুর বক্ষে কলঙ্কের সম
পৃথ্বীর বিজয়-ধ্বজা ক্ষুদ্র গিরি এক,
কখন দুর্জ্জয় কাল—চক্রী নিরুপম,
বিশ্ব-অগোচরে গেছে করি অভিষেক !

আস্ফালি সহস্র বাহু—পরশি ভীষণ—
ক্ষণে ক্ষণে আসে সিন্ধু গ্রাসিবারে তায়,
চূর্ণ সব অভিমান ! চুম্বিয়া চরণ
ফেন-পুঞ্জ-পুষ্পাঞ্জলি অর্পি ফিরে যায় !

কৌশলী মানব রচি' সেই শৈল শিরে
আলোকের গৃহ এক উচ্চ সুগঠন,
বিপন্নে দেখায় পথ নিশীথ-তিমিরে
বিচিত্র তড়িৎ-দীপ জ্বালি' সযতন !

নিঃসঙ্গ সে গৃহবাসী, নাহি পরিজন
দূর-প্রবাসের সাথী শান্তি-সুখাগার,—
কোথা প্রতিবেশী স্নেহ—মহানির্ব্বাসন—
কঠোর কর্ত্তব্যে শুধু মগন হৃদয় !

সে শুনেছে অনাদির মহান্ সঙ্গীত
নির্জ্জন সাগর-কূলে বসি নারাদিন,
সে পেয়েছে হইবারে আপনা বিস্মৃত
সৈকত-সমীর হেন বন্ধন-বিহীন !

কত দুর্য্যোগের রাতি —কত যে প্রলয়—
প্রশান্ত নির্ভীক চিত্তে কেটেছে সে একা,
তেমতি জ্বেলেছে আলো স্থির-জ্যোতির্ম্ময়
দিগন্তে উড়ালি' শুধু আশ্বাসের রেখা !

অজ্ঞাতে বিশ্বের প্রীতি উঠেছে উচ্ছ্বসি'
স্নেহভরা কোন হৃদি মেগেছে কল্যাণ,—
জানে না সে তায় তরে কোথা বাজে বাঁশী
কোথা ব্যাকুলিত কোন্ কোমল পরাণ !

এমনি আলোক-গৃহ—অধিবাসী তার—
সংসার-সমুদ্র মাঝে আছে কি কোথায়—
আমি চাই অন্বেষিয়া দেখি একবার
জীবন তরণী মোর পথ-হারা হায় !

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত।

নূতন সংবাদ।

১। কুচবিহারের রাজমাতা মহারাণী সুনীতি দেবী পণ্ডিত উমেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয়কে মাসিক পত্র "মন্দারমালা" সম্পাদনের জন্য ও বেদ প্রচারের জন্য ১০০৲ এক শত টাকা দান করিয়াছেন।

২। আমেরিকার শিকাগো নগরে স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা পুলিশ প্রহরীর কার্য্য অতি সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে, এজন্য পুলিশের সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তা ঐ কার্য্যে আরও ১২ জন স্ত্রীলোককে নিযুক্ত করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। এই আবেদন মঞ্জুর হইয়াছে।

৩। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রবাসী ভারতীয় নরনারীদিগের সাহায্যের জন্য ৩,৬২,৩৯৫ টাকা প্রেরিত হইয়াছে।

৪। স্যার যোকোম্প ডক্ ভারতের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি গোরাসৈন্যদিগকে জানাইয়াছেন যে, কেহ যদি শিকারের নিয়ম লঙ্ঘন করে, তাহা হইলে তাহাকে আর শিকার করিতে অনুমতি দেওয়া হইবে না।

৫। বিহারে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রচারের জন্য মজঃফরপুরে একটী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। মজঃফরপুর কলেজে আয়ুর্ব্বেদ সম্বন্ধে শিক্ষাদানেরও সুবন্দোবস্ত থাকিবে।

৬। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় অনেকগুলি নূতন কবিতা রচনা করিয়াছেন। তাহা গীতাঞ্জলী দ্বিতীয় ভাগ নামে শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

৭। কপূরতলার মহারাজ ও মহারাণী শীঘ্রই ইয়ুরোপ-ভ্রমণে যাইবেন। ভরতপুরের মহারাজ মহারাণীও ইঁহাদের সঙ্গে যাইবেন এইরূপ শুনা যাইতেছে।

৮। ব্রসেল্‌স নগরে জনৈক বন্দুকওয়ালা এক নূতন বন্দুক আবিষ্কার করিয়াছেন। এই বন্দুক দ্বারা এক সেকেণ্ডে সাত বার গুলি ছোড়া যায়।

৯। আমরা গভীর দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি, সুবিখ্যাত পুস্তকবিক্রেতা শ্রীযুক্ত শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় ১লা ফাল্গুন হঠাৎ হৃৎস্পন্দন বন্ধ হওয়াতে বেলা ৪টার সময় অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইনি ভক্তিভাজন মহাত্মা রামতনু লাহিড়ী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। শরৎবাবু বিনয় ও অমায়িকতায় সকলকার চিত্ত জয় করিয়াছিলেন। আমরা আশা করিয়াছিলাম, পিতার ন্যায় ইনিও ধর্ম্মবীর হইয়া দেশের কল্যাণ সাধন করিবেন। তাহি বৎসর পূর্ব্বে আমরা যখন ইঁহার মধ্যমকন্যা গিরিবালার জীবনী প্রকাশ করিয়াছিলাম, হায়! তখন জানিতাম না যে, অচিরে শোকার্ত্ত পিতা প্রাণাধিক কন্যার সঙ্গে মিলিত হইয়া সকল শোকের শান্তি করিবেন।

শান্তিদাতা পরম পিতা ইঁহার অভাগিনী শোকসন্তপ্তা সহধর্ম্মিণী ও পিতৃহীন সন্তানগণের প্রাণে সান্ত্বনা দান করুন।

১০। চির যৌবন রক্ষার উপায়।

Rose water 2 oz
Tincture of Benzoin 1dr.
Flowers of oxzoin 2oz.

এই তিনটী একত্র মিশ্রিত করিয়া লইতে হইবে। সকালে ও সন্ধ্যার পর কিম্বা পাতলা মেক্‌রা দিয়া ঐ ঔষধ ভিজাইয়া মাখিলে এক সপ্তাহের মধ্যে যৌবনশ্রী ফিরিয়া পাওয়া যায় ও বড় আশ্চর্য্যরূপ উজ্জ্বল হয়।

১১। সম্প্রতি হেমন্ত কুমারী দেবী "হিন্দু রমণীর কর্ত্তব্য" শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়া পাঁচ শত টাকা পুরস্কার পাইবেন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। পুরস্কার প্রদাতার নাম শ্রীযুক্ত বাবু বাজরাম গোয়েঙ্কা বি, এ, নিবাস—কলিকাতা। এই প্রবন্ধে অবশ্য অনেক পুরুষাধিপের সহিত সমকক্ষতা হইয়াছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু পরিণামে রমণীরই জয় হইয়াছে। দুই বৎসর পূর্ব্বে যখন এলাহাবাদে প্রদর্শনী হয়, তখন খইরিগড়ের মহারাণী স্বর্গত কুমারী মহোদয়া পাইয়োনিয়ার পত্রে ঘোষণা করেন যে, যিনি "প্রদর্শনী হইতে কি শিক্ষা হইল" এই বিষয়ে উত্তম প্রবন্ধ হিন্দি বা উর্দ্দুতে লিখিতে পারিবেন, তাঁহাকে ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা পুরস্কার দিবেন। হেমন্ত কুমারীও এই সময় আপনার লেখনীর শক্তি পরীক্ষা করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। শেষে তাঁহার প্রবন্ধই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় তিনি ৫০০ (পাঁচ শত টাকা) পুরস্কার দ্বারা সম্মানিতা হন। অতঃপর কৃষ্ণান সিংহ নামে জনৈক ব্যক্তি "আদর্শ পুরুষ রাম চন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধের জন্য পঞ্চাশ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন। ইহাতেও হেমন্ত কুমারীর স্থান সর্ব্বোচ্চ হয়। ইনি "বৈজ্ঞানিক খেতিয়" রচয়িত্রী। মর্য্যাদা প্রভৃতি হিন্দি উচ্চ মাসিক পত্রিকার ইনি এক জন লেখিকা। হিন্দি সাহিত্যে ইঁহার নাম এত দূর পরিচিত যে "কোবিদ রত্নমালা" নামক পুস্তকে ইহার জীবনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। হিন্দিভাষার ইতিহাসেও হেমন্ত কুমারীর নাম উল্লিখিত আছে। বঙ্গরমণীর পক্ষে ইহা কম গৌরবের কথা নহে।

বামারচনা।

অভিলাষ

এ জীবন প্রহেলিকার
দুর্ভেদ্য প্রাচীরে আবরিত,
কল্পনায় হয় নানারূপ
রুদ্ধ দ্বার নহে উদ্ঘাটিত।

২

বাহিরের হেরি ব্যবহার
করে ঠিক্ যাহা যায় মনে,
অন্তরের অন্তঃস্থল এই
এ জগতে কেহে কয় জনে ?

৩

সুবিমল দর্পণের মত
হৃদি যদি হ'ত সবাকার,
এ ধরণী হ'ত সুখাগার
প্রেম পুণ্যে পূর্ণ অনিবার।

৪

যে যাহা ভাবুক-মনে মনে
বাহিরে হেরি আচরণ,
আপনার লক্ষ্য রাখি, স্থির
সাধি নিতি সাধনা আপন।

৫

হোক্ সখা, হউক অরাতি,
নাহি ক্ষতি হউক যেমন,
সমাদরে তুষিব সবায়
যত দিন রহিবে জীবন।

৬

বসুধার স্নেহ, যশঃ
অথবা অযশ অনাদর,
সব ধরি' বা ছুটে যখন
দেব-ধ্যান ভাবি নিরন্তর।

৭

ভবিতব্য ভাবি' আপনার
অস্থি মাত্র কাঁদিয়ু বেড়ায়,
শেষ দিনে ভাবিব ভাবিয়া,
হাসি-মুখে লইব বিদায়।

শ্রীহেমন্ত বালা দত্ত।

---

৩১ নং বহুবাজার লেন, ইণ্ডিয়ান্ প্রেসে শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও শ্রীসন্তোষ কুমার দত্ত কর্ত্তৃক ৩৯ নং আপার সার্কিউলার রোড হইতে প্রকাশিত।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

No. 608. April, 1914.

" জন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ। "

কন্যাকেও পালন করিবে ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবে।

স্বর্গীয় মহাত্মা উমেশচন্দ্র দত্ত, বি, এ, কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত।

৫১ বর্ষ। ৬০৮ সংখ্যা। { চৈত্র, ১৩২০। এপ্রেল, ১৯১৪। } ১০ম কল্প। ২য় ভাগ।

সহমৃতা।

(সত্যমূলক ঘটনা।)

(১)

গ্রীষ্মের মধ্যাহ্ন কাল প্রচণ্ড তপন,
ঝরিছে অগ্নিকণা জ্বলকে জ্বলকে,
দ্রুত বেগে বহিতেছে উষ্ণ সমীরণ,
ঘামরোধ হইতেছে পলকে পলকে।

(২)

এক গৃহস্থের ঘরে এমন সময়
সর্ব্বনাশ উপস্থিত, গৃহকর্ত্তা যিনি
সহসা ত্যজি' লইলেন মৃত্যুর আশ্রয়
পুত্রকন্যাগণ করি' বিলাপ অবনী।

(৩)

ধূলিধূসর বেশে আসি ভার্য্যা গৃহেশ্বরী
মৃতকেশে বসিলেন পতিপদতলে,
সীমন্ত সিন্দূর যাহা শুষ্কতিত করি
অঙ্কন করিয়া রাখা সুরভি তাম্বুলে।

(৪)

[illegible] অলঙ্কার করিয়া হরণে
[illegible] করি আজ এই অনন্যায়
[illegible] সেবা তাঁরি সুখদ বন্ধনে
[illegible] লইল আসি পতি দেবতায়।

(৫)

ঘেরিয়া পিতার শব সন্তানমণ্ডলী
উঠিল করিতেছিল করুণ ক্রন্দন।
জননীর নবভাব অত্যাশ্চর্য্য বলি'
হেরিতে লাগিল শোক হ'য়ে বিস্ময়ন।

৬

জননী অনন্ত পুণ্য তুষের অনল
করিলেন অগ্নিময় সুমধুর স্বরে—
"হ'ওনা সন্তানগণ বিষয়ে মগন,
জ্ঞানযোগে শোক দুঃখ যাও দূর করে।

৭

সহমৃতা হ'ব আমি স্বামীর সহিত
এই রূপ সত্য আমি করিনু সবারে,
আয়োজন তার সবে হয়ে ত্বরান্বিত
পরিহরি শোক তব সরল অন্তরে।"

৮

সন্তানের আর্ত্তনাদে ছাইল গগন
শুনি ঐই শোকাবহ ভয়াবহ কথা।
মগন হইল দুঃখ-সাগরে মগন।
কন্যাগণ ভূমিতলে হইল পতিত।

৯

জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দি জননীর যুগপদ
কহিলেন জননীকে "এও কি সম্ভব"।
কহিলা জননী তুলি নেত্র কোকনদ
সানন্দে কণেক করি ঈশ্বরের স্তব—

১০

"হে পুত্র বলিব আজি অতি গুপ্ত কথা,
শুনিয়া হ'ওনা কেহ বিস্ময়ে মগন,
অঘটন ঘটায় যে বিশ্ব-বিচরিতা
ভকতের হৃদয়ে ইহা করিও স্মরণ।

১১

আতিস্মরা* আমি, পূর্ব্ব জনমের কথা
এখন স্মরণ মম আছে ক্ষিতিতলে।
শত জন্ম এই ভাবে ধরে সহমৃতা
যাই যাই জনম নিতেছি ভূমিতলে।

১২

যখনি সন্তানগণ হয় বয়োধিক,
গৃহপূর্ণ করে আসি পুত্রবধূগণ
সুখলাভ করি আমি স্বর্গের অধিক
পুত্র পৌত্রগণ বক্ষে করিয়া ধারণ।

১৩

তখনি জনক তব, স্বামী যিনি মোর,
ত্যজেন নশ্বর দেহ, অতএব আর,
রহিতে পারিনা ধরে সে সুখেতে ভোর
স্বামী সনে সংযুক্তা হইবার যায়।"

১৪

শুনি সে বিস্ময়াবহ অদ্ভুত ভারতী
কহিল সকলে ধরে বিস্ময়ে মগন,
"দেখাও প্রমাণ কিছু সতি, গুণবতি।
শ্রোতাদের কৌতূহল হোক নিবারণ।"

১৫

গন্ধেশ্বরী কহিলেন বাম হস্ত তুলি',
"নবধর দ্বারা ইহা কর অন্বেষণ
তাহার উপরে আমি ঘৃত দেহ ঢালি
সেই ঘৃতবস্ত্রে কর অনল অর্পণ"।

১৬

কন্যাগণ বধূগণ ধরে একত্রিতা
এই কর্ম্ম সমাধান তুলিল কাঁদিয়া
অলিতে লাগিল হস্ত—ধরে আকুলিতা
স্থিরচিত্তা গন্ধেশ্বরী রহেন বসিয়া।

১৭

এই অদ্ভুত কর্ম্ম করিয়া ঈক্ষণ
আনন্দ-আবেগ-নীরে মানবমণ্ডলী
মগ্ন হ'ল—প্রতিজনে করিল পূজন
সতীপদ, মাথে দিল সতী-পদ-ধূলি।

১৮

সন্তানে করিল সবে চিতা আয়োজন
সতী গিয়ে পতিপার্শ্বে লইলেন স্থান।
জ্যেষ্ঠ পুত্র করিলেন অনল অর্পণ,
জ্বলিয়া উঠিল বেগে অগ্নি লেলিহান।

১৯

পতির শবের সনে সতীর শরীর
পুড়িয়া হইল ছাই, সকলে দেখিল
নড়িল না একবার কেশাগ্র সতীর
যন্ত্রণায় রেখামাত্র ললাটমণ্ডল।

অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্ত।

* যে পূর্ব্বজন্মের কথা বলিতে পারে তাহাকে আতিস্মরা কহে।

৺ উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক খুলনা প্রকাশ্য সভায় প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম।

THE AIM OF HUMAN LIFE.

১। জগৎ আকস্মিক নয়, এক বিধাতায় অনন্ত জ্ঞান, শক্তি ও প্রেমের সৃষ্টি। জড়, উদ্ভিদ, চেতন কিছুই নিরুদ্দেশে নয়।

২। মানুষ সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ জীব, তাহার জীবনের উদ্দেশ্য আছে। এ সম্বন্ধে ভ্রম মহানিষ্টের কারণ। স্থূলদর্শী সাধারণ মানবের মতে ইতর জীবের ন্যায় সুখ মানব জীবনের উদ্দেশ্য। এই সুখের জন্য ধন, মান, ভোগবিলাস সব। মানবজীবনের উদ্দেশ্য তদপেক্ষা উচ্চতর, মহত্তর, পবিত্রতর—ভোগে নয়, ত্যাগে। অর্থাদি পশুরোপম কুক্কুরের উচ্ছিষ্টসম—ত্যাগেতেই দেবজীবন।

৩। প্রাচীনকালের চতুরাশ্রম—ধর্ম্ম উদ্দেশে সংস্থিত।

৪। মানবজীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইলে মানবপ্রকৃতি বিশ্লেষ করিয়া দেখিতে হইবে। শরীর ও আত্মা। শরীরের প্রয়োজন আত্মার জন্য। এই আত্মার Intellectual, Affectional, Moral and Spiritual প্রকৃতি আছে। তাহাদের উন্নতির ক্রম—সমস্ত উন্নতি না হইলে প্রকৃত উন্নতি হয় না। মস্তক বৃহৎ হৃদয় ক্ষুদ্র, পদ বৃহৎ মস্তক ক্ষুদ্র—এ বিশ্রী দৃশ্য। The wisest, the greatest. Character is power in a higher sense than knowledge.

৫। প্রাচীন আত্মতত্ত্ববিদ্‌দিগের পঞ্চকোষ অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়। ক্রমে উচ্চতর—শারীরিক স্বাস্থ্য ও বল, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও ব্রহ্মানন্দ।

৬। আত্মোন্নতির সকল কার্য্যক্ষেত্রে আপনার কর্ত্তব্যসাধন—গৃহধর্ম্ম, দেশহিতৈষণা, সামাজিক উন্নতি ও বিশ্বহিতৈষণা—জীবনের উদ্দেশ্যের মধ্যে।

৭। মানবজীবনের উদ্দেশ্য—এক কথায় মহর্ষি ঈশা যাহা বলিয়াছেন "Be perfect as your Father in Heaven is perfect." মানুষ God-like হইবে। প্রাচীন ঋষি—"তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। ব্রহ্মবিদাপ্নোতিপরং।" ইহা অনন্তকালসাধ্য। মৃত্যু মনুষ্যজীবনের শেষ সীমা নহে—ইহকালের অপূর্ণতার পূর্ণতা পরকালে। চারাবৃক্ষ টব হইতে অপসারিত ও বর্দ্ধিত হয় পরে টব ভাঙ্গিয়া উদ্যানের বৃহৎ বৃক্ষে তাহার ক্রমোন্নতি। আত্মা শরীররূপ টব ভাঙ্গিয়া অমর লোকের উদ্যানে উন্নতির পর উন্নতি লাভ করিবে। ঐহিক সব ধারাইয়া আত্মা তাহার নিত্যসম্বল—জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য ও আত্মানন্দ লইয়া পরলোকে

যাইবে—তখন সেই সকল ঈশ্বরজ্যোতিতে তাহার অভিমুখে বর্দ্ধিত হইবে।

তন্মাদ্ধর্ম্মং সহায়ার্থং
নিত্যং সঞ্চিনুয়াৎ শনৈঃ।

৮। মানবজীবন নিষ্কলঙ্কে নয়—ইহা উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঐশ্বরিকভাবে অনন্তকাল বর্দ্ধিত হইয়া অনন্ত দেবত্ব লাভের জন্য।

শিশুজীবন ও কিণ্ডারগার্টেন।

নীতিজ্ঞানের পুষ্টিসাধন।

তৃতীয় প্রস্তাব।

ক্রমে মানব জাতির প্রতি ভালবাসা হইতে শিশুকে জীবজন্তু, পশু ও প্রাণীর প্রতি ভালবাসা শিখাইতে হইবে। ক্ষুদ্র, বৃহৎ যত প্রাণী আছে, এমন কি তৃণ ও তদ্রূপ পদার্থকেও শিশু যেন শ্রদ্ধা করিয়া চলিতে শিখে। ঐ সকল চেতনাচেতন পদার্থের প্রতি মাতার শ্রদ্ধা ও যত্ন দেখিয়াই শিশু তাহাদের প্রতি স্নেহান্বিত ও শ্রদ্ধাবান হইবে। আপনারা কোন জীবজন্তুর প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করিবেন না, এবং শিশু অজ্ঞাতভাবে কোন প্রাণীকে কষ্ট দিলে, আহা! ওর বড় লাগিবে, বলিয়া শিশুকে উহা হইতে নিবৃত্ত করিবেন। তাহা হইলে তাহার কোমল হৃদয় গলিয়া যাইবে, এবং সে ভবিষ্যতে ওরূপ করিয়া কাহাকেও আর কষ্ট দিবে না। শিশুর সম্মুখে পাখী ও পশুদিগকে খাইতে দিবেন, আর তাহাকে দেখাইবেন যে তাহারা কত আনন্দের সহিত ও কেমন শীঘ্র তাহাদের খাদ্য খাইয়া ফেলে। শিশু উহা দেখিয়া নিজেও আনন্দিত হইবে ও তাহাদিগকে পুনর্ব্বার খাইতে দিবে। তাহাদিগকে আরও বলিবেন, পাখীর মা বাপেরা কেমন নিজে না খাইয়া শাবকদের জন্য খাদ্য মুখে করিয়া বাসায় চলিয়া যায়। কত স্নেহে তাহারা শাবকদিগকে খাওয়ায় এবং তাহাদিগকে উড়িতে ও গান গাহিতে শিখায়। এইরূপে শিক্ষা দিলে পশু ও পাখীদের সঙ্গে শিশুর বন্ধুতা জন্মাইবে, এবং তাহা হইলে সে আর কখন পশুপক্ষীকে কষ্ট দিবে না।

পশুপক্ষীর ন্যায় অজ্ঞাত ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গের কষ্ট ও ব্যথায় সহানুভূতি শিশুকে শিখাইবেন। বালক যদি অজ্ঞানতা বা অতিরিক্ত স্নেহ বশতঃ কোন জন্তুকে নিজের ঘরে বা খাঁচায় পুরিয়া পরাধীন করিয়া রাখে, তাহা হইলে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কেহ যদি তোমাকে ঐরূপে আদর করিয়া সমস্ত দিন, রাত্রি এক স্থানে পুরিয়া রাখে, ও কোথাও খেলিতে যাইতে না দেয়, তাহা হইলে তোমার কি প্রকার অবস্থা হইবে?"

ইহাতে তাহার মন শুধু ভাবপ্রিয় না হইয়া নিজের ভার অন্যান্য জীবজন্তুর স্বাধীনতা ও জীবন রক্ষার জন্য উৎসুক হইবে।

শিশুর নিকট ফুলও জীবন্ত পদার্থ। সে যদি ইচ্ছা করিয়া কোন ফুল বা গাছ ছিঁড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া ভূমিতে ফেলিয়া দেয়, তাহা হইলে তাহাকে বলিবেন পৃথিবী, ফুল ও গাছেদের মা, তাহাদিগকে ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া নষ্ট করিলে তুমি কাঁদিয়া থাকে। ঐ গাছটী লইয়া সতর্ক ভাবে আনাও তাহার সম্মুখে রোপণ করুন ও শিশুর যত্নে অল্পকালের মধ্যে উহা কেমন বাড়িতে থাকে তাহা তাহাকে দেখান। ইহা ব্যতীত, শিশুর সম্মুখে শিশুর হাত দিয়াই কোন বীজ রোপণ করান, ও প্রতিদিন কেমন উহার অঙ্কুর গজাইয়া বৃদ্ধি পায় ও ক্রমে চারাগাছ হয়, সূর্য্যকিরণ ও জলে উহার কেমন পুষ্টি হয়, তাহা তাহাকে দেখান। এইরূপে আপনি শিশু-হৃদয়কে কত মার্জ্জিত করিতে পারিবেন, এবং উহার সঙ্গে সঙ্গে তাহার মনে কত বুদ্ধি ও জ্ঞান জন্মাইবে। কারণ ক্রীড়া ও আনন্দের সঙ্গে শিশু নিজের চক্ষে ঐ সকল দেখাতে উহা দ্বারা তাহার আত্মা উন্নত ও তাহার হৃদয় প্রশস্ত হয়। এইরূপে শিশুর মনে আপনার প্রতি ও তাহার চারিদিকস্থ জীবজন্তুর প্রতি ভালবাসা জন্মাইয়া দিলে তাহাকে ন্যায় ও কর্ত্তব্য বিষয়ে সহজে বুঝান যাইবে। স্নেহ বশতঃ সে আপনা হইতেই সমস্ত দ্রব্য সকলের সহিত ভাগ করিয়া লইয়া সকলকেই সুখী করিতে ইচ্ছুক হইবে। প্রথম হইতেই তাহাকে তাহার নিজ দ্রব্যাদি বিতরণ করিতে শিখাইবেন, সে যদি পাখীদিগকে খাওয়াইতে চায়, তাহা হইলে তাহার নিজের ভাত থেকে খাইতে দিবেন, এইরূপ করিলে সে বিনা গর্ব্বে ভাল কাজ করিতে শিখিবে। অন্য দিকে তাহাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া তার কোন খেলনা বা দ্রব্য লইবেন না, তাহার সকল দ্রব্যে তাহার স্বত্বাধিকার আছে ও অন্যের তাহাতে কোন অধিকার নাই, ইহা যেন সে বুঝিতে পারে, তাহা হইলে সে না বলিয়া কখন পরের দ্রব্যে হাত দিবে না।

ছেলেদের ক্রীড়ার ঘর তাহাদিগকে অনেক সদ্‌গুণ শিক্ষা দিবার বিদ্যালয়ের ন্যায় উপযুক্ত স্থান। বড় ভাই বোনদিগকে সদাশয়তা ও নম্রনীয়তা শিখান উচিত। তাহারা ছোট ভাই বোনদের সান্ত্বনার জন্য খেলাধূলি যেন অক্লেশে ছাড়িয়া দিতে পারে, আর ছেলেদের মার খাইয়াও যেন তাহারা উল্টে না মারে। কেন না ছোট ভাই বোন অজ্ঞান শিশু, তাদের কোন বোধ নাই, ও সে বুঝিতে পারে না যে তার মারে দিদি বা দাদার লাগে। আর একালে তুমিও ঐরূপ অজ্ঞান ছিলে, মা সেই সময়ে কেমন যত্ন ও স্নেহ দেখাইতেন। এই বলিলেই বড়ভ্রাতা ভগিনীরা তৎক্ষণাৎ আনন্দে ছোট শিশুদিগকে নিজের খেলনা সমস্ত ছাড়িয়া দিবে। সময়ে সময়ে অবশ্য তাহাদের

মধ্যে ঝগড়া হইবে, তার কোন সন্দেহ নাই. কিন্তু শীঘ্রই আবার তাহাদের মিলন হইবে ও এইরূপে তাহারা নিজ নিজ কর্ত্তব্য বুঝিবে।

আমরা শিশুদের খেলাঘরে অনেক সময় ক্রীড়ার সহচর প্রতি অভ্যর্থনা ও আতিথেয়তা দেখিতে পাই, তাহারা তাহাদিগের নিমন্ত্রিত শিশুদিগকে ভাল ভাল দ্রব্য সকল দিয়া শিষ্টাচারপূর্ব্বক অবশিষ্ট নিজেদের জন্য রাখে। এই স্বাভাবিক জ্ঞান অতি চমৎকার। পিতা মাতারা বাল্যকাল হইতে উহাতে উৎসাহ দিয়া উহার অভ্যাস করাইলে সময়ে ঐ বালক বালিকারা নিঃস্বার্থ,পরোপকারী ও অতিথী সৎকারপরায়ণ যুবক যুবতীতে পরিণত হইবে। স্বত্ব ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের বোধের সঙ্গে অন্তরাত্মার পুষ্টিসাধন হয়। তখন যে কোন মন্দকাজের পর লজ্জা ও অনুতাপ অনুভব করে, কিন্তু ঐ আত্মগ্লানি, বা অনুতাপ শিশুর মনের অন্যান্য বিষয়ের মত শীঘ্রই চলিয়া যায়। ঐ সময়ে জননীর একটী মিষ্ট উপদেশ বা কথা তাহার মনে গভীর রূপে বসিয়া যায় ও নৈতিক জ্ঞানের পুষ্টিসাধন করে এবং তাহাকে কর্ত্তব্য কাজ শিক্ষা দেয়। কোন অন্যায় কাজের অনেকক্ষণ পরে শিশুকে তিরস্কার করিলে কোন ফল দর্শে না, বরং তাহাতে অপকার হইবারই সম্ভাবনা। শিশু শীঘ্রই ভুলিয়া যায় যে, সে কোন অকর্ম্ম করিয়াছে, সুতরাং মাতার তিরস্কারে মনে ভাবে তিনি বুঝি মিথ্যা বকিতেছেন. সেজন্য সময়ে ২ একটী কথা দ্বারা শিশুকে সতর্ক করাই ভাল।

শিশুদিগকে অতিরিক্ত ভালবাসা বা দুঃখ দেখাইয়া মন্দ কার্য্য হইতে বিরত করিবার চেষ্টা পাইবেন না। কেন না, অনেক সময় তাহারা উহার অর্থ বুঝিতে না পারিয়া আদেশ মত কার্য্য করিতে পারে না। কখন কখন বা তাহাদের অতি সরল ও কোমল স্বভাব উহা দ্বারা হঠাৎ আক্রান্ত হইয়া একেবারে বিবশ হইয়া পড়ে ও তাহাদের মনোবৃত্তিসমূহ নিস্তেজ হইয়া যায়। সে কারণে অতি অল্প বয়সে ছেলেদের মনের বৃত্তি সকল যাহাতে হঠাৎ বিবশ বা তীক্ষ্ণ না হইয়া ক্রমশঃ পরিপুষ্ট ও সবল হয় ও চরিত্র সমাকরূপে পুষ্টি পাইয়া দৃঢ় ও কঠিন হইয়া দাঁড়ায় তাহা জননীর করা উচিত। মনের ভাব সকল ফুলের ন্যায় যত বিলম্বে পুষ্ট হয়, ততই অধিক দিন থাকে। কিন্তু শিশুর শারীরিক ও মানসিক যে কোন বৃত্তি শিশুর চরিত্রে মিশিয়া যাওয়ার আবশ্যক, তাহার পুষ্টি ও চর্চ্চা যত শীঘ্র আরম্ভ হয় ততই ভাল।

এইকালে অন্তরাত্মার বৃত্তির সঙ্গে সন্তানের সত্যবাদিতার প্রতিও দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মা শিশুর নিকট সর্ব্বদা সত্য কথা বলিবেন, ও প্রাণান্তে কখন নিজের কথা বা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবেন না, ঐরূপে ছেলে ও সত্যের মর্ম্ম বুঝিবে। ঐ সত্যানুরাগ শিক্ষার দিকে একবার শিশুকে পথ দেখাইলে সে কখন ভ্রমেও

মিথ্যার দিকে যাইবে না। ছেলেকে মন্দ কাজ হইতে দূরে রাখুন ভাল কাজে আপনা হইতেই তাহার অনুরাগ হইবে। আপনার সত্যানুরাগ ও প্রতিজ্ঞাপালনের দৃষ্টি শিশুর দৃঢ় বিশ্বাস হইলে সত্যবাদিতার মাহাত্ম্য তাহার মন হইতে এক দণ্ডের জন্যও অপসৃত হইবে না। পবিত্রতা ও নির্দ্দোষিতার বাতাসে শিশুর কোমল আত্মাকে সর্ব্বদা ঘিরিয়া রাখিলে, তাহা উদাহরণের অপেক্ষাও অধিক উপকার করে। ধর্ম্মের বিশুদ্ধ বায়ু তাহাকে মিথ্যা কথা ও অসত্যতার নিঃশ্বাস হইতে রক্ষা করিয়া থাকে।

উষা দেবতা।

ঋগ্বেদে যে সকল স্ত্রী-দেবতার উল্লেখ আছে তাঁহাদের বর্ণনা অতি সংক্ষেপে করা হইয়াছে। এই সকল স্ত্রী-দেবতার মধ্যে উষার স্থান সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তৎপরে সরস্বতী, তৎপরে পৃথিবী ও রাত্রির বর্ণনা অতি সংক্ষেপে কোন কোন স্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু উষার বর্ণনা ঋগ্বেদের অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে উষার এইরূপ বর্ণনা আছে।

ঋগ্বেদ (৪৮ সূক্ত ১ম অষ্টক) উষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। হে দেবযুবিতা উষা! আমাদিগকে ধন দান করিয়া প্রভাত কর। হে বিভাবরি! প্রভূত অন্ন দান করিয়া প্রভাত কর। হে দেবি! দানশীল হইয়া (উপাসনা) ধন দান করিয়া প্রভাত কর। [illegible] (উষা) অশ্বযুক্তা, গোসম্পন্না এবং [illegible] প্রাণীর। (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্য তাহার [illegible] (সম্পত্তি) আছে। হে উষা আমাকে সুনৃত বাক্য বল, এবং ধনবান্‌দিগের ধন দাও।

৩। উষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অদ্যও প্রভাত করিতেছেন। ধনযুক্ত লোক যেরূপ সমুদ্রে (নৌকা) প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন।

৪। হে উষা! তোমার আগমন হইলে বিদ্বান্ লোকে যজ্ঞে মনোনিবেশ করে, এবং অতিশয় মেধাবী কণ্ব ঋষি দানশীল মনুষ্যদিগের প্রসিদ্ধ নাম উষাকালেই উচ্চারণ করেন।

৫। উষা গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন। তিনি অক্ষম প্রাণীদিগের পরমায়ু হ্রাস করেন, পক্ষযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান এবং পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দেন।

৬। তুমি সমীচীন চেষ্টাবান্ পুরুষকে সার্থ্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদিগকেও

প্রেরণ কর, তুমি নীহারবর্ষী এবং অধিক-ক্ষণ অবস্থান কর। হে অন্নযুক্ত যজ্ঞ-সম্পন্না উষা! তুমি প্রভাত হইলে উজ্জীয়-মান পক্ষিগণ আর কুলায়ে অবস্থান করে না।

৭। তিনি (রথ) যোজিত করিয়া-ছেন। এই সৌভাগ্যবতী উষা দূর হইতে সূর্য্যের উদয়স্থানের উপরিস্থ (দিব্যলোক) হইতে, শত রথ দ্বারা মনুষ্যগণের নিকট আসিতেছেন। (১)

৮। তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে, কেননা, সেই নেত্রী জ্যোতি প্রকাশ করেন, এবং সেই ধনবতী স্বর্গদুহিতা দ্বিষেষীদিগকে এবং শোষণকারীদিগকে দূর করেন।

৯। হে স্বর্গ দুহিতা! আহ্লাদ কর, জ্যোতির সহিত প্রকাশিত হও, দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও, এবং অন্ধকার দূর কর।

১০। হে নেত্রী উষা! সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেননা তুমি অন্ধকার দূর কর। হে বিভাবরি! তুমি বৃহৎ রথে আইস। হে বিচিত্র ধন-যুক্তে! আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

১১। হে উষা! মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে তাহা তুমি গ্রহণ কর, এবং যে যজ্ঞনির্ব্বাহকেরা তোমাকে স্তুতি করে সেই শুভকর্ম্মাদিগকে হিংসারহিত যজ্ঞে আনয়ন কর।

১২। হে উষা! তুমি অন্তরীক্ষ হইতে সকল দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর। হে উষা! তুমি আমা-দিগকে অশ্বগোযুক্ত এবং প্রশংসনীয় ও বীর্য্যসম্পন্ন অন্ন প্রদান কর।

১৩। যে উষার জ্যোতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া কল্যাণরূপে দৃষ্ট হয়, তিনি আমাদিগকে সকলের বরণীয়, সুরূপ এবং সুখগম্য ধন প্রদান করুন।

১৪। হে পূজনীয় উষা! তোমাকে পূর্ব্ব ঋষিগণ যজন এবং অন্নের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তুমি ধন ও দীপ্তিযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া আমাদিগের স্তুতিতে তুষ্ট হও।

১৫। হে উষা! তুমি অদ্য জ্যোতি দ্বারা আকাশের দ্বারসমূহ খুলিয়া দিয়াছ, অতএব আমাদিগকে হিংসকরহিত ও গোযুক্ত কর এবং বিস্তীর্ণ গৃহ ও অন্ন-দান কর।

১৬। হে উষা! আমাদিগকে প্রভূত ও বহুবিধ রূপযুক্ত ধন এবং গাভী দান কর। হে পূজনীয় উষা! আমাদিগকে সর্ব্বশত্রুনাশক বল দান কর। হে অন্নযুক্ত ক্রিয়া-সম্পন্ন উষা! আমাদিগকে অন্নদান কর। (৪৮ সূক্ত)

(৪৯ সূক্ত) ১। হে উষা! দীপ্যমান আকাশের উপর হইতে শোভনীয় (মার্গ) দ্বারা আগমন কর। অরুণবর্ণ গাভী। সমূহ (১) তোমাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে লইয়া আসুক।

(১) অর্থাৎ অসংখ্য রশ্মিসমূহের সহিত উষা আসিতেছেন।

১। হে উষা! তুমি যে স্বরূপ সুখকর রথে অধিষ্ঠান কর, হে স্বর্গদুহিতে! তদ্দ্বারা অদ্য হব্যদাতা যজমানের নিকট আইস।

৩। হে অর্জ্জুনি (১) উষা! তোমার আগমনের সময় বিপদ ও চতুষ্পদ ও পক্ষযুক্ত পক্ষিগণ আকাশ-প্রান্তের উপরিভাগে গমন করে।

৪। হে উষা! তুমি অন্ধকার বিনাশ করিয়া রশ্মিদ্বারা জগৎকে প্রকাশ কর। কণ্বপুত্রগণ ধনপ্রার্থী হইয়া তোমাকে স্তুতিবচন দ্বারা স্তব করিয়াছে। (৪৯ সূক্ত)

৫২ সূক্ত।

উষা (শেষ তিনটী ঋকে অশ্বিদ্বয়)

দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। উষাদেবতাগণ (২) আলোকে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং অন্তরীক্ষের পূর্ব্বদিকে জ্যোতিঃ প্রকাশিত করেন। যোদ্ধৃগণ যেরূপ আয়ুধ-সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ (স্বীয় দীপ্তি দ্বারা) জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীপ্তিমান্ এবং মাতৃগণ (৩) প্রতিদিবস গমন করেন।

২। অরুণ আনুভিগণ অনায়াসে উদিত হইল, পরে রথ-যোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভী-সকলকে; উষাদেবতাগণ রথে যোজিত করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে কার্য্যযুক্ত করিলেন, তৎপরে দীপ্তিযুক্ত উষাদেবতা-সকল শুভ্রবর্ণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিলেন।

৩। নেত্রী উষাদেবতাগণ (উজ্জ্বল অস্ত্রধারী) যোদ্ধাদিগের ন্যায়, এবং উদ্যোগ দ্বারাই দ্যুলোক, পর্য্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁহারা শোভন-কর্ম্মকারী, সোমদাত্রী, (দক্ষিণা) দাতা যজমানকে সকল অন্ন প্রদান করেন।

৪। উষা নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন (১) এবং গাভী যেরূপ (দোহনস্থানে) স্বীয় দুগ্ধ প্রকাশিত করে, সেইরূপ উষাও স্বীয় বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে সেইরূপ উষাও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিশ্বভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিনিষ্ট করিতেছেন।

৫। উষার উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হয় পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। (পুরোহিত) যেরূপ যজ্ঞে আজ্য দ্বারা ঘৃতকাষ্ঠ সঞ্চিত করে, সেইরূপ উষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন; স্বর্গদুহিতা উষা সূর্য্যের সেবা করিতেছেন।

৬। আমরা (নৈশ) অন্ধকারের পরে আসিয়াছি; উষা সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী উষা

(১) "অর্জ্জুনি শুভ্রবর্ণা।"

(২) মূলে 'উষসঃ' এই পদ আছে। প্রভাতকালাভিমানিনো দেবতাঃ —সায়ণ। কিন্তু যাস্ক উষাদেবীর সম্মানার্থ একবচনের স্থানে বহুবচন প্রযুক্ত হইয়াছে।

(৩) মূলে 'মাতরঃ' আছে।

(১) মানিনী যেরূপ কেশ বেশম করে, উষা সেইরূপ অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন।

(তোমাদের কল্যাণীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য) দীপ্তি দ্বারাই যেন হাসিতেছেন, আলোকবিকাশিতাঙ্গী উষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিয়াছেন।

৭। গোতমবংশীয়গণ দীপ্তিমতী এবং সুনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী আকাশ-দুহিতার [স্তুতি] করে। [হে উষা] তুমি আমাদিগকে, পুত্র-পৌত্রাদিযুক্ত, দাস-পরিজনযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং গাভীযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

৮। হে উষা! আমি যেন যশোযুক্ত, বীরযুক্ত দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই। হে সুভগে! তুমি সুন্দর যজ্ঞে স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে অন্নদান করিয়া সেই প্রভূত ধন প্রকাশিত কর।

৯। যে জন্য উষা সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করিয়া আলোক দ্বারা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন; এবং সমস্ত জীবকে স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য জাগরিত করেন; তিনিবীর্যশক্তি-সম্পন্ন প্রাণীদিগের বাক্য প্রবণ করেন।

১০। ব্যাধপত্নী যেরূপ চলনশীল (পক্ষীর) পক্ষ ছেদন করিয়া হিংসা করে, সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপ-ধারিণী উষাদেবী (দিনে দিনে) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

১১। উষা আকাশপ্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিযুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত হয়েন, এবং তমিস্রিনী নিশাকে অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী (সূর্য্যের) স্ত্রী উষা মনুষ্যগণের আয়ু (দিনে দিনে) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন।

১২। (পশুপালক) যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা এবং পূজনীয়া উষা সেইরূপ (তেজ) বিস্তার করিতেছেন এবং নদীর ন্যায় মহতী উষা (সমস্ত জগৎ) ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া সূর্য্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।

১৩। হে অশ্বযুক্ত উষা! আমাদিগকে বিচিত্র ধন প্রদান কর, যে ধনের দ্বারা আমরা পুত্র ও পৌত্রকে পালন করিতে পারি।

১৪। হে গাভীযুক্ত, অশ্বযুক্ত, দ্যুতিমান্ এবং সুনৃত বাক্যযুক্ত উষা! অদ্য এই স্থানে ধনযুক্ত (যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থে) আমাদিগের জন্য উদয় হও।

১৫। হে অশ্বযুক্ত উষা! অদ্য অরুণবর্ণ অশ্ব সংযোজনা কর এবং আমাদের সমস্ত সৌভাগ্য আনয়ন কর।

১৬। হে দস্র অশ্বিদ্বয়! আমাদের গৃহ গাভীপূর্ণ ও রমণীয় ধনপূর্ণ করিবার জন্য সমান মনোযোগী হইয়া তোমাদের রথ আমাদের গৃহাভিমুখে প্রবর্ত্তিত কর।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আকাশ হইতে প্রশংসনীয় জ্যোতি প্রেরণ করিয়াছ, তোমরা আমাদের জন্য বলপ্রদ অন্ন আনয়ন কর।

১৮। উষাকালে অশ্বগণ জাগরিত হইয়া দ্যুতিমান্, আরোগ্যপ্রদ, সুবর্ণরথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করিবার জন্য এ স্থলে আনয়ন করুক। (৯২ সূক্ত)।

১১৩ সূক্ত।

উষা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। জ্যোতিঃসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতিঃ (উষা) আসিয়াছেন; তাঁহার বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশক (রশ্মিও) ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যেরূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত, সেইরূপ রাত্রিও উষার উৎপত্তির জন্য অনুষ্ঠান কল্পনা করিয়াছেন। (১)

২। দীপ্তিমতী শুভ্রবর্ণা সূর্য্যের মাতা (২) (উষা) আসিয়াছেন, কৃষ্ণবর্ণা (রাত্রি) স্বীয় স্থানে গিয়াছেন; রাত্রি ও উষা উভয়েই (সূর্য্যের) বন্ধু এবং উভয়ই অমর। এক অন্যের পর আগমন করেন, এবং এক অন্যের বর্ণ বিনাশ করেন। এইরূপে তাঁহারা দীপ্তিমান হইয়া বিচরণ করেন।

৩। এই ভগিনীদ্বয়ের (রাত্রি এবং উষার) একই অনন্ত সরণমার্গ দীপ্তিমান্ (সূর্য্য কর্ত্তৃক) আদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা একের পর অন্যে সেই পথ বিচরণ করেন। সকল বস্তুর উৎপাদনকারী রাত্রি ও উষা ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিলেও সমান মনঃসম্পন্না; তাঁহারা পরস্পরকে বাধা দেন না, এবং কখনও স্থির হইয়া অবস্থিতি করেন না।

৪। আমরা প্রভাসম্পন্না অমৃত-বাক্যের নেত্রী (১) বিদিয়া উষাকে জানি; তিনি আমাদিগের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত জগৎ আলোকপূর্ণ করিয়া আমাদিগের ধন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত ভুবন-সমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৫। যে সকল লোক মরু হইয়া চলিয়াছিল, উষা তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য, কাহাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাহাকেও ধনের জন্য, সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য, জাগরিত করিয়াছেন। যাহারা অন্ন দেখিতে পায়, উষা তাহাদিগের বিশেষরূপ দৃষ্টির জন্য (অন্ধকার দূর করেন)। বিস্তীর্ণ উষা সমস্ত ভুবন-সমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৬। উষা কাহাকেও ধনের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও মহা-যজ্ঞের জন্য, কাহাকেও অভীষ্ট লাভের জন্য (জাগরিত করেন); তিনি ভিন্ন ভিন্ন জীবনোপায় প্রকাশ করিয়া দিবার জন্য সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

---

(১) সূর্য্যের অস্তগমনের পর রাত্রি আইসে, এই জন্য রাত্রি সূর্য্যের সন্তান, আবার রাত্রির পর উষা আইসে, এই জন্য উষা রাত্রির সন্তান।

(২) উষার পর সূর্য্য আসে এই জন্য সূর্য্য উষার সন্তান।

(১) উষার প্রাদুর্ভাব হইলে পর পক্ষীগণাদি শব্দ করে এই জন্য তিনি অমৃত বাক্যের নেত্রী।

ভূত না মানুষ ?

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

নন্দকের কৃতিত্ব।

বসন্ত-সন্ধ্যা। এ সন্ধ্যায় বৃক্ষবল্লী কি সুন্দর! কেমন কোমল-ভাবে তাহারা মধুর সমীরে অঙ্গ ঢালিয়া নৃত্য করিতেছে। তুষারস্পর্শ-শুষ্কায়িত জঙ্গল-রাশির মধ্যেও এ সময়ে কেমন একটা সৌন্দর্য্য! কি সুন্দর চন্দ্র! কি মিষ্ট তাহার জ্যোতিঃ! এ সময়ের মলয়প্রবাহ কি সঞ্জীবনী-শক্তিময়।

আজ সন্ধ্যার অন্ধকার গাঢ় হইতে পারে নাই, কারণ একাদশীর চন্দ্র আকাশে সমুদিত হইয়া হাসা করিতেছিল! পথের ধারে প্রকাণ্ড একটি বটবৃক্ষ। কল্পচূর্ণের ন্যায় সুবিমল চন্দ্ররশ্মি সেই বিশাল বৃক্ষের উপর নিপতিত হইয়া একটি স্বপ্নরাজ্যের মনোমোহন দৃশ্য বিকাশ করিতেছিল। তাহার নীচে একদল বৈষ্ণব দলপতিকে মধ্যে লইয়া নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিতেছিলেন। এই সম্প্রদায় নন্দক, ভবভূতি, বেদব্রত, চন্দনী ও চন্দনীর মাতা এইখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং মধুর কীর্ত্তনে আকৃষ্ট হইয়া বৃক্ষতলস্থিত একটি সুন্দর স্থানে তাহারা উপবেশন করিলেন। সুললিতবীণাধ্বনিবৎ কীর্ত্তনধ্বনি তাহাদের চিত্তকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিল। তাহাদের পথশ্রম-কাতর অবসন্ন দেহে প্রাণ যেন সেই সুমধুর গীতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্লান্তি ও অবসাদ দূর হইল।

স্থানটি যেমন মধুর তেমনি নির্জ্জন। নন্দক বহুক্ষণব্যাপী কীর্ত্তন শ্রবণের পর উঠিয়া দলপতির নিকটে গমন করিলেন ও তাহাকে প্রণাম করিলেন। দলপতি নন্দককে চিনিতে পারিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

নন্দক কহিলেন, 'মহাশয় কি আমাকে চিনিতে পারিতেছেন না?' বৈষ্ণবদল-পতির ম্লান চক্ষে ধারা বহিল, তিনি কহিলেন, 'চিনিতে পারিব না কেন?'

নন্দক—তবে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেছেন না কেন?

দলপতি—তুমি কোন্ স্থান হইতে আসিতেছ? কোথায় যাইবে?

নন্দক—আমি প্রতিধ্বনির অনুসন্ধান ও উদ্ধাররূপ মহৎ কার্য্যে ব্যস্ত আছি, আমাকে সদা সর্ব্বদাই এ স্থানে সে স্থানে যাতায়াত করিতে হইতেছে। কোথায় যাই, কোথায় থাকি, তাহার কোন স্থিরতা নাই।

দলপতি একটি সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, 'ওনাদ আর আমার নিকট উচ্চারণ করিও না নন্দক! যে মধুর, যে পবিত্র, যে সুন্দর, যে নির্ম্মল জিনিষ আমি নষ্ট করিয়াছি, তাহার নামশ্রবণেও আমার আর কোনও অধিকার নাই।'

এই সময় চন্দনী বৈষ্ণবদলপতিকে চিনিতে পারিলেন ও তাঁহার নিকট গমনপূর্ব্বক বস্ত্রাঞ্চলে বদনাবৃত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। দলপতি তাহাকেও চিনিতে পারিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, 'মা জননি! তুমিও আমাকে চিনিতে পারিয়াছ?'

চন্দনী মস্তক আন্দোলনপূর্ব্বক সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

দলপতি—'তুমি যাহাকে রক্ষা করিবার জন্য আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলে, আমি তাহাকে রক্ষা করিতে পারি নাই। আমার মত চিরহতভাগ্য ও দরিদ্র পিতা জীবিত না থাকিলেও প্রতিধ্বনির কোনও ক্ষতি হইত না।' বলিতে বলিতে দলপতি শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন।

চন্দনীও শোক সহ্য করিতে না পারিয়া সমধিক উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন।

নন্দক চন্দনীকে প্রবোধ দিয়া বৈষ্ণবদলপতিকে কহিলেন, "এই অপরাধ অনুমতিক্রমেই আমি দিপ্রহর রজনীতে প্রতিধ্বনির বিপদবার্ত্তা লইয়া মহাশয়ের নিকট গমন করিয়াছিলাম এবং শত্রুদের বিবিধ প্রলোভনা সত্ত্বেও আমি যথাকালেই মহাশয়কে এ সংবাদ জ্ঞাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলাম। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় [illegible] পণ্ড হইয়া গেল।"

দলপতি কহিলেন, 'নন্দক, তুমি আর আমাকে প্রতিধ্বনির জীবিত পিতা ইন্দ্রমৌনী বলিয়া বিশ্বাস করিও না, কারণ দুঃখ, দৈন্য, ঘৃণা, অপমান ও দরিদ্রতার আমি মরিয়াই রহিয়াছি। এজন্য হইতে তোমরা আমাকে মৃত ব্যক্তি বলিয়াই জানিও।'

নন্দক—মহাশয় স্থির হউন। আমি আপনাকে এ লজ্জা ও ঘৃণা হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিব, করিবই করিব।

এইখানে বৈষ্ণবদলপতি ইন্দ্রমৌনীর বিষণ্ণ দৃষ্টি দেবদত্তের উপরে নিপতিত হইল। দেবদত্ত একটু দূরে বসিয়াছিলেন। ইন্দ্রমৌনীর চক্ষে চক্ষু সংলগ্ন হওয়ায় তিনিও তাহাকে চিনিতে পারিলেন।

ইন্দ্রমৌনী দেবদত্তকে দেখিয়া আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না, দেবদত্তের কোলের উপর আছাড় খাইয়া পড়িলেন ও স্ত্রীলোকের ন্যায় করুণস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, "আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক তুমি কি জীবিত আছ? আমি যে তোমাকে মৃত্যুমুখে রাখিয়া আসিয়াছিলাম। দরিদ্রতা যে আমাকে তোমার নিকটে রহিতে দেয় নাই।"

দেবদত্তের হৃদয়ও পিতৃতুল্য স্নেহবান্ ব্যক্তির ক্রন্দনে দ্রব হইয়া গেল ও নেত্রপথে অবিরল শোকবারি প্রবাহিত হইতে লাগিল। তাহাদের মানসপটে পূর্ব্বস্মৃতি সকল জাগ্রত হইল।

নন্দক তাহাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন।

ইন্দ্রমৌনী কহিলেন, 'দেবদত্ত, তোমার সম্মুখ হওয়ার পর হইতেই আমি

তোমার নিকটেই ছিলাম। যে সময়ে তুমি স্বপ্নে ঔষধ পাইলে এবং তোমার বাবার একটু উপশম বোধ হইতে লাগিল, ঠিক সেই সময় তোমার অন্বেষণ করিয়া আমি তোমার নিকট হইতে চলিয়া আসিলাম। তাহার পরে যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহা আমার নিকট বর্ণনা কর।

দেবদত্ত মুখ তুলিলেন না ও কোন বাক্যব্যয়ও করিলেন না।

নন্দক কহিলেন "ইনি স্বপ্নলব্ধ ঔষধেই আরোগ্যলাভ করিয়াছিলেন এবং অল্পকালের মধ্যেই বলশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। যাহারা আপনার কন্যা প্রতিধ্বনিকে চুরী করিয়া লইয়া গিয়াছে, সম্ভবতঃ তাহারাই ইহাকে বাঁধিয়া চণ্ডদেবের একটি পরিত্যক্ত ঘরে রাখিয়া গিয়াছিল। আমি দেখিতে পাইয়া ইহাকে তথা হইতে মুক্ত করি এবং ইহাকে বলশালী ও রোগমুক্ত দেখিয়া প্রতিধ্বনির অনুসন্ধান কার্য্যে ইহাকেও সঙ্গে করিয়া লই। আমার ভগ্নী চন্দনীকেও তাহারাই হত্যা করিবার মানসে প্রকাণ্ড এক বনের অভ্যন্তরে লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু দৈবানুগ্রহে সেই মুহূর্ত্তে আমি গিয়া সেইখানে উপস্থিত হই ও চন্দনীকে রক্ষা করি এবং আপনার জামাতাকে সঙ্গে করিয়া আপনার কন্যার অনুসন্ধান করিবার জন্য আমি পুনরায় সেই প্রকাণ্ড বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করি। বনের মধ্যে আপনার কন্যার কণ্ঠের স্বর্ণনলক নিপতিত ছিল; তাহা দর্শন করিয়া আপনার জামাতা শোকাবেগে অস্থির হইয়া জ্ঞানহীন অবস্থায় ভূমিতে পতিত হন এবং ঠিক সেই সময়ে একটি শত্রুও পদানুসরণপূর্ব্বক আমিও দূরে পড়িয়া পড়ি। শত্রুরা তাহাকে একাকী ও জ্ঞানহীন অবস্থায় প্রাপ্ত হইয়া গোপনে বধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু আমি ও আপনার জামাতা সেই ভয়াবহ ভূতের বনে যাইতে সঙ্কল্প করিয়াছি দেখিয়া আমার জননী দেবী অলক্ষ্যে আমাদের পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়াছিলেন। আমাকে দূরে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তিনি স্বয়ং আপনার জামাতার রক্ষার উপায় করিলেন। শত্রুদের বেশ পরিধানপূর্ব্বক শত্রুদের সঙ্গে সম্মিলিতা হইলেন এবং দেবদত্তকে এখনি হত্যা না করিয়া জলের মধ্যে ফেলিয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। ভাগ্যক্রমে তাহার পরামর্শ মতই কার্য্য হইল। দেবদত্ত অজ্ঞান অবস্থাতেই নদীর মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইলেন। আমার জননী দেবী আর শত্রুদের অনুসরণ না করিয়া শত্রুদের অলক্ষ্যে নদীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন এবং তৎক্ষণাৎ নদীর জলে নিপতিতা হইয়া দেবদত্তকে জল হইতে তুলিলেন ও নানাবিধ প্রক্রিয়া দ্বারা তাহার জ্ঞান সম্পাদন করিলেন।

ইন্দ্রমৌলী—নন্দক, তোমার মাতার ও তোমার ভগিনীর ঋণ কি আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব? নন্দক, সেটা আমার পক্ষে অসম্ভব, সাধ্যাতীত।

নন্দক—'আমরা আপনার কি করিতেছি? কিছুই করিতেছি না, প্রকারান্তরে নিজ নিজ আত্মারই অশেষ কল্যাণ সাধন করিতেছি। পৃথিবীতে পরোপকার করাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম এবং পরের অনিষ্ট-চিন্তাই মহাপাপ। মহামতি বিদুর একমাত্র পরোপকার ধর্ম্মের সাধনাতেই দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন এবং এই একমাত্র পরোপকার-ধর্ম্মই তাঁহার জগতবিখ্যাত যশ ও কীর্ত্তিকে অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।' সহসা ইন্দ্রমৌনীর বিষণ্ণ দৃষ্টি ভবভূতির প্রতি নিপতিত হইল। তিনি কহিলেন, 'ইনি কে?'

নন্দক—ইহার নাম ভবভূতি। ইনিও আপনার মতই বাগ্মিবর।

ইন্দ্রমৌনী—আমার নিকট ইহার পরিচয় প্রদান কর নাই কি? তখন সুবক্তা, সুলেখক নন্দক ভাবময়ীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ার পর হইতে যত ঘটনা ঘটিয়াছিল, সমুদয় ইন্দ্রমৌনীর নিকট বর্ণনা করিলেন এবং অতি অল্প বিষয়ই বাদ দিলেন।

ভবভূতি একটি কুসুমবৃক্ষের সন্নিকটে [illegible] এবং তাহার ম্লান দৃষ্টি সেই কুসুমগুলির উপরেই নিপতিত [illegible]। কিন্তু বহুক্ষণ তিনি ধৈর্য্য অবলম্বন [illegible] পারিলেন না, সেই কুসুম-বৃক্ষকে [illegible] করিয়া দুঃখমুখে ক্রন্দন [illegible]। নন্দক তাহাকে [illegible]। কিন্তু তিনি [illegible] করিয়া

"আমার ভাবময়ী এই কুসুমগুলিকে বড় ভাল বাসিত। গোলাপ বকুলকে তুষ্ট করিয়া অগ্রে এই ফুল দ্বারাই তাহার ফুলসাজির অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করিত। সে এই সুন্দর ফুলগুলি দ্বারা কেমন সুন্দর বলয় নির্ম্মাণ করিয়া হস্তে পরিধান করিত। অনেক সময় এই ফুল দ্বারা চন্দ্রহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহার মাতার কটিদেশে পরাইয়া দিতে যাইত এবং মাতা কর্ত্তৃক বাধা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই তাহা পরিধান করিত। হায়! আমার এই ক্ষুদ্রকায়া ফুলের ভাইই ক্ষুদ্রদেহা ও সরলমনা ছিল। সৌন্দর্য্যের উহা হইতে কোন অংশে ন্যূন ছিল না।

নন্দক বিশেষ নির্ব্বন্ধসহকারে সান্ত্বনা-প্রদানপূর্ব্বক তাহাকে স্থির করিলেন। কিন্তু সে সময় তাহার নিজের চক্ষুও অশ্রুপূর্ণ ছিল কি না সন্দেহ।

অনেকক্ষণ পরে দেবদত্ত প্রকৃতস্থ হইয়া স্বস্তরের পদধূলী গ্রহণ করিলেন। মেঘমুক্ত শশিকলার ন্যায় দেবদত্তের রোগমুক্ত সুন্দর কান্তি অবলোকনপূর্ব্বক কন্যাকে স্বপ্ন করিয়া অগ্রাহত ইন্দ্রমৌনীর হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল; কিন্তু তিনি জ্ঞানের দ্বারা মনকে সংযত করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

চন্দনীর মাতা ইন্দ্রমৌনীকে কহিলেন, 'আপনিও আমাদের সঙ্গে আসুন।'

ইন্দ্রমৌনী—না না, আমাকে আর ডাকিবেন না, আমি সংসার বিষয় ত্যাগ করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রতিধ্বনি-

জনিত বিপদ আমাকে আঁধার হইতে আলোকে লইয়া আসিয়াছে। এখন কীর্ত্তনই আমার জীবন ও জীবনের মূল। কীর্ত্তন করিতে করিতে দিনের পর দিন চলিয়া যায়, বিরাম বিশ্রামের কথা আমার মনে উদিত হয় না। এমন কি কীর্ত্তন পাইলে আহারের স্পৃহাও ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়। আমাকে আর সংসারে ডাকিবেন না, তবে কন্যার শুভ সংবাদ দিতে পারিলে আমাকে দিবেন, ইহা আমি চাই। সে পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসুক, পতির গৃহে পতির পদে তাহার স্থান লাভ হউক, ইহাই আমার ইচ্ছা ও আশীর্ব্বাদ।

তাহার দরিদ্রতা, এমন কি মৃত্যুও আমাকে আর প্রপীড়িত করিতে সমর্থ হইবে না। পরপুরুষ তাহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই—শুধু এই সংবাদ জানিবার জন্য আমার প্রাণ অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া রহিল। বুঝিলে চন্দনীর মাতা, পৃথিবীর সমুদায় বাসনা কামনার হস্ত হইতে যে কেবল উদ্ধার হইতে চেষ্টা করিতেছি তাহা নহে, এই আকাঙ্ক্ষাটি আমাকে লোকালয়ে রাখিয়াছে। এই শুভ সংবাদটি কর্ণগোচর হওয়ার পর আমাকে কেহই আর লোকালয়ে দেখিতে পাইবে না।

চন্দনী—তবে কি আপনি প্রতিধ্বনির মায়া কাটাইলেন?

ইন্দ্রমৌনী—ধীরভাবে কহিলেন "কৈ, প্রতিধ্বনিই বা কৈ? আমার মায়াই বা কিসের?" এই কথা কহিতেই ইন্দ্রমৌনীর পাণ্ডুবর্ণ মুখের উপর একটা অনন্ত বেদনার ছায়া পতিত হইল।

চন্দনী—তবে কি আপনি প্রতিধ্বনির মৃত্যুই নির্দ্ধারণ করিলেন।

ইন্দ্রমৌনী ললাটের বিষাদচিহ্ন সাবধানে অপসারিত করিয়া কহিলেন, তাহার প্রাণবিয়োগ না হইতে পারে, কিন্তু ভারতীয় মহিলার মৃত্যু যে প্রকারে সংসাধিত হয়। এই কথা বলিয়াই তিনি গদগদ মধুর স্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া গেলেন। দেবদত্ত, চন্দনী, চন্দনীর মাতা ও নন্দক সেই মধুর কীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে গন্তব্যপথাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যৎকালে তাঁহারা চণ্ডদেবের গৃহাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন রজনী প্রভাত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা সকলেই এক একটি বলশালী ঘোটকারোহণে আসিতেছিলেন। চন্দনীর মাতা ঘোটকারোহণে চির-অভ্যস্তা। ইদানীং তিনি কন্যাকেও ইহা শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই চণ্ডদেবের আদেশ অনুসারে কেহ সঙ্গে, কেহ অলক্ষে রহিয়া, চণ্ডদেবের গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিলেন। চন্দনীর ও চন্দনীর মাতার ক্রমে ক্রমে এই জ্ঞান হইতে লাগিল যে, চণ্ডদেব আর সে চণ্ডদেব নাই। সে আপনার চরিত্র আশ্চর্য্যভাবে পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছে। সে এখন সদা সর্ব্বদা রাজরাজেশ্বরের বিগ্রহের সম্মুখে উপবিষ্ট

থাকে—এবং "আমার শ্বশুররাজ্যের রাজা একমাত্র এই রাজরাজেশ্বর" ইত্যাদি লোটাকত শব্দ ব্যতীত অন্য কথা অন্যই উচ্চারণ করে। সে আহত হইবার পর হইতেই, বিদেশে যাওয়া একরূপ বন্ধ করিয়াছে। চন্দনী ও তাহার মাতা চণ্ডদেবের সম্মুখে বহির্গত হইলেন না, কিন্তু অলক্ষ্যে থাকিয়া তাহার গতিবিধির উপরে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিলেন। দেবদত্ত ও ভবভূতির দৃষ্টি চণ্ডদেবের উপরেই নিপতিত রহিয়াছে।

পূর্ব্বে চণ্ডদেব একদিন বলিয়াছিল যে, একজন কালবেশধারী ভূত তাহার পিছনে লাগিয়াছে; কিন্তু তাঁহারা সূক্ষ্মভাবে পরিদর্শন করিয়াও সে কালবেশধারী ভূতের কোন সন্ধান লাভ করিতে না পারিয়া চণ্ডদেবকে ঘোর মিথ্যাবাদী বলিয়া স্থির করিলেন এবং কবে এই মিথ্যাবাদীর সমুচিত শাস্তিলাভ হইবে তাহাই ভাবিতে লাগিলেন।

একদিন রজনীযোগে তাঁহারা নন্দক, ভবভূতি ও দেবদত্তকে আহ্বান করিয়া একটি গুপ্ত ঘরের মধ্যে সকলে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। নন্দকের মাতা নন্দককে কহিলেন, চণ্ডদেব যতই সাধু হউক না কেন, তাহার প্রতিবাসিগণ তাহাকে দাতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠ বলিয়া যতই মাত্ত করুক না কেন, সে প্রতিধ্বনি ও ভাবেরীর অপহরণ এবং চন্দনীর ও চন্দনীর মাতার হত্যাপরাধে দণ্ডিত হইবে না কেন?

দেবদত্ত—আপনি এখন কি করিতে বলেন?

চন্দনীর মাতা—প্রকাশ্যেই হোক্ আর অপ্রকাশ্যেই হোক্, চণ্ডদেবের মত চতুর ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি রাখিতে সক্ষম হওয়া, নন্দকের মত লোকের কাজ নয়।

দেবদত্ত—তবে আপনি তাহার সম্বন্ধে কি করিতে বলেন?

চন্দনীর মাতা—চণ্ডদেবের বিরুদ্ধে মকদ্দমা রুজু করিতে বলি। পুলিসের আশ্রয় ব্যতীত এ কাণ্ডের কোনও কূলকিনারা করিবার শক্তি নন্দকের নাই।

ভবভূতি মাথা নাড়িলেন।

চন্দনীর মাতা কহিলেন, 'আপনি মাথা নাড়িলেন কেন? বালিকাদের কলঙ্ক রটনা হইবে এই ভয়ে?'

ভবভূতি 'হাঁ হাঁ' বলিতে বলিতেই তাহার চক্ষুপল্লব অশ্রুধারাক্রান্ত হইয়া কাঁপিয়া উঠিল।

চন্দনীর মাতা—কলঙ্ক হইবে এই ভয়ে? কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহারা যাহাতে কলঙ্কিত না হয়, তাহার উপায় করিতে হইবে। কলঙ্ক হইবে এই ভয়ে তাহাদিগকে কলঙ্কিত করা কি কর্ত্তব্য? শালগুরু প্রভৃতিকে সহিত বিরোধ করিতে সক্ষম বটে, কিন্তু তাহার শক্তি যখন শেষ হয়, তখন সে সমূলে ভাঙ্গিয়া পড়ে, তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য সমুদায়ই বিনষ্ট হয়। ভাবিয়া দেখুন অবলা স্ত্রীলোকের শক্তিই বা কতটুকু? আপনারা

নন্দকের উপর নির্ভর করিয়া থাকিবেন না, কখনও থাকিবেন না।

দেবদত্ত—নন্দক, তুমি চণ্ডদেবের গতিবিধির উপরও দৃষ্টি রাখিয়াছ, কিন্তু কিছু কি বাহির করিতে পারিলে?

নন্দক মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, কোনও কথা কহিলেন না।

চন্দনীর মাতা—বল নন্দক। তোমার যাহা বলিবার আছে, বল।

নন্দক—আমি চণ্ডদেবের উপর দৃষ্টি রাখিয়া যাহা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাতে তিনি নির্দ্দোষ বলিয়াই আমার মনে হয়।

চন্দনী ও চন্দনীর মাতা হাস্য করিয়া উঠিলেন। দেবদত্ত ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া মৌনী হইয়া রহিলেন।

নন্দক—আপনারা আরও কিছুদিন আমার উপর নির্ভর করিয়া থাকুন্।

চন্দনী ও তাহার মাতা—আর কত দিন?

নন্দক—বেশী দিন নয়।

চন্দনীর মাতা—আচ্ছা তাহাই হোক। তুমি আরও কয়েক দিন নষ্ট কর, আমরা নীরবে বসিয়া বসিয়া ভাগ্য-সাগরের নীল লহরী গণনা করি।

এই কথা বলিয়া চন্দনীর মাতা সে ঘর হইতে বহির্গমন করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই বাহির হইয়া চলিয়া গেলেন।

নন্দকের বিশ্বাস যে, চণ্ডদেবের পুরাতন নথী পত্র অনুসন্ধান করিলেই তিনি অধিক কিছু প্রাপ্ত হইবেন, অতএব তিনি আহার নিদ্রা বিসর্জনপূর্ব্বক কেবল চণ্ডদেবের পুরাতন নথীপত্রই খুঁজিতে আরম্ভ করিলেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় তিনি একটি পুরাতন আলমারী খুলিয়া কতকগুলি জীর্ণ নথী পত্র বাহির করিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতরে অতি জীর্ণ বস্ত্রের ছোট একটি গাঁটরী ছিল। তিনি তাহা হস্তগত করিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া ভালরূপে দেখিলেন। তাঁহার সন্দেহ দৃঢ় হইল, তিনি আর কাল বিলম্ব না করিয়া জীর্ণ গাঁটরীটি খুলিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতর একটি থলিয়া ছিল, থলিয়াটিও অত্যন্ত জীর্ণ, অতএব অনায়াসে তিনি তাহা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। তাহার ভিতর হইতে একরূপ অদ্ভুত অক্ষরে লিখিত একখানি জীর্ণ লিপি বাহির হইল। আরও একখানি কাগজ বাহির হইল, তাহার মধ্যে কতকগুলি কালির রেখা ব্যতীত আর কিছুই ছিল না। তিনি অদ্ভুত-রেখাসংযুক্ত লিপিখানি পাঠ করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইলেন না, রেখাগুলির তাৎপর্য্যও কিছু বুঝিতে সক্ষম হইলেন না। অনেক চিন্তার পর তিনি ইহাই স্থির করিলেন যে, ইহা অন্য এক প্রকার অক্ষর, তাহা শিক্ষা না করিলে উহা পাঠ করা যাইবে কেন? এই লিপিখানিতে নিশ্চয়ই কোন সাঙ্কেতিক কথা আছে, এ রেখাগুলিও কোন সাঙ্কেতিক চিহ্ন। ইহা যখন চণ্ড-দেবের গৃহে আছে, তখন ইহা চণ্ডদেবেরই।

ধনদত্ত চণ্ডদেবের পিতামহ চণ্ডদেবের পিতার জন্ত রাখিয়া গিয়াছেন, যিনিই যাঁহার জন্ত এই সাঙ্কেতিক কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনিই ইহা পাঠ করিবারও উপায় নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। উপস্থিত এই সংসারে চণ্ডদেব ব্যতীত আর কেহই নাই, অতএব চণ্ডদেবই ইহার অধিকারী। ধনদত্ত তিনি এ লিপির এ বিষয় ঘুণাক্ষরেও অবগত নহেন। কালে কোনও দিন জ্ঞাত হইতেও পারেন এই জন্তই ইহা রক্ষিত হইয়াছে। ইহা চণ্ডদেব প্রাপ্ত হউক অথবা এ গৃহের অন্য কেহ প্রাপ্ত হউক, এই ইচ্ছা যিনি করিয়াছেন, তিনি ইহা পাঠ করিবার ও বুঝিবার উপায়ও করিয়াছেন—এ কথা নিশ্চয়।

ইহার পর মন্দক কালবিলম্ব না করিয়া চণ্ডদেবের নিকট গমন করিলেন। চণ্ডদেব একখানি কৃষ্ণ শিলার উপরে উপবিষ্ট হইয়া অতি নিবিষ্ট মনেই যেন কালিদাসকৃত কুমার-সম্ভব পাঠ করিতেছিলেন, এইরূপ অনুভব হইতেছিল। মন্দক অদ্ভুত অক্ষরগুলির অবিকল নকল করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, তাহাই চণ্ডদেবকে দেখাইয়া কহিলেন, 'এ অক্ষরগুলি কে কবে লিখিয়াছে? ইহা পাঠ করিবার প্রণালী আপনার জানা আছে

চণ্ডদেব গ্রন্থ হইতে নেত্র উত্তোলন-পূর্ব্বক মন্দকের মুখাবলোকন করিতে করিতে কাল [illegible] করিয়া কহিলেন 'হাঁ, ইহা আমার পিতা কর্ত্তৃক লিখিত। তিনি ইহা আবিষ্কার করিয়া আমাকে শিখাইয়াছিলেন। ইহার শিক্ষার একটি প্রণালীও আছে। কিন্তু কোথায় আছে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পার। মন্দকের চেষ্টা বৃথা হইল না। তিনি জীর্ণ কাগজের মধ্যে "অদ্ভুত অক্ষর শিক্ষা" নামক একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়া পরম প্রীতিলাভ করিলেন। এই পুস্তিকার মধ্যে এই অদ্ভুত অক্ষর শিক্ষার প্রণালীগুলি অতি সহজ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মন্দক চব্বিশ ঘণ্টা চেষ্টা করিয়া সেই অক্ষরগুলি পড়িবার নিয়ম শিক্ষা করিলেন এবং সেই অদ্ভুত অক্ষরে লিখিত লিপিখানি আদ্যন্ত পাঠ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট রেখাগুলির মর্ম্মও অবিদিত রহিল না। তিনি অবিলম্বে তাঁহার মাতা ও ভগিনী, ভবভূতি ও দেবদত্তকে ডাকিয়া একটি সভা করিলেন এবং তাহাদের নিকটে ঘোষণা করিলেন যে, তিনি এই দণ্ডেই পুরমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ অন্য দিনের অশ্বই রাজপুতানায় যাইবেন।

মন্দক হঠাৎ একাকী রাজপুতানায় যাইবেন শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন।

তাঁহার মাতা কহিলেন, রাজপুতানায় যাইবে? কেন চোরের সন্ধানে, না অদ্ভুত কার্য্যে?

মন্দক—চোরের সন্ধানে।

মাতা—চোরের সন্ধানে।

নন্দক—হাঁ।

মাতা—চোর রাজপুতানায় গিয়াছে না কি? প্রকৃত যে চোর সেত চরিত্র পরিবর্ত্তন করিয়া সাধু সাজিয়াছে এবং এইখানেই এই বাড়ীতেই ত আছে। রাজপুতানায় যাইবে কেন?

দেবদত্ত কহিলেন—'নন্দকের কার্য্যে বাধা প্রদান করিবেন না। বিশাল চক্ষু, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রশস্ত ললাট-সম্পন্ন পুরুষের উপর নির্ভর করিলে অকার্য্য সাধনে বিলম্ব হয় না।'

চন্দনী ও চন্দনীর মাতা মৃদু হাস্য করিয়া কহিলেন, 'আচ্ছা তাহাই হোক। একাকীই যাইবে নাকি?'

দেবদত্ত নন্দকের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন।

নন্দক কহিলেন, 'হাঁ, একাকীই যাইব।'

মাতা—যদি কোন বিপদ হয়?

নন্দক—যিনি জননীরূপে দুইবার রক্ষা করিয়াছেন এবারেও তিনি রক্ষা করিবেন।

ঈশ্বরের নামে নন্দকের মাতার মুখ গম্ভীরভাব ধারণ করিল। তিনি যোড়হাতে ভগবানকে প্রণাম করিয়া নন্দককে বিদায় দিলেন।

সভাভঙ্গ হইল।

নন্দক চণ্ডদেবের নিকটেও বিদায় চাহিলেন। চণ্ডদেব কহিল—'তুমি রাজপুতানায় যাইবে? আমি যে তোমাকে ছাড়িয়া এক দণ্ডও থাকিতে ভয় করি।'

'যত শীঘ্র পারি ফিরিয়া আসিব' এই কথা বলিয়া নন্দক রাজপুতানাভিমুখে চলিয়া গেলেন।

(ক্রমশঃ)

বর্ষশেষে।

হবে নাকি মূঢ় মন এখনও চেতনা তোমার,
দিবা অবসানপ্রায় ক্রমে ঘেরিছে আঁধার।
দিন গত দিনান্তর, সপ্তাহ মাস বৎসর,
জাগি জাগি করি কত ঘুমাইলে বার বার,
বৃথা দিন কাটাইলে গোলে হরিবোল দিলে,
শুনা বুলি শুনাইলে, প্রকাশিতে অহঙ্কার,
ঠকাইতে অন্য জন নিজেই ঠকিলে মন,
শূন্য ঘরে এ রোদন, তাই হইয়াছে সার।
শুন প্রবীণ অজ্ঞান, অজ্ঞানে জ্ঞানাভিমান,
এ বড় কঠিন রোগ, বিষম চিত্তবিকার।
লজ্জা অভিমান ভুলি, সব আবরণ খুলি,
দেখ দেখ নিজ চক্ষে দশা এবে আপনার,
যিনি পূর্ণ সত্যময়, হয়ে সরলহৃদয়
সত্যভাবে ডাক তাঁরে, দুস্তরে পাবে

নিস্তার।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ঋণদানবিষয়ক প্রস্তাব—এইরূপ শুনা যাইতেছে যে, ভারতগবর্ণমেণ্ট ঋণদান ও গ্রহণ বিষয়ক এক আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে বিচার করিতেছেন। গবর্ণমেণ্ট যদি এই আইন প্রণয়ন সম্বন্ধে বিচার করিয়া সুদের হার কমাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধন হইবে।

জাপানের প্রধান মন্ত্রী—কাউণ্ট ওকুমা জাপানের প্রধান মন্ত্রীর পদ গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার বয়স এখন ৭৬ বৎসর। ইনি ১৬ বৎসর সমাজসংস্কার, জমীদারদিগের প্রভুত্বধ্বংস প্রভৃতি নানা সৎকার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। কাউণ্ট ওকুমা যেমন রাজনীতি-বিশারদ, তেমনি স্বাধীনচেতা পুরুষ। ইঁহার মন্ত্রিত্বে জাপানে বিশেষ উন্নতির আশা আছে।

আমেরিকায় রমণীর পরাজয়—আমেরিকার প্রায় সর্ব্বত্র রমণীদিগকে নির্ব্বাচনাধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকার শিকাগো নগরে "অল্ডারম্যানের" পদ খালি হইয়াছিল। বহু পুরুষ ও নয় জন রমণী ঐ পদপ্রার্থী হইয়াছিলেন। ঐ পদে লোকনিয়োগার্থ ভোট সংগ্রহ করা হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় তাহাতে পুরুষদিগের ভোট অধিক হয়। এমন কি, রমণীদিগের মধ্যেও অধিকাংশই পুরুষদিগকে ভোট দিয়াছেন।

হাইকোর্টের জুরীর তালিকা—হাইকোর্টের স্পেশাল জুরীর তালিকায় ৩৯৬ জনের নাম ভুক্ত হইয়াছে। ইহার মধ্যে ২০০ ইউরোপবাসী ও ১৯৬ জন ভারতবাসী।

আমেরিকায় কয়েদীর শাসন—আমেরিকার ফিলাডেল্‌ফিয়ার এক উদ্যানের সমস্ত কাজ কয়েদী দ্বারা করান হইয়া থাকে। এই কয়েদীদিগের মধ্যে সকলেই ৮ হইতে ১৮ বৎসরের বালিকা। ষ্টেট হইতে শাস্তি প্রদান করা হইলে তাহাদিগকে সংশোধন কারাগারে না পাঠাইয়া এই উদ্যানে পাঠান হয়। এই স্থানে উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অধীনে তাহাদিগকে বাগানের কাজ করিতে দেওয়া হয়। এই উদ্যানে আপাততঃ ৪০০ শত বালিকা আছে।

ছাপাখানার বিদ্যালয়—কলিকাতা সহরে ছাপাখানা সম্বন্ধীয় একটি বিদ্যালয় খুলিবার আয়োজন হইতেছে। ইংলণ্ড, আমেরিকা, জর্ম্মণী প্রভৃতি দেশে যে ছাপাখানার কার্য্য এত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তথায় ছাপাখানার বিদ্যালয় আছে।

জল চালানের উপায়—আগামী সেপ্টেম্বর মাসে সিমলায় মন্ত্রণা-সভা হইবে। এই সভায় রেলগাড়ীতে শীতল ঘর নির্ম্মাণ করিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত জল চালানের ব্যবস্থা করিবার পরামর্শ হইবে।

রেলগাড়ীতে শীতল বায়ু থাকিলে দূরবর্ত্তী স্থানের ফল সকল অবিকৃত অবস্থায় পাওয়া যাইতে পারে।

প্রস্তর-বৃষ্টি—সম্প্রতি মান্দ্রাজের কালিকট নগর হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, তথায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয় এবং বজ্রপাতশব্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রুতিগোচর হয়, এবং ঐ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে প্রায় এক মণ দশ সের ওজনের কতকগুলি উল্কা প্রস্তর দক্ষিণ মালাবার ও তৎসন্নিহিত স্থানসমূহে পতিত হইয়াছিল।

অতি লোভ।

ছয় রিপুর মধ্যে লোভও একটি রিপু। কিন্তু লোভের অনেক প্রকার মাত্রা আছে। পৃথিবীতে লোভশূন্য লোক নাই। তবে যাহার লোভ অতি অল্প তাহাকেই আমরা সাধু বলিয়া থাকি, এবং যাহার লোভ অধিক, তাহাকেই আমরা অসাধু বলিয়া থাকি। অসাধু ব্যক্তিদিগের লোভ এত প্রবল যে, তাহারা মনোমত দ্রব্য পাইলেই আরও অধিক পাইতে ইচ্ছা করে। এই প্রকারে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের লোভ অসীম হইয়া পড়ে, এবং কিরূপে তাহাদিগের পতন হয়, তৎসম্বন্ধে নিম্নে একটি গল্প প্রদত্ত হইল।

কোন দেশে একজন জেলে তাহার স্ত্রীকে লইয়া একটি ক্ষুদ্র কুটীরে বাস করিত। জেলে মাছ ধরিয়া যাহা পাইত, তাহাতেই তাহাদিগের কোনও প্রকারে দিন কাটিত। একদিন জেলে নদীতে মাছ ধরিতে ধরিতে একটি খুব বড় রোহিত মৎস্য পাইল। কিন্তু, ঐ রোহিত মৎস্য বাস্তবিক মৎস্য নহে। উহা একটী রাজপুত্র, মায়াবলে মাছের আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই রাজপুত্র মিনতি করিয়া বলিল, 'ভাই হে! তুমি আমাকে ছাড়িয়া দাও, এবং আমার নিকট বর প্রার্থনা কর।' জেলে অত্যন্ত ভাল মানুষ, সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল এবং কিছুই প্রার্থনা করিল না। মাছধরা শেষ হইলে জেলে বাটী আসিয়া স্ত্রীর নিকট সমস্ত কথা খুলিয়া বলিল। কিন্তু তাহার স্ত্রী বড় মন্দপ্রকৃতির নারী ছিল। সে ইহা শুনিয়াই একেবারে ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া জেলেকে অনেক ভর্ৎসনা করিয়া বলিল, 'তুমি এখনই তথায় যাইয়া ঐ মাছটির নিকট একটি পাকা বাড়ীর জন্য প্রার্থনা কর। জেলে বেচারা বড় ভাল মানুষ ছিল। সে স্ত্রীর তাড়নায় ক্ষুণ্ণমনে নদীর অভিমুখে গমন করিল। ক্রমে যখন সে নদীর নিকট আসিল, তখন উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল—

ওগো অনচর রাজপুত্রবর

কোথা আছ ভাই তুমি?
স্ত্রীর অনুরোধে আসিয়াছি মনে
বর যে মাগিতে আমি।

এই কথা বলিবামাত্র মাছটি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জেলে তাহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিল। ইহা শুনিয়া মাছটি বলিল, 'আচ্ছা, তুমি বাড়ী গিয়া দেখিবে যে, তোমাদের একখানি পাকা বাড়ী হইয়াছে।' এই কথা বলিয়াই মাছটি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন জেলে ধীরে ধীরে গৃহাভিমুখে গমন করিতে লাগিল এবং গৃহে আসিয়া দেখিল যে, তাহাই হইয়াছে তাহার স্ত্রী সেই নূতন গৃহে বসিয়া আছে। কিছু দিন পর, আবার একদিন তাহার স্ত্রী তাহাকে বলিল, 'তুমি আবার সেই মাছটীর নিকট যাও এবং একটি খুব সুন্দর এবং বড় বাগান-বাড়ীর জন্য প্রার্থনা কর।' সেও আবার নদীতে গমন করিল এবং পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি পুনরায় বলিবামাত্র মাছটি আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন জেলে তাহাকে সমস্ত কথা বলিলে, মাছটি তাহাকে অভিলষিত বরদান করিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। যতই অবস্থার উন্নতি হইতে লাগিল, ততই তাহার স্ত্রীর লোভ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমে ক্রমে সে রাজরাজেশ্বরী হইল, কিন্তু তথাপি তাহার লোভের হ্রাস হইল না। একদিন সে তাহার স্বামীকে ডাকিয়া বলিল, 'তুমি আর একবার মাছের নিকট যাও, এবং গিয়া তাহাকে বল যে, 'আমাদিকে স্বর্গের রাজা করিয়া দিতে হইবে।' সে পূর্ব্বের ন্যায় এবারেও চলিল এবং নদীতে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি উচ্চারণ করিল। তৎক্ষণাৎ মাছটি আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু এবার আর মাছটি বর দান করিল না, সে বলিল, 'আমি তোমাদিগকে শাপ দিতেছি যে, তোমরা পূর্ব্বে যে কুটীরে বাস করিতে সেই কুটীরেই বাস করিবে।' এই বলিয়া মাছটি অদৃশ্য হইয়া গেল। তখন সে অতি বিষণ্ণ মনে বাড়ী আসিয়া দেখিল বাস্তবিক তাহাই হইয়াছে।

এই গল্পটি হইতে আমরা এই উপদেশ পাইতেছি যে, কখনও অতি লোভ ভাল নয়। যে ব্যক্তি অতিলোভ করে, সেই ব্যক্তিই ঐ জেলের স্ত্রীর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। অবস্থার অতিরিক্ত কোনও দ্রব্যের আকাঙ্ক্ষা করাকেই অতিলোভ বলে। দেখ ঐ জেলের স্ত্রী সামান্য কুটীর হইতে রাজপ্রাসাদ পর্য্যন্ত পাইয়াছিল, কিন্তু যখন সে সামান্য মানবী হইয়া স্বর্গের অধীশ্বরত্বে ব্যগ্র হইল, তখনই তাহার এই দুরবস্থা ঘটিল। অতিলোভের পরিণামই এইরূপ।

Grimm's Popular Stories এর একটী গল্পের অবলম্বনে লিখিত।

ভুলভাঙা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(৪)

"আপনি যাই বলুন, আমার কিন্তু কিছুতেই মত হয় না যে, আপনি সেখানে যান।"

"বাবা! মেয়ে তা'দের বটে, কিন্তু বৌ আমাদের, আমাদের ঘরের বৌ সেখানে ফেলে রাখব, লোকে কি ভাল বল্‌বে? শুধু লোকনিন্দা নয় ধর্ম্মের কাছেও দায়ী হ'তে হ'বে। আর বেয়াই যতই বড় লোক হন, আমাকে কিছু আর অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিতে পার্‌বেন না।"

পিতা পুত্রে এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। অমর বলিল, "তা বাবা! আপনি যখন সঙ্কল্প স্থির ক'রেই বাড়ী থেকে বেরিয়েছেন, এবং এতদূর পর্য্যন্ত এসেছেন, তখন আর আপনাকে কি বলিব? আপনার কর্ম্মভোগ এখনও শেষ হয় নাই, আরও কিছু বাকী আছে।"

কাশীনাথ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "না অমর! সে ভাবনা ক'রোনা। বেয়াই তো লোক মন্দ নন্। আমাদের সঙ্গেত কোনরূপ দুর্ব্ব্যবহার করেন নাই, তবে আতুরে মেয়ে, জন্মাবধি কল্‌কাতায় বাস, পল্লীগ্রাম কখনও চক্ষেও দেখেন নাই। তাই সহসা পাঠা'তে ইতস্তত কচ্ছেন। তা' আমি নিজে গেলে কি আর অমত কর্‌তে পার্‌বেন?"

অমর সে কথায় কোন উত্তর দিল না। তখন কাশীনাথ বলিলেন, "তুমি কলেজ থেকে ফিরে এলে এক সঙ্গে যাওয়া যাবে। একটু সকাল সকাল এস।"

অমর বিস্মিত হইয়া বলিল, "সে কি বাবা! আমি আবার কোথায় যাব?"

বাধা দিয়া কাশীনাথ বলিলেন, না না, তোমাকে যেতেই হবে। আমি সেই তোমার বিবাহের সময় ছাড়া আর সেখানে যাইনি, সেত এক কথা বটে, আর তুমি সঙ্গে থাকিলে আমার একটু সুবিধা হবে।"

অমর কোন কথা বলিল না। একটু নীরব থাকিয়া কাশীনাথ বলিলেন, "কেবল এই কারণেই কলিকাতা আসি নাই, আরও এক বিশেষ কারণ আছে। উষার বয়স হ'য়েছে, তার কি করা যায়? ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে তুমি এখন উপযুক্ত হ'য়েছ, তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কিছুই স্থির করিতে পাচ্ছি না।"

অমর বলিল, "এখনি তার বিয়ের জন্য ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? এই তো সেদিন তা'কে দেখে এসেছি, কি এমন বড়

হ'য়েছে! এখনো দুই তিন বৎসর সচ্ছন্দে রাখা যাবে।"

কালীনাথ বলিলেন, "বাবা! এখনকার সময়ে কন্যা বয়স্থা ক'রে বিবাহ দিবার নিয়ম হয়েছে। পূর্ব্বে এমন ছিল না। কিন্তু তা'হ'লেও আর বেশী দিন অপেক্ষা করা যায় না। উষার বয়স এই একাদশ উত্তীর্ণ হয়।"

অমর একটু উপেক্ষার সহিত বলিল, "এই এগার বৎসর মাত্র! এ'র জন্যে এত ভাবছেন? বৎসর দুই তো চুপ্ ক'রে থাকুন, তা'র পর যা' হয় হ'বে। কিন্তু বাবা! একটা কথা, প্রতিজ্ঞা করুন, সমান ঘরে যদি না হয়, বরং দরিদ্রের ঘরে উষার বিয়ে দিবেন, তবু বড় লোকের দিকে চাহিবেন না। বেলা হ'লো আমি এখন আসি।"

অমর প্রস্থান করিল। পার্শ্বের কক্ষ হইতে আর একটি লোক নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। সে অজিতকুমার।

যথাসময়ে অমরনাথ কলেজ হইতে প্রত্যাগমন করিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে পিতা ও পুত্রে একখানি দ্বিতীয়-শ্রেণীর শকটারোহণে বৈষয়িক-তত্ত্বোদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীটের বাবু দেবেন্দ্র বিজয় বসু বিলক্ষণ সঙ্গতিশালী। বড়-লোক বলিয়া জন-সমাজে পরিচিত হইবার জন্য যে যে উপকরণের প্রয়োজন, দেবেন্দ্রবাবুর সমস্তই আছে। প্রকাণ্ড তিন মহল বাড়ী। ফটকে উর্দ্দি পরা দুজী, হাতে সোনা-বাঁধান, হস্তিদন্তনির্ম্মিত ছড়ি, পকেটে, আলবার্ট-চেন্-সম্বলিত সোণার ঘড়ী। ইহা ছাড়া নেপালি রকমের জুড়ি, এবং মুখে ফ্রেঞ্চকাট্ চাপদাড়ী আছে। সর্ব্বোপরি বাবু-লোকের প্রধান লক্ষণ;—দেবেন্দ্র বাবুর বৈঠকখানা সর্ব্বদাই মধুকররূপী চাটুকর দ্বারা পূর্ণ থাকিত। সেই সমস্ত মধুকরের নিরবচ্ছিন্ন গুণ-গুণ শব্দ দেবেন্দ্র বাবুর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিত। আর চাই কি? দেবেন্দ্র বাবু এই সমস্ত মধুকরের মনস্তুষ্টির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতেন। সভা, সমিতি, পার্টি ইত্যাদির জন্যও তাঁহার যথেষ্ট ব্যয় ছিল। কিন্তু দরিদ্র দুঃখীকে দান করিবার প্রবৃত্তি তাঁহার আদৌ ছিল না। তিনি বলিতেন, "দয়া দুর্ব্বলতার লক্ষণ"। যাহোক্ দেবেন্দ্রবাবু একটি দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পল্লীগ্রামে গৃহস্থের ঘরে একমাত্র কন্যা বিদ্যাধরীর বিবাহ দিয়াছিলেন।

অমর যে বার এফ্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বি, এ, পড়িতেছিল, সেই সময় ঘটনাচক্রে সে একদিন দেবেন্দ্র বাবুর দৃষ্টিপথে পড়ে। দেবেন্দ্র বাবু দেখিলেন, ছেলেটি দিব্য শিষ্ট শান্ত, পরম রূপবান্, লেখাপড়া শিখিতেছে। পরিচয়ে জানিলেন, তাঁহাদের করণীয় ঘর। সব দিকে ভাল, কেবল বাড়ী পল্লীগ্রামে। সে দিন আর বিশেষ কিছু কথা হইল না।

যথাকালে দেবেন্দ্র বাবু গৃহিণীর কাছে সমস্ত কথা বলিয়া বিভাময়ীর সহিত অমরনাথের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কর্ত্তার উপযুক্ত গৃহিণী। তিনি তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "ঐ রকম পাত্রই তো চাই। বিভাকে শ্বশুরবাড়ী পাঠাইতে আমার আদৌ ইচ্ছা নাই। ঐ রকম পাত্রের সহিত বিবাহ হ'লে বিভাকে আমার, শ্বশুরবাড়ী যেতে হবে না। বিয়ে দিয়ে এইখানেই রাখ্‌ব। ছেলেটি যখন লেখা পড়া শিখ্‌ছে, তখন আর ভাবনা কি? যতদিন সে চাকরী বাকরী না করে, বিভা আমার কাছে থাক্‌বে। শেষে তা'র চাকরী হ'লে দশ দিন সে যায় সেখানে রইল, দশ দিন বা আমার কাছে রইল। তুমি এই সম্বন্ধই স্থির কর।"

গৃহিণীর যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া দেবেন্দ্রবাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। এবং উপযুক্ত লোক দ্বারা শ্রীনগরে কালীনাথ মিত্রের নিকটে অমরনাথের সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দেবেন্দ্রবাবু আভিজাত্যে হীন ছিলেন না, বরং কালীনাথ অপেক্ষা কৌলীন্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এমন ঘরে পুত্রের সম্বন্ধ হওয়ায় মিত্রমহাশয় আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া, না ভাবিয়া, না বুঝিয়া একেবারে সম্বন্ধ স্থির করিয়া ফেলিলেন। অমর দুই এক বার আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু তাহার সে আপত্তি, প্রবাহমুখে উপলখণ্ডের ন্যায় ভাসিয়া গেল। শুভ দিনে শুভ ক্ষণে অমরনাথের সহিত বিভাময়ীর শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল।

সন্ধ্যা অতীতপ্রায়। যশোহর অট্টালিকার সুসজ্জিত বৈঠকখানায় পিতাপুত্রে উপবিষ্ট। কক্ষস্থিত দ্রব্য-সামগ্রী, সমস্তই বহুমূল্য। টেবিল, চেয়ার, গ্লাসকেশ, বুকসেল্‌ফ, ছবি, আয়না, সমস্ত ঝক্‌ ঝক্‌ তক্‌ তক্‌ করিতেছে। বৈদ্যুতিক আলোকমালায় সমগ্র বাড়ীখানি উদ্ভাসিত। কালীনাথ বিস্ময়চকিত-নয়নে চারি দিকে চাহিয়া দেখিতেছিলেন। ভৃত্যগণ যথারীতি আগন্তুকদ্বয়ের পরিচর্য্যা করিতেছে। অমরনাথ অনেক দিন পরে শ্বশুরালয়ে আসিয়াছেন। শ্বশুরবাড়ী হইতে বিশেষ "নিমন্ত্রণ-পত্র" পাইয়াও, এখনকার ছেলেদের মত তিনি কলেজ হইতে শ্বশুরবাড়ী আসিতেন না। পিতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ না হইলে তিনি অদ্যও আসিতেন না।

দেবেন্দ্রবাবু বাড়ীতে ছিলেন না, সান্ধ্য ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। একটু পরেই ফিরিয়া আসিলেন। বাবুর জুড়ী ফটকের ভিতরে প্রবেশ করিবামাত্র শশব্যস্তে ভৃত্যগণ ছুটিয়া গেল। চারি দিকে একটা সাড়া পড়িল। পারিষদ্‌বেষ্টিত দেবেন্দ্রবাবু বৈঠকখানার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। উভয় বৈবাহিকের পরস্পর শিষ্টাচার, কুশল-জিজ্ঞাসা ইত্যাদি ব্যাপার যথানিয়মে সম্পন্ন হইল। অমরনাথ শ্বশুরকে প্রণাম করিলেন। দেবেন্দ্রবাবু

আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "বাবাজীর অনেক দিন দেখা নাই, ভাল আছ তো? আজ যে মনে করে এসেছ, বড় ভাগ্য॥"

অমর অবনতবদনে রহিল, কোন উত্তর করিল না। একজন পারিষদ হাস্যমুখে বলিলেন, "সাধ করে কি এসেছেন, বাবার এসেছেন। বেয়াই মশায়ের দর্শন পাওয়া আরো ভাগ্যের কথা। তবে বেয়াই মশায়! পথ ভুলে আসি? ছেলেটীকেও সঙ্গে এনেছেন দেখ্‌ছি। বড় সুখী হওয়া গেল।" দেবেন্দ্রবাবু বলিলেন, "ভাল বেয়াই মশায়! কি মনে ক'রে এদিকে আসা হ'লো?"

কাশীনাথ পল্লীনিবাসী নিরীহ ভদ্রলোক, কলিকাতার আচার ব্যবহার কিছুই জানেন না। কি বলিয়া মনের ভাব প্রকাশ করিবেন, ভাবিয়া পাইলেন না। একটু ইতস্ততঃ করিয়া ঢোক্ গিলিয়া বলিলেন, "অনেক দিন দেখা সাক্ষাৎ ঘটে নাই, তাই একবার দেখ্‌তে শুন্‌তে এলাম।"

একজন পারিষদ হাসিয়া বলিলেন, "শুধুই দেখ্‌তে আসা, আর কিছু নয়।"

কাশীনাথ এইবার সুবিধা বুঝিয়া বলিলেন, "তোমাকে বাড়ীর সকলে দেখবার জন্য বিশেষ উৎসুক হয়েছে, এই সঙ্গে তাঁকেও নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি।"

আর একজন পারিষদ বলিয়া উঠিলেন, "ওঃ! তাই বুঝি পিতা-পুত্রে এক জোট্ হ'য়ে এসেছেন? তা' দিন স্থির করা হ'য়েছে কি?"

কাশীনাথ বলিলেন, "বেয়াই মশায়ের যত হ'লে দিন স্থির করায় বাধা কি? আগামী কল্য বেলা এক প্রহরের মধ্যে ভাল দিন আছে, ঐ সময়ে যাত্রা করিবে, যে কোন সময়ে নিয়ে যেতে পারি।" (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। দারভাঙ্গার স্বর্গীয় মহারাজ স্যার লক্ষ্মীশ্বর সিংহ বাহাদুরের প্রথমা পত্নী সীতামাড়ী হাইস্কুলের ছাত্রাবাস নির্ম্মাণার্থে সাত হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

২। দিল্লীর স্বর্গীয় ডাক্তার মুখার্জ্জির পুত্রগণ শিক্ষাবিধানকল্পে লেডী হার্ডিঞ্জ মহোদয়া দিল্লীর চিফ কমিশনারের হস্তে এক হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

৩। ডাক্তারি-শিক্ষার্থীদিগের মধ্যে অনেকেই শবব্যবচ্ছেদ করিতে অনিচ্ছুক। সম্প্রতি জার্ম্মাণীর একজন বৈজ্ঞানিক, শিক্ষার্থীদিগের এই অভাব মোচনের নিমিত্ত এক প্রকার এসিড তৈয়ার করিয়াছেন। এই এসিড শরীরে প্রয়োগ করিলে শরীরের মাংসপেশী সকল শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে শরীর

অনায়াসেই শরীরস্থ যাবতীয় শিরা, হাড় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যাইবে।

৪। আমেরিকার অন্তর্গত কালিফোর্নিয়া-রাজ্যের ইনরমান নামক একজন বৈজ্ঞানিক এক প্রকার অভিনব কাচ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই কাচের সাহায্যে ২১৩ মাইল দূরবর্ত্তী পাহাড় পর্ব্বত সুস্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। জলময় পাহাড় প্রভৃতিও এই কাচের সাহায্যে স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে। ঝড়, বৃষ্টি, কুয়াসা, কিছুতেই এই কাচের শক্তিকম হইবে না।

৫। মেস্‌মেরিজিম সর্পাঘাতের ঔষধ বলিয়া নূতন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তদ্প্রতি ইহা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া সফলতা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

৬। ভারতবর্ষ হইতে ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, উত্তর আফ্রিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে তারে পত্র পাঠাইবার জন্য ভারত-গবর্ণমেণ্ট মত দিয়াছেন। স্থির হইয়াছে শনিবারের পূর্ব্বে এই পত্রগুলি টেলিগ্রাফযোগে গন্তব্য স্থানে পৌঁছিবে এবং মঙ্গলবার বিলি হইবে। প্রত্যেক পত্রে ২০টীর কম কথা যাইবে না। সাধারণ টেলিগ্রামের সিকি চার্জ্জ করা হইবে।

সমালোচনা।

ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের পরিচয়পত্র—মূল্য দুই আনা। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের ট্রাষ্টিদিগের আদেশ অনুসারে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। প্রাপ্তি-স্থান—২৮নং চৌরঙ্গী রোড, ইণ্ডিয়ান মিউজিয়মের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আফিসে পাওয়া যায়।

এই পুস্তকখানিতে মিউজিয়মের সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পুস্তকখানি অতি সুন্দর শৃঙ্খলার সহিত সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তিও মিউজিয়মে (যাদুঘরে) যাইয়া কোথায় কি আছে, কোন্ বস্তুর কিরূপ প্রকৃতি ও কোন্ জীবের কিরূপ গঠন প্রভৃতি সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন। এই পুস্তকের সাহায্যে দর্শনার্থীদিগের যে অনেক সুবিধা ও জ্ঞানলাভ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। আমরা মিউজিয়ম-দর্শনার্থীদিগকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যখন মিউজিয়ম দেখিতে যাইবেন, তখন যেন এই পুস্তক একখানি ক্রয় করিয়া লইয়া যান। ইহা একাধারে পথ-প্রদর্শক ও সকল বিষয়ের পরিচায়ক হইবে।

পণগ্রহণে বিবাহ—বিবাহের আদর্শ, পণ গ্রহণের অবৈধতা ও অপকারিতা এবং তাহা দূরীকরণের উপায়। মূল্য এক আনা মাত্র। শ্রীআনন্দ চন্দ্র সেন গুপ্ত প্রণীত।

উহাতে প্রথমে বিবাহের আদর্শ, পরে পণগ্রহণের অবৈধতা, বর্ত্তমান সমাজ-চিত্র, সমাজপতিগণের মত, পণগ্রহণের দোষ, পণপ্রথা দূরীকরণের উপায় সকল লিখিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজের চিত্র অতি সুন্দররূপে দেখান হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে আমাদের সমাজের কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝিতে পারা যায়। আমরা আশা করি এই পুস্তক দ্বারা আমাদের সমাজের ভয়ানক পণপ্রথারূপ ভীষণ ব্যাধির উপশম হইবে।

বামারচনা।

যদি নাহি আসা যেত ফিরে।

নীলাকাশে ঐ তরুণ তপন
উদিল আপনি ধীরে,
বিশ্ব মেলিল মুদিত নয়ন,
চেতনা আসিল ফিরে।
পাখীর কাকলী মেদিনী-বক্ষে
ধ্বনিল মধুর তান,
মৌন-প্রকৃতি গাহিল মোহন
বিশ্বরাজের গান।
বিশ্ব সাজিল অপরূপ রূপ
আঁকিল অপূর্ব্ব ছবি,
সে সৌন্দর্য্য সাথে রয়েছে বিলীন
সমাধিমগ্ন কবি।
অপলক-আঁখি সেথায় কখন
আমিও বুঝিয়া ধীরে
যেতাম মিশিয়া হেরিতে হেরিতে
যদি নাহি আসা যেত ফিরে।

দাও।

হে সখা!
হে চির-বাঞ্ছিত!
দাও তুমি মোরে নিত,
যত দুঃখ-জ্বালা-বিপদ-বেদনা।
তবে নাথ! তোমা ধনে,
সদা মোর মনে—
পড়িবে।
হে প্রিয়!
হে অন্তর-স্বামী!
চাহিনাকো কভু আমি,
বিষয়-বিভব, বিচিত্র বিলাস।
তুমি যে গো। পদ হতে
মজিলে বিভবে,
বঁধু হে।
হে গুরু!
হে সুন্দর প্রভু!
সুখ নাহি দিও কভু;
তাহে তোমা হতে বিচ্ছিন্ন হইয়া—
অতি বহু দূরে আমি,
তোমা ভুলি, স্বামী!
পড়িব।
হে নাথ।
হে শাশ্বত সুখ!
দাও মোরে দাও দুখ,

তবে ও চরণে পাবিব মিশিতে। | ... কাছ হে। প্রিয় হে।
যাই হে! যাই হে! | বঁধু হে!

শ্রীমতী স্বর্ণীলতাসুন্দরী মিত্র, শ্যোভাবাজার রাজবাটী।

১৩২০ সালের বামাবোধিনীর বর্ণমালানুসারে সূচী।

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
অগ্নি-পরীক্ষা	১০৮
অতি লোভ	৩৭৪
অধ্যবসায়ের পুরস্কার	৯৮
অবলা	১৫২, ১৮১
অর্থের সদ্ব্যয় (পদ্য)	৫৮
অশ্রু (পদ্য)...	৬৮
আত্মতত্ত্বজ্ঞান (পদ্য)	১৭১
আদর্শরমণী স্বর্গগতা নীলমণি দত্ত চৌধুরী	২৩, ৪৫
আদিব্রাহ্ম সমাজে প্রদত্ত ১১ই মাঘের প্রাতঃকালের উপদেশ	৩০৮
আমি কে? (পদ্য)	৬৪
ইণ্টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার ফল	৯০
ঈশ্বর (পদ্য)	৩৩
উদাসীনের চিন্তা	৬৬
উদ্দেশে (পদ্য)	৩৪৮
উন্মত্তের প্রলাপ (পদ্য)	৫১
৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক খুলনা প্রকাশ্য সভায় প্রদত্ত উপদেশের সার মর্ম্ম	৩৫৫
৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় কর্ত্তৃক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে প্রদত্ত উপদেশ	৩৩৩
৺ উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের জীবনী ২০, ৫৬, ১২৩, ২৪৬, ২৮৬, ৩০৩, ৩৪৬	
ঊষা দেবতা	৩৫৯
এক আশ্চর্য্য দীপ	৩১৭
একান্নবর্ত্তী পরিবারের দোষ গুণ কি?	২৭
কালস্য কুটিলা গতিঃ	২৯৫
কায়নিক স্বাস্থ্যবিকার	৮৮
কুমারীর আত্মাহুতি]	৩২৩
গিলিয়ন সিটনের উত্তরাধিকারিত্ব	১০৯, ২১৯, ২৪৫, ২৭৭
গুরু বরণ (পদ্য)	১৮০
গৃহ-চিকিৎসা	৭৫
গৃহজাত শাকসব্জীর বাগান	১৬১
গোলাপ	১৩৫
চোখের ভাষা	৯, ৪০
জন্ম দিনে	১২৯
জন্ম-মৃত্যু-তত্ত্ব	১৫০, ২২০
ঝিনুক	২৪৯
তিব্বতে	২৯৭

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
দামোদরের উচ্ছ্বাস বা ভীষণ জল প্লাবন	১৬১
নবজাত ভ্রাতুষ্পুত্র (পদ্য)	৬
নববর্ষ	২
নববর্ষের নিবেদন	১৮
নিস্তারিণীর আত্মবিসর্জ্জন (পদ্য)	৩৩৯
নূতন সংবাদ	২৯, ৫৪, ৯২, ১২৪, ১৫৬, ১৮৮, ২১২, ২৫৪, ২৮৫, ৩১৯, ৩৫০, ৩৭৯
পণ	২১৭, ২২৫
পারস্য-সংবাদ	১৩২
প্রকৃত জীবন	৪৩
প্রজ্ঞা	৫৩
প্রতিজ্ঞা	৩২১
প্রভাত (পদ্য)	১৬
প্রলোভন	১৪২
প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের অলঙ্কারণ	৫
প্রার্থনা (পদ্য)	৯৭
বুদ্ধদেবের অস্থি-আবিষ্কার	৪৮৯
বাতিঘর (পদ্য)	৩৪৯
ভক্তির পুরস্কার	৩৮
ভাগ্যবতী রমণী কে?	২২৮
ভারত-স্ত্রী মহামণ্ডল	১৫
ভিক্ষুক (পদ্য)	১১৬
ভুল	২৬৪, ২৯৯
ভূলভাঙ্গা	৩২৯, ৩৭৬
ভূত না মানুষ	৬১, ১৭১, ৩৬৪
মহম্মদ	১১৮
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রিয়শিষ্য সাধু উমেশচন্দ্র দত্ত	৮৪
মহাত্মা কবীরের কয়েকটি উপদেশ	২৭০
মৃত্যু (পদ্য)	১৭০
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় ফল	৯৩
যমালয় হইতে প্রত্যাগত	২০৫
যামিনীর আত্মকথা	১১২, ১৪৫, ২৩৮
রসায়ন	৩১৫
রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প	৮১
লেডী ক্লেয়ার (পদ্য)	৯০
লোলার্ক মেলা	১৯৮
বঙ্গমহিলা	৩৪
বঙ্গমহিলার ব্রতকথা	১৬৭
বঙ্গের প্রাচীন কবি ও লেখকগণ	৩৪১
বর্ষশেষে (পদ্য)	৩৭২
বামাবোধিনীর জন্মদিনে নিবেদন (পদ্য)	১৮৭
বামাবোধিনীর ত্রয়োদশ উপলক্ষে	১৩২
বিজ্ঞান রহস্য	১২১, ১৮৫
বিলাপ (পদ্য)	৬৮
বিবাহে পণগ্রহণ	১৯৩, ২৩৩, ২৫৭
বেদের টীকাকার ও মাধবাচার্য্য	৭৭
বৈজ্ঞানিক যুগ ও নূতন আবিষ্কার	৭৩
শিশুজীবন ও কিণ্ডার গার্টেন	৩৭, ১৪৮, ২৭৩, ৩২৬, ৩৫৬
সংক্ষিপ্ত নূতন পত্রিকা	১
সংসারে রমণীর অধিষ্ঠান	১১৬
সমালোচনা	৬০, ১৫৭, ৩৮০
সহমৃতা	৪৫৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
সাধুদর্শন	১৭৪
সাধুবচন-সংগ্রহ	২
সাময়িক প্রসঙ্গ...	১১, ৫৫ ৮৭, ১১৪, ১৪৭, ১৭৮, ২১১, ২৪২, ২৭৫, ৩৩৭, ৩৭৩
সায়াহ্ন (পদ্য)	১৪৯
হাক্সলি	৫৯
বামারচনা।	
অভিলাষ	৩৫১
অমরার শিশু	১২৭
আবাহন	১৪১
এস ...	৬৩
কামনা	৯৬
কি চাই	২২৪
কণিক সকলি ত	২৮৭
খোকা	২৮৮
চট্টলা জননী	৩২
চলিতে দাও	১৫৮
চাহিনা	৬১
চির সম্বল ...	২৫৬
জীবন-মুকুল-কাহিনী	৯৪
জীবন্ত দেবতা	২৫৫
তন্ময়	২২৩

বিষয়।	পৃষ্ঠা।
তোমেন ক্রোয়েল ...	২৫৬
দাও	৩৮১
নয়ন দেখনি ...	১৬০
নব বর্ষ ...	৩০, ৩১, ৬১
নিবেদন	১৫৮
নীরব সাধন	১৫৫
পরলোক	১২৮
পরাণ আকুল করে	৯৪
পিপাসিত	৬২
পৌত্তমুখ-দর্শন...	৩২০
বেথুন-স্মৃতি	১২৭
ভ্রাতৃদ্বিতীয়া	২২৩
মনে মনে অনুক্ষণ	২৮৭
মর্ম্ম কথা	৬৩
যদি নাহি আসা যেত ফিরে	৩৮১
বামাবোধিনীর জন্মদিনে উপহার	১৮৯
বামাবোধিনীর জন্মোৎসব উপলক্ষে	১৯০
শক্র	১৮৯
শিশুর প্রতি	৯৫
চিত্র।	
স্বতন্ত্রা বিলাপ	১৯৩
স্নেহলতা ...	৩২১

৩৭ নং মধুরায়ের লেন, ইণ্ডিয়ান প্রেসে শ্রীমঙ্গলাল চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও
শ্রীমতী বিধুমুখী বসু কর্ত্তৃক [illegible] হইতে প্রকাশিত।